Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/32	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1821
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	?
Author/ Editor:	Sibprasad Sharma	Size:	12x18cms
		Condition:	
Title:	*Brahman Sebadhi: Brahman o Missionary Sambad*: Brahmunical Magazine: The Missionary and the Brahmin	Remarks:	

BRAHMUNICAL

MAGAZINE.

THE MISSIONARY &THE BRAHMUN

NO. 1

ব্রাহ্মণ সেবধি।

ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ।

সং ১

1821

BRAHMUNICAL

MAGAZINE.

THE MISSIONARY &THE BRAHMUN

NO. 1

ব্রাহ্মণ সেবধি।

ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ।

সং ১

1821

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রি বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানা বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও য়িশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের তধীন হয় তবে তাহার

মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা৲ আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকো স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমন করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এই রূপ নানা বিধ ধর্ম্মগ্লানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিলনা তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানা বিধ অসৎ কর্ম্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বর পরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্ম ঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ কর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্ম ঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছা পূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের [ধর্ম্ম গ্রহণ] করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন

নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এই রূপে ছাপান যাইবেক ইতি।

আঠার শও একুশের ১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র

যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই র্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ কত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহ চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকন পূর্ব্বক মুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং নপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব তি।

প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য লত্রয় রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় ন্তর্ব্বহিঃ পূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় দ্বারা রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও দিতে গন্ধর্ব্ব নগরী দর্শন তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল জ্ঞান বশতো অহং ও জগৎ সত্যর ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে দ এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক উভয়ের ত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য

হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখ-ণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়া বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্যযতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্‌দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেননা তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদিও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্ম ফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষত কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও অল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীব মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়ই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপ ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু ঐ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেননা কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।

চতুর্থ সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনক দলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয় এমতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি ইতি।

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের চৌদ্দঞি জুলাইয়ের সমাচার দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তি হীন জানাইয়া তাহার খণ্ডন কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই করিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিসিনরি মহাশয়রা এরূপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে ও গ্রন্থ রচনায় করিতেন সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম নাই যেহেতু তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে বেদান্তে ঈশ্বরকে এক নিত্য কালত্রয় রহিত অরূপী নিরীহ ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তবহিঃ পূর্ণ কহেন ও তাঁহাতে অন্য বস্তু ও জীব পৃথক্ নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় মায়া রচিত সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য্য আর থাকে না) যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব পুরী দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর থাকে না পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন. প্রথম এই যে এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে তাহা লিখেন না সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম যদি অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ লিখেন তবে উত্তরের চেষ্টা করিব আর যে দ্বিতীয় কোটিতে দোষ

দেন যে এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি কি বেদান্তবাদী কি খ্রিষ্টান কি মোছলমান যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকেও নিত্য কহেন সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন অতএব শক্তিমানকে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন সুতরাং শক্তিকেও নিত্য কহেন " নিঃসত্তা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ " বেদান্ত ধৃত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয় তবে এ দোষ সর্ব্ব সাধারণ হইবেক কেবল বেদান্ত পক্ষে হয় এমত নহে। সেই রূপ শক্তি হইতে শক্তি মানের প্রাধান্য কি বেদান্ত কি অন্য অন্য শাস্ত্রে ও লোক দৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদান্তে কোনো মতে অঙ্গীকার করেন না যে আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়া কার্য্য জড় স্বরূপ হয় পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড় স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন যেমন নানাশরাস্থিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয় কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব সকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বরে স্পর্শ করেনা যেমন জলের নির্ম্মলতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব মলিন হয় সেই রূপ প্রপঞ্চ ময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুত তেজঃ পদার্থ না হইয়াও তেজঃ পদার্থের প্রতিবিম্বতা দ্বারা তেজস্বী দেখায় সেই রূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্ম বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে আরবে যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা

নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ওই সকলকে সূর্য্যের ন্যায় অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম বিশিষ্ট দেখায় পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না সেই রূপ আত্মা এক তাঁহার মায়া প্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আচরণ ও কর্ম্ম ফল ভোগ করে পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ন্যায় আর ক্ষণ মাত্রো পৃথক্ রূপে আত্মার সহিত থাকেনা অতএব আত্মা এক ও জীব যদ্যপীও বস্তুত তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না।

তৃতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন " আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে " কি নিমিত্ত দোষ পড়ে তাহার বিবরণ লিখেন না, অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব যদি আপনকার এ অভিপ্রায় হয় যে আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যতে পুনরায় লীন হইতেছে ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না।

অধিকন্তু লিখেন যে বেদান্তে কহেন যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয় সেই রূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতিলয় বারংবার হয় ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

উত্তর—এস্থলে বেদান্ত বাদিরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্বুদের উৎপত্তি স্থিতি হয় সেই রূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি হইতেছে দ্বিতীয়ত যেমন বুদ্বুদ অস্থায়ি সেই রূপ জগৎ অস্থির হয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয় তুল্যাদি সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হয় না সেই রূপ এখানেও স্বীকার করেন সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জল পুঞ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়াংশ স্বরূপ তাহার বিকার মানিতে হয়

কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবেক ও কখন কখন তাঁহার সহিত একত্র হয় যাঁহাদের কেবল দোষ দৃষ্টি তাঁহারাই এরূপ সর্ব্বাংশ দৃষ্টান্ত মানিয়া মায়ার বল আত্মার উপরে হইতেছে এই দোষ দিতে উৎসুক নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হইতেছে ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোনো পক্ষপাত রহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না যেহেতু যে কোনো জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন তাঁহারা সকলে মানেন যে সৃষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে, সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয় এমৎ তাঁহারদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণা শক্তি দ্বারা মার্জ্জনা করেন ইহাতে করুণাশক্তি ঈশরের উপর প্রবল হয় এমৎ নহে। বেদান্তবাদিরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন যে হেতু জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য্য যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীব সকল পৃথক্ দেখায় সে কার্য্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়া শব্দের প্রয়োগ মুখ্য রূপে ঈশ্বরের জগৎ কারণ শক্তিতে ও গৌণ রূপে ঐ শক্তির কার্য্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয় তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রম সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তা বিশিষ্ট হয় সেই রূপ জগতকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সকল জীবের সত্তার অধীন হয় সেই রূপ জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন অতএব জীব হইতেও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে ইহা কহেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয় অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপি অন্য তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক এমৎ প্রয়োগ খ্রিষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই তাহার তাৎপর্য্য বুঝি এমৎ না কহিবেন যে ঘট পট সকল ঈশ্বর বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে তিনি সর্ব্ব ব্যাপক অতএব মিথ্যা বাক্ কলহের বলে বেদান্তে কেন দোষ দেন।

জড়াত্মক মায়া কার্য্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্য স্বরূপ হয়েন

যেহেতু পদার্থ জড় ও চেতন এই দুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন তাহাতে সমষ্টি জগতের অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে দৃশ্য হইয়া পুনরায় ঐ জগতে লীন হয় সেই রূপ সমষ্টি চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্ব রূপে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয় পুনরায় আত্মাতে লয় পায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে এক বর্ত্তিকার অগ্নি অন্য বর্ত্তিকার অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ দেখায় কিন্তু বর্ত্তিকার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ হইলে মহা তেজে লীন হয় সেই রূপ উপাধি ত্যাগ হইলে পৃথক্ পৃথক্ জীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন অতএব জিজ্ঞাসা করি যে চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তি সিদ্ধ হয় কি অভাবকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ নানা যুক্ত হয় যদি বলেন ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয় তাহার এক এই যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান সিদ্ধ হয়েন যদি প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায় তবে ঈশ্বরের সত্তাতে কোনো প্রমাণ থাকে না আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি সুতরাং অপ্রমাণ হইবেক। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়॥

ন্যায় শাস্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা দুই অবিনাশী ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন আর দিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরে আছে জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছা বিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর—ঈশ্বরবাদি যেমন নৈয়ায়িক ও খ্রিষ্টান সকলেই কহেন যে ঈশ্বর নশ্বর নহেন এবং জীবের নাশ নাই জীব চিরকাল ব্যাপিয়া জ্ঞান ফল অথবা কর্ম্ম ফলকে প্রাপ্ত হয়েন সেই রূপ ঈশ্বরকে ফলদাতা উভয় তেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খ্রিষ্টানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি

দোষ হয় তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পর্শিবেক। বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়েনা যেহেতু পরমেশ্বর কালাতীত বস্তু সকল কালিক যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোনো ব্যাঘাত জন্মেনা। ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় কহেন সেই সম্বন্ধে জগৎ কর্ত্তৃত্ব জগৎ কর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহাতে আছে ইহাও সকল মত সিদ্ধ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দিক্‌কাল আকাশের অসম্বলিত কি ঈশ্বর কি অন্য কোনো পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না অতএব দিক্‌কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোনো বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বরকে খ্রিষ্টানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যাপিয়া আছেন অতএব সেই নিত্যকাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না অথবা নিত্য শব্দের অর্থ এই যে প্রথম ও অন্ত নাই এ অর্থ যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে সেই রূপ কালেও সম্ভবে ও ঈশ্বরের নিত্যত্ব জ্ঞান কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের সমবায়ি কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয় তাহার নাশ অসম্ভব সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন অবয়ব রহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে পরমাণুর সমবায়ি কারণ কহা যায় না অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া অসম্ভব ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানাসৃষ্টি হইতেছে। যে যে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ত্তা সেই সেই কর্ত্তা দ্রব্য সংযোগ কার্য্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞান পূর্ব্বক জগৎকর্ত্তা সকল মতে মানেন অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমভিব্যাহারে তাহারও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিত হয় ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন এমতে কর্ত্তা ও জীব বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর হয়েন তাহা লগ্ন হয় না যেহেতু ঈশ্বরের জগৎ কর্ত্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব জীবের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয় কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়রা এবং আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছা বিশিষ্ট দয়া বিশিষ্ট কহি জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছা বিশিষ্ট কহিয়া থাকি

ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাশয়রা কি আমরা কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।

মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন যে সংস্কৃত শব্দ রচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্রাত্মক যাগ নানাবিধ দ্রব্য যোগে যে আশ্চর্য্য রূপী ফল জন্মে সে ঈশ্বর হয় এ দর্শনে এমৎ কহেন কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মনুষ্যের অধীন কিন্তু মনুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা তাহার অধীন যে কর্ম্ম ফল তাহাকে এই শাস্ত্রে ঈশ্বর কি রূপে কহেন পুনরায় লিখেন যে মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর কর্ম্ম রূপী এক হয়েন কিন্তু কর্ম্ম নানা এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব কি প্রকারে প্রতীত হয় বিশেষত যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম না হয় সে সে স্থান অনীশ্বরীয় কেন না হয়।

উত্তর—প্রথমত আপনাকার দুই আশঙ্কার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই একবার লিখিলেন কর্ম্মফল ঈশ্বর পুনরায় লিখিলেন ঈশ্বর কর্ম্ম হয়েন সে যাহাহউক মীমাংশকেরা দুই প্রকার হয়েন যাঁহাদের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেবল পর্য্যবসান তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে সে উত্তম ফল পায় অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায় ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদান পূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধনা করে না এ নিমিত্তে দুঃখ দেন এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ হয় যেহেতু উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয় অতএব এরূপ মীমাংসা মতে ঈশ্বরের একত্বে কোনো দোষ হয় না॥

পাতঞ্জল মতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে ওই শাস্ত্রে যোগ সাধন রূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল মতকে ভুক্ত করা গেল।

উত্তর—পাতঞ্জল মতে যোগ সাধন দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয় এমৎ কহেন এবং ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ অতীন্দ্রিয় চৈতন্য স্বরূপ

সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন অতএব মহাশয় কি বিবেচনায় মীমাংসা মতে পাতঞ্জল মতকে ভুক্ত করিলেন জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য মতে দোষ দেন যে প্রকৃতি পুরুষ চনক দ্বিদল তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য বিধানে তাঁহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈত আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে চৈতন্যের অধীন হয়েন অতএব চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয় সুতরাং চৈতন্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থ বক্তাদের যদ্যপিও অন্য অন্য অনাত্ম পদার্থে মত ভেদ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও কুণপ কিম্বা জন্ম ও মৃত্যু বিশিষ্ট কহেন না ইতি।

ইহার শেষ উত্তর দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক ইতি।

সংখ্যা ২

আঠার শও একুশের চন্দ্রিকা জুলায়ের সমাচার দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ কল্পনা আছে।

পঞ্চম প্রশ্ন। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানা বিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণ দায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরু করণীয় গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রী পুত্র ও বিষয় ভোগী ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতি আশ্চর্য্য আদৌ এমতে নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নাম রূপ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবেনা। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে একথা উত্তমা কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছি তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চ রচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ

শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরু বাক্য নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভ দায়ক বরং বোধ হয় যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন দেশ চলিত লৌকিক গুরু করণীয় দ্বারা লাভ কি।

ষষ্ঠ প্রশ্ন। হিন্দুদের শাস্ত্র মতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কেচিৎ মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অধও স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কেচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মাং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

সমাচার দর্পণের লিখিত পত্রের উত্তর যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দোষোদ্ধার আছে ও যাহা শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ছাপা কর্ত্তা সমাচার দর্পণে স্থান দেন নাই এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর। পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোল্লেখ করেন যে তাহাতে ঈশ্বরের নানা বিধ নাম রূপ ও ধাম মানিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরু করণের বিধি ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিতে লিখেন ওই সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহার বিভুত্ব মানিতেছেন এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভবে দ্বিতীয়ত নাম রূপ

বিশিষ্টের বিভুত্ব কোনো মতে সম্ভবে না তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিতে পায় না এ বিধানে নাম রূপ কি প্রকারে মানিতে পারি।

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকার রহিত কহেন পুরাণে অধিক এই যে মন্দ বুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক কিম্বা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহ হয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয় পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দ বুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম বস্তুত পরমেশ্বর নাম রূপ হীন ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বিষয় ভোগ রহিত হয়েন। মাণ্ডুক্য ভাষ্যধৃত বচন নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ। স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এবংগুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানা মল্পমেধসাং। কিন্তু ইহা বিশেষ রূপে জানা কর্ত্তব্য যে তন্ত্র শাস্ত্রে অন্ত নাই সেই রূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শিষ্ট পরম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজন ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারে ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে কোনো কোনো পুরাণ তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কি

মহাজন ধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন। গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই যে সকল গ্রন্থ বেদ বিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ। যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ। কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্ট সংগৃহীত পরম্পরা সিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না কিন্তু বেদ বিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগ্রহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন। পুরাণ ও তন্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম রূপ কহেন ও স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসী কহেন ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকেনা অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্য রূপ বিশিষ্ট য়িশুখ্রিষ্টকে ও কপোত রূপ বিশিষ্ট হোলি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর য়িশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না তাঁহার দুঃখ বেদনাদি জন্মিত কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না ও তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ কপোত রূপ বিশিষ্ট হোলিগোস্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশুখ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম রূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকার বিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যে হেতু এ সকল দোষ অর্থৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।

যদি কহেন যে তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় তবে হিন্দুরা ও নিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্যে এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমান রূপে করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহিয়াছেন। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিলুমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি। বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে নাম ও রূপ ও ইন্দ্রিয় ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম সে কাল্পনিক মন্দ বুদ্ধির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্তে কহিয়াছি কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে বায়বেলে নাম রূপ ও বিষয় ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে সে যথার্থ অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসিত্ব দোষ তথ্য রূপে মিসনরি মহাশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ত হিন্দুদের পুরাণ তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়। শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা। স্মার্ত্ত ধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন যাহার বর্ণনের দ্বারা তাঁহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া থাকেন অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে যে গুরুর বস্তু অনুভুত নহে তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভ দায়ক হয় দেশ চলিত লৌকিক গুরু করণের কি ফল।

উত্তর—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোনো মতে উপস্থিত হয় না যেহেতু শাস্ত্রে কহেন যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে তাঁহাকেই গুরু করিবেক অন্য প্রকার গুরু করণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক শ্রুতিঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তন্ত্রে গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শেষ্য সন্তাপহারকঃ। গুরুর লক্ষণ। শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দ ধৃত বচন।

শেষে লিখেন যে হিন্দুদের শাস্ত্র মতে কর্ম্ম বশত বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় ও কোনো মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় কোনো মতে ভোগাভাব।

উত্তর—হিন্দুর কোনো মতে এমৎ লিখিত নাই যে ভোগাভাব এ নাস্তিকের মত কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে শাস্ত্রে লিখেন যে কোনো কোনো পাপ পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয় কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর জঙ্গমাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন ইহাতে পরস্পর ক দোষ জন্মে যে সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন। খ্রীষ্টান মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই ন যেমন ইহুদিদিগ্যে বারম্বার তাহাদের পাপ পুণ্যের ফল ইহলোকে শ্বর দিয়াছেন এ রূপ বায়বেলে লিখিত আছে বরঞ্চ য়িশুখ্রিষ্ট আপনি হিয়াছেন যে ব্যক্ত রূপে দান করিলে তোমাদের কর্ম্মফল এই লোকেই াপ্ত হইবেক আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে াও ঐ বায়বেলে লিখেন এ রূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য দোষ জন্মে যে হেতু পরমেশ্বর ফল দাতা কাহাকে এই লোকেই ফল দেন কাহাও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রিষ্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে দেহ নাশ হইলে পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক রীর দিয়া সেই শরীর বিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখ রূপ কর্ম্ম ফল বন যদি সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর র্ম্ম ফল ভোগ করাইতে পারেন এমৎ তাঁহারা মানেন তবে সৃষ্টির পরা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন ইহাতে ম্ভব জ্ঞান কেন করেন। ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুর কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ নাই আপনি লিখিয়াছেন এমত কোন স্থানে মাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কিন্তু অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্ম নাই া লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদোক্ত কর্ম্ম নাই সে ত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব শাস্ত্রের পরস্পর সর্ব্বথা সমন্বয় আছে এই ও পরস্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ তাবৎ দর্শন ঈশ্বরকে

এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কহেন কেবল অন্য অন্য পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন তিনি সেই রূপে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন সেই রূপ বায়বেলেরও টীকাকারদের কোনো কোনো অংশে পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং টীকাকারদের মহিমার লঘুতা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তি বিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাদরি মহাশয়েরা আছেন পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কি রূপে যুক্তি সিদ্ধ হয় ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। য়িশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। য়িশুখ্রিষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন ব্যতিরেক তুল্যতা সম্ভবেনা। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব ইতি শেষ ইতি।

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা

---

৩ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ সেবধির দুইয়ের সংখ্যা যাহা কএক সপ্তাহ হইল ইংরেজী বাঙ্গলা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রধান রূপে এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত

আনুসঙ্গিক রূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্যে উভয় পক্ষে আরম্ভ হইয়াছে একারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া গ্রন্থ কর্ত্তা কিম্বা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন তাহাতে কেবল ইঙ্গরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম সে যাহা হউক যে রূপ উত্তর লিখিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয় পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ সেবধিতে এই ছিল যে "য়িশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন" তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে "বাইবেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র য়িশুখ্রিষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন" এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এপ্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে ঐ প্রশ্ন তাঁহাদের আলাপে এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুসারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খ্রিষ্টান ধর্ম্মের উপদেশ কর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর এক ও য়িশুখ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে তাঁহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে পুত্র য়িশুখ্রিষ্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন অতএব পুত্র কি রূপে পিতা হইতে পারেন ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি কহে যে দেবদত্ত এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয় তবে আমরা ইহার দ্বারা সুতরাং এই উপলব্ধি করিব যে তাহার অভিপ্রায় এই যে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে। সে যাহা হউক খ্রিষ্টান ধর্ম্মের প্রধান পাদরিদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা কহিলেন যে "বায়বেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র পিতা হয়েন বরঞ্চ বাইবেলে এমৎ কহেন যে পুত্র য়িশুখ্রিষ্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন" আর আমাকে মনুষ্য জাতির মধ্যে

বিবেচনা করিতে অনুমতি করিয়াছেন যে প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক মনুষ্য স্বভাব না হয় তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে। যদি আমি বায়বেলের অর্থ আপনকার অপেক্ষায় অধিক জানি এমত অভিমান করি তবে আমার অতিশয় স্পর্দ্ধা হয় অতএব আপনকার অনুমতি ক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা আমি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনকার অন্য এই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে না হইত যে "পুত্র য়িশুখ্রিষ্ট পিতার সহিত সর্ব্বকাল স্থায়ী হয়েন" যেহেতু মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় এই সাদৃশ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন ইহা যেমন উপলব্ধি হয় সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে পারেন না কেন না যদি মনুষ্যের পুত্রকে পিতার সমকালীন স্বীকার করা যায় তবে সে রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত হইতে পারিবেক। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বি তাবৎ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শা উপদেশ করেন তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থের দ্বারা প্রকা করিয়া থাকেন অতএব আমি বিনয় পূর্ব্বক আপনকার নিকট আমা পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি মিসনরি মহাশয় ঈশ্বর এই শব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন কি জাতি শব্দ কহেন ইহা জানি চাহি যেহেতু গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ কথ জাতি শব্দ ও কথক্ সংজ্ঞা শব্দ হয়। যদি কহেন যে ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞ শব্দ হয় তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্ব হয়েন কিরূপে আমরা মানিতে পারি যে দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পু সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সম কালীন হয়। আর যদি ইহা কহেন যে ঈশ্বর এই পদ জাতি বাচক তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য এই সাদৃশ্যের বলেতে তাঁহারা কহিতে পা যে ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর হয়েন কিন্তু এ প্রয়োগ তাঁহাদিগ্যে পরিত করিতে হইবেক যে পুত্র ও পিতা উভয়ে এক কালীন হয়েন যে পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পর কালীন অবশ্যই হইয়া থাকে।

এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ হইবেক যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন যাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্ব স্বভাব হয় কিন্তু কোনো এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনার সূক্ষ্ম দর্শিদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্ব্ভে যত ডিম্ব জন্মে তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতি বাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবে এক হয় সেইরূপ আপনকার মতে ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্ব স্বভাবে এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে ঈশ্বর এক হয়েন সেকি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন কি আশ্চর্য্য। এরূপ যাঁহাদের মত তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক ঈশ্বরবাদি দোষ দিয়া উপহাস করেন যেহেতু হিন্দুরা অনেকে কহেন যে ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বস্তুত ঈশ্বরত্ব ধর্ম্মে সকলে এক হয়েন॥

আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনারা ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর" ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে "বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই ত্রিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া কহেন এবং কহেন যে যদ্যপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন তথাপিও এক স্বভাব ও এক ধর্ম্মী হয়েন ও বায়বেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন যে ঐ প্রত্যেক ঈশ্বরকে আরাধনা করিবেক" অধিকন্তু আপনি লিখেন যে বায়বেলে কহেন "পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট তুল্য রূপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যকে দেন ও তুল্য রূপে মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা করেন" কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ইহা যুক্তি সিদ্ধ কিরূপে হয় তাহার ছন্দাংশে নাগিয়া

বরঞ্চ স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাতে কোনো যুক্তি নাই এবং অযুক্তি সিদ্ধ
ক্রটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন যেহেতু কহেন যে "বায়বেল যদ্যপিও
এসকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাপি আমাদিগ্যে জানান নাই যে
কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে
এক হয়েন" আর আপনি লিখেন যে "যদ্যপিও বায়বেল আমাদিগ্যে জা-
নাইতেন তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে আমরা বোধগম্য করিতে
পারিতাম" অতএব আপনকাকে ও অন্য মিসনরিদিগ্যে বেদান্ত ও অন্য
অন্য শাস্ত্রে অযুক্তি সিদ্ধ দোষ সমাচার দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই
বিবেচনা করা উচিত ছিল যে তাঁহাদের মূল ধর্ম্ম এরূপ অযুক্তি সিদ্ধ হয়
যেহেতু এরূপ বিবেচনা প্রথমে করিলে আপনার মূল ধর্ম্ম অযুক্তি সিদ্ধ
হয় ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ
মত যাহা সর্ব্বথা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় তাহাতে লোকের নিষ্ঠা
জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে "যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও
মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই অথচ আমরা
তাহার সত্তাতে কোনো সন্দেহ করি না যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল
কি রূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুষ্পে ও
ফলে প্রদান করে ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে
এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে আপন ইচ্ছাতে মনুষ্য মস্ত-
কের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে
নিযোজিত করে এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায় যাহা
আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে অতএব ইহাতে আমরা অস-
ন্তোষ জানাইতে পারি না যে তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন, তিনি
আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন
তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই" আমি
আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনি কিম্বা কোনো সাধারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই
সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না
পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে
ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে

ক থাকিবেন কেবল খ্রিষ্টানেদের মনঃকল্পনাতে আছেন এই দুয়ের
াদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে
ৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয় যাহা
ামাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খ্রিষ্টান কি খ্রিষ্টান
ভিন্ন সকলের সমান রূপে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে
দ্যাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে
ক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয় না।
ন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও
ত্যক্ষ মূলক প্রমাণ সিদ্ধ বস্তু সকল আমাদিগ্যে বলাৎকারে সেই সকল
স্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে বৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ও
ব সংক্রান্ত শরীরের ন্যায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদিগ্যে
ষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর ন্যায়
ষ্টানদের ও খ্রিষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন। কি তাঁহারা
র দেশীয় হিম পর্ব্বতের ন্যায় হয়েন যাহা যদ্যপিও আমি দেখি নাই
ন্তু তাহার দ্রষ্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোনো দ্রষ্টা
হার খণ্ডন করে নাই ও যাহা সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ
কার হইত তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীব সংক্রান্ত দেহের ন্যায়ও
ম পর্ব্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম
াপিও উপলব্ধির বহির্ভূত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি
খ্রিষ্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষা বলেতে স্বীকার করেন যে ঐ
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন যেমন বাঙ্গলাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন
ঐ পঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যা-
দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ করিয়া
নেন। খ্রিষ্টানেরা যাঁহারা যথার্থ রূপে আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির অভি-
রাখেন তাঁহারা কি রূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন
অন্য অন্যকে ঐরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে
। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে তাঁহাদের
তেরা গ্রীক ও রোমন পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অযথার্থ জানিয়াও

লৌকিক নির্ব্বাহের জন্যে অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের
ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে অনেক খ্রিষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা
অন্তঃকরণ ঐ তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হয়েন এমতের পক্ষপাতে এরূপ মগ্ন
হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও
পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন
যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বিদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন
কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে আপনারা কিরূপে আপন পাদরিদের
প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে
পায়েন না॥ আপনি প্রথম লিখেন যে "বায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই
যে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে
এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি
বিশেষ রূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত
লঘুতা স্বীকার করেন নাই" তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁ
হারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহ
পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন "যে পুত্র ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত
সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনি
পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চি
কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যে
আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকা
করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে মহিমা পিতা ঈশ
রের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমি
আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেন আর তিনি স্ব
যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলে
পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তা
শক্তি মধ্যস্থ যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলিগো
পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতা
হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন "পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ
এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ স

কহিয়া পুনরায় কহেন যে তাঁহারা এক হয়েন আর বাসনা করেন যে অন্য সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান করা ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্ম যাজন করেন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য এদুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্ম্মের পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্ হইবার ও অনেক হইবার কারণ না হয় তবে এককে অন্য হইতে পৃথক্ জানিবার অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পক্ষি পৃথক্ তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না এই কি সেই উপদেশ যাহাকে আপনি কহিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যে কোনো পুস্তক এমৎ উপদেশ করেন যে ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয় যিনি আমাদের উপকার ও নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভ্যাসের ভ্রমে মগ্না হয় সে ব্যক্তি কোনো বাক্ প্রণালীর দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় তাহাতে প্রতারিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে পুত্র ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কালের জন্যে আপন মহিমাকে পৃথক্ করিয়াছিলেন আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও ভৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অবস্থান্তর রহিত পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন। আর এই কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন। এই কি ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি উপদেশ করিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাহারাও আপনকার ঈরূপ বাক্য রচনা হইতে উত্তম বাক্য প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনকার উপকৃতি স্বীকার করিব যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন

যে আপনকার অনেক ঈশ্বর কথন অপেক্ষায় হিন্দুর অনেক ঈশ্বর কথন অযুক্তি সিদ্ধ হয় যদি এমৎ প্রমাণ না হয় তবে হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্মসংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বর বাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন॥ আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টি গোচর করেন তখন অবশ্যই কোনো আকার গ্রহণ করেন" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোত রূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কি রূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না॥ আমি হোলি গোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এই মাত্র লিখিয়া ছিলাম যে "সাক্ষাৎ কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশুখ্রিষ্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না" ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে য়িশুখ্রিষ্টের উপর তাঁহার জলে নিমজ্জন সময়ে কপোতরূপে হোলিগোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে হোলিগোষ্টের বিবাহ যে স্ত্রী সহিত হয় নাই তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন যাহা রায়বেলে স্পষ্ট আছে যে "হোলিগোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল" "তোমার উপরে হোলিগোষ্ট আসিবেন" এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক্ প্রকারে অঙ্গী কার করিয়াছেন কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে আমি এস্থলে বিদ্রূপ করিবার বাসনা করিয়া অন্যথোক্তি করিয়াছি ইহার কারণ বুঝি লাম নাই।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনারা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিষ্টকে

সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন" ইহার উত্তর স্পষ্ট রূপে দেন নাই যেহেতু আপনি লিখেন যে "খ্রিষ্টানেরা য়িশুখ্রিষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না" আমি আপন প্রশ্নে এমৎ কদাপি লিখি নাই যে খ্রিষ্টানেরা য়িশুখ্রিষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক্ করিয়া উপাসনা করেন যে আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন যে খ্রিষ্টানেরা য়িশুখ্রিষ্টকে উপাসনা করেন তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না বস্তুত আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে য়িশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন যে খ্রিষ্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা তাহাই অপ্রপঞ্চ ভাবে উপাসনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকাশের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে অতঃপর পারিবেন না যেহেতু কোনো ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতন রহিত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্য রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলা রূপ মাহাত্ম্য কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকেরা ও রোমেনেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্য রহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন তাহাকে আরাধ্য করিয়া জানেন না যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনকার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্য রহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুত কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্ত নির্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবেক। আপনি লিখেন "যে বায়বেলে কহেন পিতা ও পুত্র ও

হোলিগোস্ট এই তিনে তুল্য রূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন আর মনুষ্যকে ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্তি দেন যাহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না" আমি আপনকার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অন্য কোনো নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই যেহেতু আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত দয়া বিশিষ্ট কহেন আমি এস্থলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তি ও সর্ব্ব দয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না যদি বলেন এক সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতে সৃষ্টি স্থিতি হইতে পারে না তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমানের গণনা কেন না করি ও তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে কেন না চিহ্নিত করা যায়। এরোপদেশীয়েরা যেরূপ বিচক্ষণতা রাজ কার্য্যে ও শিল্প শাস্ত্রে প্রকাশ করেন তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমতঃ অনুমান করেন যে ইহাঁদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তি সিদ্ধ হইবে কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনকার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয় তাহা জ্ঞাতা হয়েন তৎক্ষণ মাত্র তাঁহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে রাজ ঘটিত উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোনো নৈযত্য সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে আপনারা "কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না" আপনি এই প্রশ্নের এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে কিরূপে পুত্র পিতার তুল্য হইতে পারেন যদি পিতার সহিত সে পুত্র এক স্বভাব হয়েন। পরে লিখেন যে এ অনন্বিত প্রশ্ন করা গিয়াছে আমি এরূপ লিখি নাই যে এক স্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না যে হেতু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ্য সকল এক স্বভাব অথচ পরস্পর

কোনো কোনো অংশে তুল্যতা আছে কিন্তু আমি লিখিয়াছি যে অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে পারে না ও মিসিনরি মহাশয়রা কহেন যে পুত্র পিতা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন অথচ পিতার তুল্য হয়েন। যদি তেঁহ সর্ব্ব প্রকারে অভিন্ন তবে পরস্পর তুল্যত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা হইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার তুল্য কহা সর্ব্বথা অযুক্ত হয় অতএব অভিপ্রায় করি যে আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে॥

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "য়িশুখ্রিষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন যে কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না" ইহার উত্তরে আপনি লিখেন "যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভাবকে সুতরাং প্রকাশ করিতেন আর স্ত্রী হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর অন্য সকল মনুষ্য স্বভাবে সর্ব্ব প্রকারে আমাদের ন্যায় ছিলেন সেই য়িশুখ্রিষ্ট আপনাকে মনুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন যদ্যপিও কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি একবার য়িশুখ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে আপনি উদ্যত হয়েন আর একবার তাহার বিপরীত কহেন যে কথা বাস্তবিক নহে তেঁহ তাহার উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লঘুতা স্বীকার করিলেন যদ্যপিও মনুষ্যের পুত্র ছিলেন না। আমি আরো আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনারা এইরূপ আপন প্রভু বাক্যের অবাস্তবিকত্ব রূপে দোষ গ্রহণ করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যা কথনের অপবাদ দেন যেহেতু পুরাণ অল্প বুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্প বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোষ মাত্র স্পর্শে না অধিকন্তু আপনি বেদার্থ বক্তাদের মধ্যে এক জন যিনি অল্প বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাস ছলে ধর্ম্ম কহিয়াছেন তাঁহার প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন কিন্তু এইমাত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তদ্ভিন্ন আর সমুদায় শাস্ত্রে আঘাত করেন॥ আপনকার এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে আপনি বায়বেলের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব" ইহা বায়বেলে লিখেন অতএব আমি জানিতে বাঞ্ছা করি

যে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়। বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতে ছিলেন" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতে ছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদ বিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকার রূপে মোসা জানিয়াছিলেন এবং মোসার পরমার্থ জ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে সেকালের অজ্ঞান ইহুদিদের বোধ সুগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসা করিয়াছেন এবং আমি খ্রিষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা যাঁহাদিগ্যে ঐ খ্রিষ্টান ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন তাহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খ্রিষ্টানেরা কহেন যে মোসা অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন॥ আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে "এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রৎ হইলেন যে জড়তা সর্ব্ব প্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়" আমি এই খেদ করি যে আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার

হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এক কালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষাদিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে॥ আপনি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন যে "মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়" আর "হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল" "হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল" সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম পূর্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূর্ব্বাপর নিয়ম পূর্ব্বক যেন দেন যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূর্ব্ব পক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন॥ ইতি॥

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা॥

RAMMOHAN LIBRARY CALCUTTA

RAMMOHAN LIBRARY
CALCUTTA

পাদরি ও শিষ্য-সংবাদ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

তৎসৎ।

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

চিতান।

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।

অন্তরা।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।১।

ধ্রুবপদ।

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান।
আমি যারে বল তার নাপাও সন্ধান॥

চিতান।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ নাজান
তার কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান।২।

ধ্রুবপদ।

একি ভুল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন।

চিতান।

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা একেমন।

অন্তরা।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত, তারে দোলাইতে
কত, করহ যতন। পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয়
নরে, চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন। ৩।

ধ্রুবপদ।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,নাহি হয় সম্ভাবনা।

চিতান।

অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

অন্তরা।

পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর, মন জান না। বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা। ৪।

ধ্রুবপদ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,
সে অতীত ত্রৈগুণ্য।

চিতান।

নযণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূত পঙ্‌ক্তি, সমাধান শূন্য।

অন্তরা।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে জন্য। সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র, এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য। ৫।

ধ্রুবপদ।

জানত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ সব।
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব॥

চিতান।

হইয়া আশার দাস, কর্য়ে নানা অভিলাষ,
না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি অশিব।

অন্তরা।

একেতে ভাবিয়া তঞ্চ, কল্পনা করিয়া পঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, একি বোধ তব। না কর্য়ে সত্যেতে প্রীত, কর্ম্ম জালে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব।৬।

ধ্রুবপদ।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায়।

চিতান।

প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।

অন্তরা।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার। প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায়। ৭।

ধ্রুবপদ।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।

চিতান।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অন্তরা।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান কর্য়ে, ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার। এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার। ৮।

ধ্রুবপদ।

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেন্যে কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

চিতান।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

অন্তরা।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর

তেজে দরশন। শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বেরে আশ্রয় হইয়া, সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন। ৯।

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

চিতান।

সে অতীত ত্রৈগুণ, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।

অন্তরা।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়। ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কর্ম্মে জন্য অনুরোধ, মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়। ১০।

ধ্রুবপদ।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়॥

চিতান।

হংস রূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয়।

অন্তরা।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়। কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ময়। ১১।

ধ্রুবপদ।

মনরে ত্যজ অভিমান। যদি হে নিশ্চিত জান রবেনা এপ্রাণ।

চিতান।

কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জাননা রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অন্তরা।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই অনুরাগে, কর্ম্মে অহং জ্ঞান। আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ। ১২।

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যেরে ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥

অন্তরা।

জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে, পুনর্ব্বার ক্ষণ মাত্রে নাশিবারে পারে, জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয়। ১৩।

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান॥

চিতান।

ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।

তোমারে নিয়োজিত যে করে তারতো পাও প্রমাণ। ১৪।

ধ্রুবপদ।

ভুলো না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।

চিতান।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্ম তরু ফল,
গরল ময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।

অন্তরা।

ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। নিত্য সুখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ। ১৫।

ধ্রুবপদ।

পরমাত্মায় মনরে হও রত। বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত॥

অন্তরা।

বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে, কালে শেষ করে তাঁরে, গুণত্রয় বুঝনা রে, স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত। ১৬।

ধ্রুবপদ।

চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন।

চিতান।

কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্ম তত্ত্ব মর্ম্ম জান কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান। ১৭।

ধ্রুবপব।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ।

চিতান।

দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন।

অন্তরা।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, মায়া জিনি ব্রহ্ম ভাবে কর অবস্থান। ১৮।

ধ্রুবপদ।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণমনন

চিতান।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।

অন্তরা।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পরব্রহ্ম,

সকল কারণ। জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়, সে পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন। ১৯।

ধ্রুবপদ।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়॥

চিতান।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান, নাহি কোন অন্য উপায়। ২০।

ধ্রুবপদ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।

চিতান।

সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, শশিতে শীতলতা জগতে এই রীতি, তোমাতে যে আত্মা রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে। ২১।

ধ্রুবপদ।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে। ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।

অন্তরা।

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে। ২২।

ধ্রুবপদ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।

অন্তরা।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, অলভ্য বাণিজ্য তাহে

না দেখি সুসার, অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান। ২৩।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বর মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।

অন্তরা।

সঙ্গ করি অতত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময় তাঁরে
মানি ত্যজ আশা অহংকার। ২৪।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন। বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ নীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর। জলবিন্দু পরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধি মতে। ২৫।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং। তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং। ২৬।

ধ্রুবপদ।

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস,কর নানা অভিলাষ,না কাটিলে কর্ম্মপাশ,সকলি অশিব।

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব। ২৭। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন। তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন। তোমারে নিয়োজিত যে করে তারত পাও সন্ধান। ২৮। গৌ, স,

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়। সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধন জন যৌবন দর্ব্বং। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

নলিনী দলগত জলমতিতরলং। তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং। ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ। শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ। পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। ২৯। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

কেন সুজন লয় কারণে ভজ না। হবে না হবে না জনন মরণ যাতনা। দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, নির্গুণ বিশেষ বোঝনা ।৩০। কৃ, ম,

ধ্রুবপদ।

কেমনে হব পার, সংসার পারাবার, বিনা জ্ঞান তরণি বিবেক কর্ণধার। শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কর্ম্ম গুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার। ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার। নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার। ৩১। কৃ, ম,

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে। ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে। ৩২।

ধ্রুবপদ।

এই হল এই হবে এই বাসনায়। দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং। ৩৩।

ধ্রুবপদ।

আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, বোঝ না। বিষয় আসব, পান সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা। ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না। আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভিমান কর না। ৩৪। কৃ, ম,

ধ্রুবপদ।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন। নিরাধার, বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,

দাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন। শুন শান্তচিত্ত জন সেতো জীবের বন মনের সে মন। ৩৫। কৃ, ম,

ধ্রুবপদ।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার। জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে পার। দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী, লক্ষ কর বাদি তি, ভয় কি তোমার। অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে, বার বিষয় পথে, আশা অনিবার। বস্তু বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, থে না পাইবে ত্রাণ, রিপু কুল আর। ৩৬। রা, দ,

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে। ষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ির উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব ন। ৩৭।

ধ্রুবপদ।

শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো মিছা গেল বয়্যা। ইন্দ্রিয় দশ, তেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা।

একি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত, রয়্যাছ হয়্যা। সেই রাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা।

সৃজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়্যা। শ্রবণ ন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক রে হয়্যা। ৩৮। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে ন ভ্রমণ। যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্ম তত্ত্ব নিজ ম, কর তার অন্বেষণ। পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্ ভূতের উপদেশে, ভ্রম ন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ। ৩৯। নী, হা,

ধ্রুবপদ।

সঙ্গের সঙ্গিরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন ন্তরে ভ্রমণ। যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন ণ, তাঁরে কর দর্শন। ৪০

ধ্রুবপদ।

দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান। আমি যারে বল তার না প
সন্ধান। সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান ত
কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান। ৪১।

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম পথে ভ্রম অকার
দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ রজ্জু ম
বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, আশা জিনি স্বরূপেতে
অবস্থান। ৪২। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যার মায়া হয়,
নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়। যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ়
করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভ
নাহি কোন অন্য উপায়। ৪৩। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। আর কি কর চিন্তা ভবে সেই
সার। সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তাঁরে মা
ত্যজ আশা অহঙ্কার। ৪৪। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। যাহাতে করিলে পীতি
তের প্রিয় হয়। জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়। সকল ই
দিল তোমার সহায়। কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়। ৪৫।

ধ্রুবপব।

ভুলনা ভুলনা মন নিত্যং সদসদাত্মকে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে
লম্ব করি যাঁকে। অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সা
সার, নিরন্তর ভাব তাঁকে। ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরি হরি,
অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে। ৪৬। কা, রা,

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে
নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চায়ে
ত হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ দৃষ্টিহীন
নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর। অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান বৈরাগ্য
অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর। ৪৭।

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ
কি কারণ।

এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলী সার হবে তার
মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না
হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে লও সত্যের
শরণ। ৪৮।

মানিলাম, হও তুমি পরম সুন্দর। গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ব্ব গুণে
গুণাকর। রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে
অতি শোভাকর। কিন্তু দেখ মনে ভাব্যে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য
ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর। অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমো গুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর। ৪৯।

দম্ভভাবে, কত রবে, হবে সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত
অভিমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর দ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা
নিজ দোষ না কর সন্ধান। রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল
মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান। অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য
কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান। ৫০।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি
দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃ গর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুন অন্ধকার সং
সার দেখিবে।

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গ পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষে
ঘটিবে। অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পর হিতে মন দিবে
সত্যকে চিন্তিবে। ৫১।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্য
উপার্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি ব
বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালে
দশনে। অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হ
কি ভয় মরণে। ৫২।

আর কত সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক
ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ, হ
কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার,কফ কাশ দুর্ন্নিবার, হস্ত পদ শিরঃ কম্প
ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জী
নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে। ৫৩।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মর
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তু
রুটি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে ক
ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, এক মা
তিনি হন। ৫৪।

ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে। সর্ব্ব কাল
দ্যমান, সর্ব্ব ভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।৫৫।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন। ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে
পুগণ। সম্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অন্ত
াল, ভাব রে এখন। যাহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি, এ
ার কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন। ৫৬। কা, রা,

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে। আছে বিভু তোমা হতে তোমার
কটে। তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব সেই পরাৎপর,
নিত্য অকপটে। অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা জন্ম
থা, দেখ সত্য বটে। ৫৭। কা, রা;

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা। কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক
ারে ভাবনা। জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যা হতে
তেছে এই সংসার কল্পনা।

দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প কর্ম্ম করি, অপূর্ব্ব রূপ মাধুরি, বিবিধ
কার।

করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্য সেই, কর ছেদ ভেদাভেদ দারুণ
াসনা।

অনিত্য কামনা বশে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে
হিলে অদ্যাপি।

অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ, যাবে ক্লেশ, নির্ব্বিশেষ,
র রে সূচনা। ৫৮। কা, রা,

এদুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে। যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে।
দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাতে
হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও, আশার বশেতে রও,
থা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃ
পাইবে। ৫৯। কা, রা,

অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত ওরে অহরহঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গু
সর্ব্বগং মহঃ। গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্ব
শ্রয়, তাঁহার শরণ লহ। জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাহার সত্তায়, সর্ব্ব
অথচ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রব
মনন মন তাঁহার করহ। ৬০। কা, রা,

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হই
হায় রে। অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রতীত সত
করহ মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন, সম
নাহিক কোন, প্রাণ কাঁয়ায় রে। আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা
ভাবিয়ে, নির্ব্বোধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে। ৬১। নি, মি,

কেন ভোল মনে কর তাঁরে। যে বিভু সৃজন পালন সংহারে
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বি
সকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিক
বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে। ৬২। নি, মি,

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূ
অবধি।

কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার এ
সত্য বিধি। তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শাতী
বেদে বলে নিরবধি। মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কও
সন্তরণে পার হওয়া, হয় কি জলধি। ৬৩। নি, মি,

সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ। নাশিবে কলুষ রাশি নিরর্থ
শোক কেন।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী, জলেতে যাদৃশ শ
সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।

বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ না হবে কায়া, আন
দতে হবে লীন। ৬৪। নি, মি,

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন। সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই
বেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে,
কেন বিফল ভ্রমণ। আত্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর
ত্তাধীন, বেদের এই বচন। তাঁহারে ভাবিলে পরে সর্ব্ব দুঃখ যাবে দূরে,
শোক মোহ সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন। ৬৫। নি, মি,

ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য
ন অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে
কহে বারে বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু, দেখ বরি প্রতিবিম্ব, তেমতি
প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ব্বভূত চরাচরে। দেখ গাবী নানাবর্ণ, দুগ্ধ সবে এক বর্ণ,
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে। ৬৬। নি, মি,

বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। আমি কৃতী আমি ধনী এই
র্পে যায় দিন।

হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত আত্ম বিস্মৃত হারাইয়া
ত্ত্বধন।

ক্ষুধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে হরিয়া লয়, পরম পদার্থ
মন।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ, সংসার সকলি ব্যর্থ, সার
সত্যের সাধন। ৬৭। নি, মি,

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে। বিভু পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত
সাক্ষী চরাচরে।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে, স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ বেদে

কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, নষ
পুমান্ নারী, কে তাঁরে বলিতে পারে। ৬৮। নি, মি,

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন বিম্ব জানিয়া কি জান না। ক্ষ
মাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনি
করে চালনা।

দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথ
জাবে বলনা।

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, ব
আত্মার সাধনা। ৬৯। নি, মি,

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন স্বা
কারণেতে। মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাশরিয়ে দারা সুত ধ
লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। কি কর বিষয় গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব্ব
নাশিবে তোমার সর্ব্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ
অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে। ৭০। নি, মি,

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে প্রাণে। কোথায় কুশ
তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে। দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাতি
জ্ঞান করে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে। যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্য
মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জন। ৭১। নি, মি

বিষয় বিষ পানাসক্তে ত্যজিল জীবন। প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবে
শুন বিবরণ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ, স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দেলেরে চা
কুরঙ্গ নিধন। বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত, পতঙ্গাদিমন, দে
নিদর্শন। অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন
হৃদে ভাব নিঞ্জন। ৭২। নি, মি,

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল
সংসার আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়ং ॥ ৭৩ !

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব।
হয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি
শিব ॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ,সেই ভাবে কাল বঞ্চ,এ কি
াধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না
জ হিত, আর কত কব ॥ ৭৪ ॥ নী ঘো

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না
ব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে
ছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার কফ কাস দুর্ন্নিবার হস্ত পদ শিরঃ-
প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া
বে নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৭৫ ॥

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন
ন না। জানিতে তাঁয় পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির
ম, দুঃসাধ্য সূচনা। বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে
ত্র এই জান, অতীত ভাবনা ॥ ৭৬ ॥ নী ঘো

কোন ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব
রস্থায়ী মনে ভান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে
চায়ে, মোহরস করে পান। ক্ষণ ভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ
খে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন। মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত
রাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন। ৭৭। নি, মি,

এ কি ভুলে রয়েছ মন বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য

কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, নয় পুমান্ নারী, কে তাঁরে বলিতে পারে। ৬৮। নি, মি,

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন বিম্ব জানিয়া কি জান না। মাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনি করে চালনা।

দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথ জাবে বলনা।

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, ক আত্মার সাধনা। ৬৯। নি, মি,

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন স্ব কারণেতে। মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাশরিয়ে দারা সুত লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। কি কর বিষয় গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব্ব নাশিবে তোমার সর্ব্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে। ৭০। নি, মি,

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে প্রাণে। কোথায় কুশ তোমার আয়ুর্য্যাতি দিনে দিনে। দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি জ্ঞান করে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে। যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্য মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জন। ৭১। নি, মি,

বিষয় বিষ পানাসক্তে ত্যজিল জীবন। প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবে শুন বিবরণ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ, স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দেরে চায়ে, মোহরস করে পান। ক্ষণ ভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ কুরঙ্গ নিধন। বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত, পতঙ্গামিন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন। মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত নিদর্শন। অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্নাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন। ৭৭। নি, মি, হৃদে ভাব নিঞ্জন। ৭২। নি, মি,

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল সার আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়ং ॥ ৭৩ ।

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি ব ॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ,সেই ভাবে কাল বঞ্চ,এ কি ব তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না হিত, আর কত কব ॥ ৭৪ ॥ নী ঘো

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার কফ কাস দুর্নিবার হস্ত পদ শিরঃ- ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৭৫ ॥

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা। ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন না। জানিতে তাঁয় পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির , দুঃসাধ্য সূচনা। বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে এই জান, অতীত ভাবনা ॥ ৭৬ ॥ নী ঘো

কোন ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব স্থায়ী মনে ভান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে

এ কি ভুলে রয়েছ মন বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য

দেহ করেছ ধারণ। পঞ্চ ভূত জড় ময়, কভু আছে কভু নয়, স
অনিত্য হয় দারা সুত ধন জন। ভুলনা মায়ায় আর, ত্যজ
অহঙ্কার, ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জ্জনন-হরণ। ৭৮। নি,

তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন, অপনি জগত ব্যাপ্ত জ
কারণ। নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভু অতীন্দ্রিয়
সকল কারণ। যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার
বহিছে পবন। দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে
তরু বহ্নু অকারণ। সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ না জ
দেব ঋষি মুনিগণ। অভ্রান্ত বদান্ত শান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, এ
এ নহে হয় এই নিরূপণ। ৭৯। কৃ ম

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত। অনাদি অনন্ত সত্যে
রাখ অবিরত। স্থাবর জঙ্গম দ্বয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্ম সর্ব্ব
অতিরিক্ত মিথ্যা ভূত। মমেতি বাদ্ধ্যতে প্রাণী, কর্ত্তা ভোক্তা অভি
অহংসুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত॥ ৮০॥ নি,

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ। কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে ক
আরে অভাজন সুখে ; কুপিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন। সুখ মানি
যারে সে সব যন্ত্রণা। সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না। মত্ত
তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি তত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন। কৌমারে খেলাতে
করিলে যাপন। কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন। জরাতে
বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সত্যে মন॥ ৮১॥ কৃ,

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রা
দেখিছ স্বপন। রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। প্রপঞ্চ
মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে
প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন। তেমনি জানিবে সব, অমাত
বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। কোথা কুসুম চন্দন,
ময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন। ধন যৌবন
কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন॥ ৮২॥ কৃ,

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা, অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি
না। শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা
, একবার ভাবিলে না। একারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তম গুণ,
সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥ ৮৩॥ ভৈ, দ,

বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছো, লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট
তছো। ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এতো, শেষে না রহিবে
তা, তাহা কি ভুলেছো, অতএব আত্ম জ্ঞান, কর তার সুসন্ধান, পরম
র্থ জান, মিছে কেন মজিতেছো॥ ৮৪॥ ভৈ, দ,

ভাব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন করে। সর্ব্বশাস্ত্রে
কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দূরে। অন্য
লাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার, আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার
॥ ৮৫॥ ভৈ, দ,

ভজ মন তাঁরে যে, তারে ওরে ভব পারাবারে। পড়িয়া মায়ায় বৃথা
যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে। ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে
াইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে। এখন উপায় শুন,
সত্য নিরঞ্জন। কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে॥ ৮৬॥ নী, ঘো

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন। লোকে শুনে স্বভবনে
ভয়ে ভীত হন। নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি দিন
হরে, নাহি অন্বেষণ। মোহরাত্রি তমো ঘন, মায়া নিদ্রা প্রাণিগণ,
হরী নাহিক কোন, কে করে বারণ। শুন মন অতঃপরে জ্ঞান অসি
ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ॥ ৮৭॥ নি, মি,

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন। ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয়
রণ। বৃত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে,
যোগ পরায়ণ। উপভোগে সুঁপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ,
র তো হইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান। এক ব্রহ্ম নদ্বিতীয়, বিশ্বাস
র নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্ব ভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ॥ ৮৮॥ নি, মি,

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ। পত্রাগ্রভাগে যেমন জলের গমন।

বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখ সুস্বপ্ন
ইহা দেখে মন আমার ত্যজ আশা অহঙ্কার সদা কর সুবিচার
ইন্দ্রিয় দমন। বিবেক বৈরাগ্যদ্বয় আত্ম জ্ঞানের সহায় ভাব চিদা
ময় সকল কারণ ॥ ৮৯ ॥ নি,

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন। আত্মাতে আত্ম্যতা
ব্রহ্মের সাধন। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে বিভু আছেন আত্মরূপে
নাহি মায়াকূপে না জানে কারণ। দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি
কেহ নই কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো হলো বলা
ভস্মেতে আহুতি দেওয়া উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন ॥ ৯০ ॥
নী,

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর। মন প্রতিকূল
ভাবিতে না দেয় পরাৎপর। পঞ্চ বিষয় গরল ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল
তার অনুকূল কুপথগামী নিরন্তর। চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরি
সে নিয়োগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার। শুন মন দুরাচার কি
বিষয় আর অনিত্যময় এ সংসার নিত্য অবিনাশী স্মর ॥ ৯১ ॥ নি,

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সূচনা যথার্থ। ভুলে
তত্ত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ বর্ত্ম নিরর্থ। কর্ম্মজন্য ফল মিশ্রিত
নহে কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে সকল, আত্ম
হেন পদার্থ ॥ ৯২ ॥ কা,

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে, কে তুমি তোমার
চিন্তিলে না একবারে। নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ
তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে
॥ ৯৩ ॥ কা,

আমি আমি বল কারে পড়ে মোহ অন্ধকারে, আপনারে আপনি
কর সন্ধান। অতএব বলি শুন, হও সাবধান আত্মজ্ঞান অবলম্বে
ভ্রমাত্মজ্ঞান। এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে ॥ ৯৪ ॥ কা,

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে। কিন্তু গৃহ ক্ষয় মূল হই

নে দিনে। অজপা হিমের প্রায়ঃ কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে
রে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। ক্রমেতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ,
জ দ্বেষ যাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে ॥ ৯৫ ॥ কা, রা,

তাঁরে ভাবো ওরে মনঃ যে মনের মনঃ। নয়নের নয়ন যিনি জীবের
জীবন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি অনিত্য নিত্য
একমাত্র তিনি হন। জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য
চনা বিশ্ব যাঁহার রচনা। যিনি সর্ব্ব মূলাধার ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর,
র্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে নঃ
ায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে তাঁহার। মীমাংসা সংশয়াপন্ন,
য়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য মনোতীত তিনি সকল কারণ ॥ ৯৬ ॥ কা, রা,

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরি আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার
ায়ায়। কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল
ণী দংশিবে তোমায়। দুঃখ যেন দুর্দ্দিন সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন রে
নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে, অতএব বলি সার ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
ভজ সেই নির্ব্বিকার হইবে উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্তবারণ
ন, জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে
ঃখ দুর্দ্দিন, নিত্য সুখি হবে মন, রিপু করি জয় ॥ ৯৭ ॥ কা, রা,

আত্ম উপাসনায় রে মন কর হে যতন। সংসার জলধি পারে নিতান্ত
বে গমন। বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এসাংসার, শ্রবণ মনন তাঁর
র পুনঃ পুনঃ। সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, সাধনার
ণে তেমন পাপরিপু হবে দমন। ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কাল ভয়ে কি
য় তার, দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন ॥ ৯৮ ॥ নি যি

দেহরূপে এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে কাল যাপন। ঔপাধিক
ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন। দৈহিক বৃক্ষের ফল যত জীব কর্ত্তা
ভোক্তা অবিরত পরমাত্মা ভোগ রহিত সর্ব্ব সাক্ষি সর্ব্ব কারণ। জলাদি
সংসর্গ গুণে দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ।
স্মরণ করিলে পরে ক্লেদাদি যাইবে দূরে প্রকাশিবে বাহ্যান্তরে এক

যথার্থ চন্দন। তেমতি জানিবে মন অবিদ্যা নাশিবে যখন স্বপ্রকা
চিদাভাস উদিত হইবে তখন ॥ ৯৯ ॥ নি,

কর সে আত্ম তত্ত্ব কাল আসিতেছে। নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হ
য়াছে। ন নীল ন পীত রক্ত সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত মহাশূন্য স্বরূ
সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। অনল জল তপন এ তিনের তিন গুণ আকাশে
শব্দরূপে সুধা শশধরে। আদি অন্ত মধ্য শূন্য বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন বি
সাক্ষিরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে। মন বাক্য অগোচর পরম ব্যোমের গ
জন্মাদ্যস্য যত বলি বেদে কহে যাঁরে। পাবন সর্ব্ব কারণ তত্ত্বাতী
নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বদা ভাসিতেছে ॥ ১০০ ॥ রু,

হে মন কর আত্মানুসন্ধান শমন ভয় রবেনা রবেনা। পঙ্কজ দ
জল ইব জীবন চঞ্চল ধনজন চপলা সমান রবেনা রবেনা। নির্গুণ নিগু
মন জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন মহামায়া নির্ম্মিত ত্রিগুণ ব্যবধান। এখ
হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুল
ভুলনা ॥ ১০১ ॥ রু,

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনা ম
তোমাকে দেখিয়া ডাকি। দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা প্রতিক্ষ
সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা। তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥১০

ভুলনা নিষাদ কাল পাতিয়াছে কর্ম্মজাল সাবধান রে আমার মান
বিহঙ্গ। দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল, দেখি
সুরঙ্গ। ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মনঃ, নিত্য সুখজ্ঞানারণ্যে ক
করহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয় অমৃতাক্ত ফলচয় পাইবে ভোগিবে
আনন্দ বিহঙ্গ ॥ ১০৩ ॥ গৌ,

সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি। অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিব
শর্ব্বরী। দেখ দেখ, সাবধান রিপুর সুখর বান প্রতিক্ষণে ভয়ানক তর
লহরী। অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, তোলো বৈরাগো
পালি, বাঁধ শান্তিগুণে। বুদ্ধি কর কর্ণধার অনায়াসে হবে পার নিত্যজ্ঞা
আত্মতত্ত্ব অবলম্ব করি ॥ ১০৪ ॥ কা,

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন। কখন আসি প্রাণ লয়ে
ল করিবে গমন। আমকুম্ভে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন।
ক কখন পঞ্চত্ব পাবে তাহার নাহি নিরূপণ। প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ,
ভিত করে কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে। তেমতি
নিবে মনঃ ধন জীবন যৌবন কিছু দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয়
ধন। এখন এই উপায় ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে কালভয় অচিরে
র্ব্বাণ ॥ ১০৫ ॥ নি, মি,

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না বারংবার যাতাযাতে পাইবে
ার যাতনা। তমোগুণাক্রান্ত মতি পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি পরমায়ু অল্প
তি গর্ব্ব খর্ব্ব ভাবনা। সম্বন্ধ জীবনাবধি আশার নাহি অবধি তবে
ন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা। দম্ভ দর্প খর্ব্ব করি দ্বৈতবুদ্ধি পরি-
রি বিষয়ে বৈরাগ্য করি কর আত্মার উপাসনা ॥ ১০৬ ॥ নি, মি,

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে। কে দহে কলুষ রাশি বিনা
ানানলে। শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে কর সাধন, না
হিও ভুলে। শুন রে অশান্ত মনঃ নিবৃত্তি হৃদয়ে আন করিয়া অতি যতন
খ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয় এ কথা অন্যথা নয় সত্য সত্য এই
ত্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে জ্ঞান চন্দ্র সুধা পিয়ে আনন্দে
গন হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মনঃ না হবে অনুগমন ভ্রম
বে মৃষা ভ্রম তত্ত্বজ্ঞান হলে ॥ ১০৭ ॥ রু, ম,

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়, চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের
পায়। পড়িলে অজ্ঞান কূপে ত্রাণ নাহি কোন রূপে এখন এই যুক্তি
র বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ দেহী যে সৃজিল ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল বুদ্ধি
ান আদি তব সহায় জীবনে। অনুচিত ম্লম চিত না চিন্তিলে হিতাহিত
রে ভুলো এ কি ভুল হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥ কা, রা,

এক অনাদি পুরুষ সনাতন, ধ্যান না ধরিয়ে দারা সুত ধনলয়ে প্রবীণ
অজ্ঞান হয়ে নিদ্রিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন। না হইল শ্রবণ মনন
গেল দিন ভ্রমে হলাহল পান করো না করো না। না ভাবিলে না

ভজিলে না চিন্তিলে হে নিগুর্ণ নিগুর্ণানন্দ জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে দেখা
নিরঞ্জন ॥ ১০৯ ॥ ক্ব, ম

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ। জ্ঞানামৃত পান করি সেই র
আভাসে ভাস. অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর এ সংসারে ক্ষণে না ভাব
তাঁরে অনিত্য করি বিশ্বাস ॥ ১১০ ॥ কা

ওরে মন ভৃঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ। শুন বলি তোমা
জ্ঞানদীপ জ্বালিলে পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ। সংসা
কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে, পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ
হারাইবে তত্র নেত্র সন্দেহ নাহিক অত্র সৎপথে না হলে সত্বর ব্বৃথ
হয় অঙ্গ ॥ ১১১ ॥ নী

শুন ওরে মনঃ ভজ সদা অশোকমভয় যে জন হয় সৃজন পাল
লয়েরি কারণ। বিষয় কূপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ কি অবিবে
বল মন রে ত্যজ বাসনা, গরল ময় হায় হায় ভ্রম বৃথারে মান হে বার
॥ ১১২ ॥ কা, র

আত্মাএব উপাসনা প্রসিদ্ধ এ অনুভব বিষয় বাসনা ছাড়ি সে র
কর গৌরব, জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে অজ্ঞান তমোনাশিয়ে সহজে থাক বসি
রিপুকরি পরাভব ॥ ১১৩ ॥ কা র

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে, সংগ্রামে অনেক রিপু সংহা
করিলে। হৃদে অহঙ্কার ভরা রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু
তার কি চিন্তিলে। প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে
দম্ভময়, বৃথা অহঙ্কার। অতএব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য আন আত্মত
সমরে দলহ রিপুদলে ॥ ১১৪ ॥ কা, রা

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ওরে মনঃ আত্ম উপাসনা বীজ করহে
রোপণ। প্রযত্ন সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি প্রাণপণে প্রতিক্ষ
কর রে সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিত্যজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল

লিলে। যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃত্তিয়া গতাগতি
ত্যসুখী হবে মনঃ ॥ ১১৫ ॥ কা, রা,

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল, না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ
ল গেল। কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চ ভুত গামি, অথচ বলায় আমি,
মার এ সকল। ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল স্থানে আছ তেমন, কেন
ভিমান ওমন করিছ বিফল ॥ ১১৬ ॥ নী ঘো

সনাতন - গ্রন্থাগার

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁতৎসৎ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে
সর নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজ-
এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার
এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে
এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টি রূপ লক্ষণের দ্বারা
চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের
জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা
যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের
তে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি॥

পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের
যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যব-
আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে
দের অতুষ্টি হয় সে রূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি
না।

রমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা আর তাঁহার সর্ব্ব সাধারণ
ত স্নেহ রাখা আমারদিগ্যে পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র করিতে পারে
যে তাঁহার সামগ্রী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন।

রমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী ইহার প্রমাণ
আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ। ৫৩। ৩। ৩।

রমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন যেহেতু পরমেশ্বরের
ান সর্ব্বদা শরীরে আছে অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও
য় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন।

এষহ্যেবানন্দয়তি। কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দ যুক্ত করেন।

পরমেশ্বর সকলের শাস্তা তাহার প্রমাণ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং।
ক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে। ন ধনেন নচে-
ধনেতে আর যজ্ঞেতে মুক্তি হয় এমৎ নহে।

পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেবহি। নোপকারাৎ পরো
নাপকারাদঘং পরং।

ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই।

ওঁতৎসৎ॥ ১॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম
১ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য। } ২ এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপি নিত্য। }

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্র
ভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব ম্মেতি।

এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

* যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ। যস্মিন্ প্র
যান্তি তদেব শরণং পরং। যদ্ভয়াদ্বাতিবাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভ
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরং॥ তরবঃ ফলিনো যস্মা
পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহাযান্তি তদেব শরণং পরং।

যাহা হতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে। জন্মিয়া যাহার ইচ্ছা
স্থিতি করে॥ মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়। জানিতে
তারে সেই ব্রহ্ম হয়॥

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাবিকারে হয়।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তেচিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
দ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়। ১।
শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং। ত্বমেকং
কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥ ২॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাব
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণা

প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্ন নির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচি-
কর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশনিত্য॥ ৪॥ বয়ং ত্বাং
মো বয়ং ত্বাং জপামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং
নং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫॥

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে অতএব ছাপা করাণগেল শেষ ছাপা
ন।

গায়ত্রীর অর্থ।

ওঁতৎসৎ

ভূমিকা

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধি বাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন। আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক। আত্মানমেবোপাসীত। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষৎ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কেবল সেই এক আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। ছান্দোগ্যে কুটম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্ ইত্যাদি বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই॥ মনুঃ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণবাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অনন্যবিষয়ং কৃত্বা

মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদযে দীপবৎ প্রভুঃ
মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদ
অবস্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

হে অর্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিক
প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণব। করপাদে
দরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং
হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহা
ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক॥ অতএব এপর্য্যন্ত বাহুল্য ম
রিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের ভ্রম
সাহস হঠাৎ হয়না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহে
কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিব
করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়া
এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগতব্যক্তিরা কি সিদ্ধ পরম্পরা
অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমু
হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমা
সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদি
প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধহয় ই
বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে॥ প্র
এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এ
অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রী প্রদা
আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হই
তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেক
কহেন না এবং ওই জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অ
সন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথ
ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন একারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বা
তাঁহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অত
প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞব

তিতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্টগুণ-
বিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি
হার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী
রূপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য
য়েন তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যা-
নের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ।
র্ত্তব্যতব্যাসস্মৃতিঃ। লপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোহ-
মীত্যুপাসীত. বিধিনা যেন কেনচিৎ। গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন
অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এই রূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর
তিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা
হার সহিত অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক। আর গায়ত্রীর অর্থ
করণে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য
খেন। প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাব-
মন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং। ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি
য়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক।
ং ভট্টগুণ বিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূতো
র্নোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোক-ত্রয়াত্মক-সকল-
চর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূ-
দি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎপ্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং
আখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা
কভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। যে সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমা-
অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং
দি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচর স্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মবিষ্ণু
শ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ
তি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের
াত্মাকে জ্যোতির্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া
রূপ পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা
য়া জপ করিবেক। বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতি-

রিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জ
কালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দে
দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জ
বৈফল্য হয়। ইতি শকাব্দা ১৭৪০।

সনাতন - গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং.....
.....

ারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও
ষ্ঠ অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায়
তে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্য-
নিষৎ। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতিব্রহ্ম। ওঁকারের প্রতিপাদ্য
াত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবেক। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম
ন। মুণ্ডক। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া
াত্মার ধ্যান করহ। মাণ্ডুক্য। সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ।
পরমাত্মার তেঁহ ওঙ্কার যে অক্ষর তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন।
রূপ ভূরি প্রয়োগ আছে। মনুঃ। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি
তিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া
হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু
তের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগি-
বল্ক্যঃ। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং
মাত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥ প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের
া সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম
ার উপাসনা করিবেক। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ
। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি॥ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পর-
এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক
রকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগব-
তা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ওঁ। তৎ। সৎ।
তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়॥ দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃস্বঃ এই
তিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন॥
ঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বঃ। তাবৎ সংসার পরব্রহ্ম-
হয়েন। মনুঃ। ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা-
সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥ প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি
ঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার
ছে॥ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
তাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ। যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং

ব্রহ্ম সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যা
করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি
কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন॥ তৃ
গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রী প্রকরণে শ্র
যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃশ্র
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মীতি। সূর্য্য মণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্ম
আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী তেঁহ আমার অন্তর্যামী হ
মনুঃ। ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽ
সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। তৎসবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী তাঁ
তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যোঽধীতেঽ
হন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তি
যে ব্যক্তি প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতি
জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর নাশের
সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চো
মন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো
ভর্গং ধিযো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিরত্তীঃ পুনঃপু
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংস
রুভিঃ॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রা
পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্ত
রূপে চিন্তাকরি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের
পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া
জগৎ হয়েন আর যেঁহ জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত
দের প্রার্থনীয় হয়েন॥ গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চ
আবশ্যকতা সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারোচ্চারণের আবশ্যকতা
প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনুবচন। ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ স
ক্ষরত্য নোঁকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি। ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্র
জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেক। যেহেতু
উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না

র ক্রটি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং
ান সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার
ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও লেখা যাইতেছে॥
স্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ
রাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ
ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়োবুদ্ধীঃ
চোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি
তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের
র্থনীয় হয়েন. তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি স্বরূপ জানিয়া
স্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকাম
ক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন॥ এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই
সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য তাঁহার অন্তর্যামি
ত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্মা
কই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি
দে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ।
কোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন
শ রাখেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন—

নিষ্কৃষ্টার্থঃ

১। ২।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ
৩।
প্রচোদয়াৎ ওঁ। প্রথম ওঁকার একমন্ত্র। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ একমন্ত্র।
তৃতীয় তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ
এই একমন্ত্র। এইতিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন এ নিমিত্ত
তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন—

সমুদায়ের মিলিতার্থঃ। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরম
২।
তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রাণ
সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামি রূপে আমরা চিন্তা
৩।
যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।

কঠোপনিষৎ

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বে কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের আদর্শ পুস্তক না পাওয়
ইহা যথাস্থানে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে আদর্শ পুস্তক পাইয়া
স্থলে প্রকাশ করিলাম।

প্রকাশ

ওঁ তৎসৎ

ভূমিকা।

যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যা-
রে করা গেল ইহাতে কি পর্য্যন্ত কর্ম্ম ফলের গতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার
প্রভাব পরিপূর্ণরূপে স্ব স্ব স্থানে বর্ণন আছে আর অধ্যাত্ম বিদ্যার বিশেষ
পরিসীমা ইহাতে আছে। পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা 'এতৎ
ীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই
নিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের
াধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাহারা যুদ্ধ
হ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ
কে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অভ্যাসে
রাং না হইতে পারে। হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার
ষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয়
ীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব নিয়ন্তা করিয়া দৃঢ় রূপে আমরণান্ত জানি
ৎ অনুগ্রহ কর ইতি॥ ওঁ তৎসৎ—

ওঁতৎসৎ॥ অথ কঠোপনিষৎ॥ ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যাকে উপনি
শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যা
উপনিষৎ শব্দে কহি। শম দমাদি বিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিক
জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্র
দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়।
উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্য জনক ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনি
জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়। *। *।
হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসংদদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্রআস।১
যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ ক
আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচি
নামে পুত্র ছিলেন। ১।*।তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাশ্র
বেশ সোঽমন্যত। ২। *। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগ্যে দ
গরু বিভাগ করিয়া দিতে ছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে
বালক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপ
হইল আর ওই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার ক
লাগিলেন তাহা পরের মন্ত্রে কহিতেছেন। ২। *। পীতোদকাজগ্ধতৃ
গ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ। ৩
যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জল
এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় জলপান এবং
আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ
গিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয় কিম্বা পু
তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎ রূপ গরু যে
দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দ শূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তা
যায়। এখন নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতার অ
নিবারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন। ৩। *। স
পিতরং তাত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি,দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যা
দদামীতি। ৪। *। হে পিতা কোন ঋত্বিককে দক্ষিণা-স্বরূপে আ
দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন।

র এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ
পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম। তখন
কতা একান্তে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪। *।
মেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য-
্যতি। ৫। *। অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই
অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি অধম
গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য্য পিতা এখন
বন সে কার্য্য কি পূর্ব্বে স্বীকৃত ছিলো কি ক্রোধ বশেতে পিতা এরূপ
লন। সৎ পুত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়া পিতার
ষ জনক কর্ম্ম করে আর মধ্যম পুত্র সেই যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া
সন্তোষ জনক কর্ম্ম করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ
য়া পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া
শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতে লাগিলেন। ৫। *।অনু-
যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজা-
পুনঃ। ৬। *। আপনকার পিতৃপিতামহাদি যে যে প্রকারে সত্যা-
করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীন্তন সাধু
রা যে রূপে সত্যাচারণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ তাঁহারা
ুষ্ঠানের দ্বারা সদ্গতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যব-
অবলম্বন করা আপনকার উচিত হয় মিথ্যার দ্বারা মনুষ্যে কদাপি
র হয় না যেহেতু মনুষ্য সস্যের ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর
সস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা
র কি ফল আছে এনিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্ম সত্য প্রতি-
কর। পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের
ত সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা
লাকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্ম লোকে
ছিলেন তেঁহ পুনরাগমন করিলে পর যমের পরিজন সকল যমকে
তছেন। ৬। *। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্। তস্যৈতাং
ং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং। ৭। *। অতিথি রূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ

অগ্নির ন্যায় যেন দাহ করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্য
অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন অতএব হে যম
এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর। অতিথি বিমুখ হ
প্রত্যবায় হয় ইহা পরে করিতেছেন। ৭।৯। আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং স
চেষ্টাপূর্ত্তেপুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোয
শ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে। ৮। *। যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে
অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন সেই পুরুষের আশাকে আর প্রতী
সঙ্গতকে আর সুনৃতাকে ইষ্টকে আর পূর্ত্তকে এবং পুত্রকে আর প
এই সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন। যে বস্তুর প্রা
সন্দেহ থাকে তাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আর যে বস্তুর প্রা
নিশ্চয় থাকে তাহার প্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সৎসঙ্গাধীন য
সঙ্গত কহি। প্রিয় বাক্য জন্য ফলকে সুনৃতা কহি। যাগাদি
ফলকে ইষ্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্যানাদি জন্য ফলকে পূর্ত্ত কহি
যম আপন পরিজনের স্থানে এসম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকট
পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। *। তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে
শ্নন্ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্
বৃণীষ্ব। ৯। *। হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিনরাত্রি আমার গৃহেতে অ
হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তো
নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার উপবাস জ
দোষ তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর তুমি অধিক
হইবে এনিমিত্তে কহিতেছি যে তিনরাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী
তাহার এক একরাত্রির প্রতি এক একবার যাচ্ঞা কর। ৯
নচিকেতা কহিতেছেন। *। শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাযথা স্যাৎ বীতমন্যু
তমোমাভিমৃত্যো। ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতত্রয়াণাং
বরং বৃণে। ১০। *। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তা
বরের প্রথম বর এই আমি যাচ্ঞা করি যে আমার পিতা গৌতম
সঙ্কল্পের শান্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি কা
এইরূপ যে তাঁহার চিন্তা তাহা নিবৃত্তি হউক আর আমার প্রতি

প্রসন্ন হউক এবং আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক আর
র হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার
রূপ স্মৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে
য়া আইল।১০। তখন যম কহিতেছেন। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
লকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্
খাৎ প্রমুক্তং। ১১। পূর্ব্বে যে রূপে পুত্র করিয়া তোমাকে
র পিতার প্রতীতি ছিল সেই রূপ নিঃসন্দেহ হইয়া যে রূপ পূর্ব্বে
র প্রতি তেঁহ সংতুষ্ট ছিলেন সেই রূপ সংতুষ্ট হইবেন আর
র পিতা যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি তেঁহ আমার অনুগৃহীত
পূর্ব্বের ন্যায় পরের রাত্রি সকল সুখেতে শয়ন করিবেন আর
াকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার
র বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলে পথ হইতে
য়া আইসো নাই। ১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্ঞা করিতে-
। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১২।
লোকেতে হে যম রোগাদি জন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে
তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রভুতা করিতে পারো না অতএব জরাযুক্ত
লোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না আর
তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ন হইয়া আর মানস দুঃখ হইতে রহিত
া সুখেতে স্বর্গে বাস করে। ১২। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্র
তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন
বরেণ। ১৩। এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয় সেই অগ্নিকে
ম তুমি জান অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ
কহ যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন
দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি। ১৩। এখন যম
তেছেন। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজা-
। অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াং। ১৪।
নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে

জানি অতএব তোমাকে কহিতেছি তুমি সাবধান হইয়া বোধ
অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ আর সকল জগতের আশ্রয় সেই
হয়েন আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতে স্থিতি করেন এই রূপ
স্বরূপ আমি কহিতেছি তাহা তুমি জান। ১৪। লোকাদিমগ্নিং ত
তস্মৈ যাষিষ্টকাযাবতীর্বা যথা বা। স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্ত
মৃত্যুঃ পুনরাহ তুষ্টঃ। ১৫। সেই নচিকেতাকে সকল লোকের
যে অগ্নি তাঁহার স্বরূপকে যম কহিলেন আর অগ্নির চয়নের নি
যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন হয় আর যে
অগ্নিচয়ন করিতে হয় সে সকল নচিকেতাকে কহিলেন। যমের
বাক্যকে নচিকেতা সম্যক প্রকারে বুঝিয়াছেন যমের এমৎ প্র
জন্মাইবার জন্যে ঐ সকল বাক্যকে নচিকেতা যমকে পুনরায় কহি
তখন নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা যম সন্তুষ্ট হইয়া তিন
অতিরিক্ত বর দিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় কহিতেছেন। ১৫। তম
প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবি
মগ্নিঃ সৃষ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ। ১৬। নচিকেতাকে শিষ্যের
দেখিয়া মহানুভব যম প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন তোমার
তুষ্ট হইয়াছি এ নিমিত্ত পুনরায় এখন তোমাকে অন্য বর দিতে
এই পূর্ব্বোক্ত যে অগ্নি তেঁহ তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবেন
অগ্নির নাম নাচিকেত হইবেক। আর এই নানারূপ বিশিষ্ট
রত্নময়ী মালা যে তোমাকে দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্ম
দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি। ১৭। মাতা
আচার্য্যের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিনবার শাস্ত্রোক্ত অগ্নির
করেন সে ব্যক্তি যাগ বেদাধ্যয়ন এবং দানের কর্ত্তা যেমন জন্ম
হইতে উত্তীর্ণ হয়েন সেইরূপ জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন।
ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ যে অগ্নি তেঁহ দীপ্তি
এবং স্তুতি যোগ্য হয়েন তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রত জানিয়া
আত্ম ভাবে দৃষ্টি করিয়া শান্তিকে অর্থাৎ বিরাট্ পদকে পায়েন

অগ্নি জ্ঞানের ফল এবং তাহার চয়নের ফল এই দুই প্রস্তাবকে
করিতেছেন। ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাং শ্চিনুতে
কতং। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে
াকে। ১৮। যে ত্রিণাচিকেতপুরুষ যেরূপ ইষ্টক আর যত ইষ্টক
যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় এ তিনকে বিশেষরূপে বোধ
আত্ম ভাবে অগ্নিকে জানিয়া ধ্যান করেন তেঁহ অধর্ম্ম অজ্ঞান
রাদি রূপ যে মৃত্যুপাশ তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া
দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন। ১৮।
ত অগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গো যমব্রূণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং
র প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ। ১৯। হে নচি-
তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর যাচ্ঞা
ছিলে তাহা তোমাকে তুষ্ট হইয়া দিলাম। আর লোক
তোমার নামেতে অগ্নিকে বিখ্যাত করিবেন এখন হে নচিকেতা
য় বরকে তুমি যাচ্ঞা কর। ১৯। এপর্য্যন্ত ক্রিয়া কারক ফল এ
র আরোপ আত্মাতে করিয়া কর্ম্মকাণ্ড কহিলেন এখন তাহার
াদ অর্থাৎ বাধক যে আত্ম জ্ঞান তাহা কহিতেছেন। যেয়ং প্রেতে
কিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট-
ং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ। ২০। যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা
তেছেন ইহলোকে এক সংশয় আছে সে এই যে মনুষ্য মরিলে পর
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এসকল ভিন্ন জীব আত্মা আছেন এরূপ কেহ
হেন আর এ সকল ভিন্ন জীবাত্মা নাই এরূপো কেহ কহেন আমি
মার শিক্ষা দ্বারা ইহার নির্ণয় জানিতে চাহি বরের মধ্যে এই তৃতীয়
আমার অতি প্রার্থনীয়। ২০। এখন নচিকেতা জ্ঞান সাধনের বিষয়ে
কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইয়া
রীক্ষা করিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞে-
ণ রেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ মা মোপরোৎসীরতি মা
জেনং। ২১। দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন
ধর্ম্ম শুনিলেও মনুষ্য সুন্দর প্রকারে বুঝিতে পারেন না যেহেতু এ

ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয় অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর য
কর আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়া আমাকে
কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত করিবে না আমার
এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর। ২১। এই রূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচি
কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবি
মাথ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চি
দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইহা তোমার
নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্ত্বকে তুজ্ঞেয়
কহিতেছ অতএব এধর্ম্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কা
পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর
অতএব এই বর দেও। ২২। পুনরায় যম নচিকেতাকে লোভ দেখা
ছেন। শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
মহদায়তনং বৃণীষ স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি। ২৩। এত
যদিমন্যসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্ব
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি। ২৩। যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলো
সর্ব্বান্কামান্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ নহীদৃশা
নীযা মনুষ্যৈঃ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রা
। ২৪। শত বর্ষ পরমায়ু হয় এমৎ পুত্র পৌত্র সকলকে যাচ্ঞা
আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থন
আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার যাচ্ঞা কর আর
আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর বাঁচিবে এম
প্রার্থনা কর। ২৪। এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি
জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ন প্রভৃতি এবং চিরজী
বৃত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা তুমি
হও এমৎ করিব আর প্রার্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে
তুমি প্রার্থনা কর তাহার ভাজন তোমাকে করিব। ২৫। আর
লোকেতে যে যে বস্তু দুর্লভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থন
আর বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে যাচ্ঞা

তু মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু আমার
এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ। হে নচিকেতা
র পর জীবসম্বন্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি
ও না। ২৫। যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা
না হইয়া পুনরায় যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবামর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
ন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব
স্তব নৃত্যগীতে। ২৬। ন বিত্তেন তর্পণীযো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্ত
ক্ষম চেত্ত্বা। জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃসএব। ২৭।
র্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃপ্রজানন্। অভিধ্যায়ন্বর্ণরতি
মোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত। ২৮। যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি
ত্যু যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
ন্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে। ২৯। হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে
তেছ সে সকল সন্দিগ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কিনা এমৎ সন্দেহ
সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল ভোগ যেমন অপ্সরাদি তাহার
প্তি হইলেও মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহারা নষ্ট করিবেক আর
আয়ু যে দিতে চাহ সেও যথার্থ বিবেচনায় অল্প হয় অতএব তোমার
দি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক। ২৬।
নের দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না অর্থাৎ ধনের উপার্জনে
বং রক্ষণে ছুয়েতেই কষ্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে
হা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে
চ্ছা করি তবে তুমি যাবৎ যমরূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে তাবৎ
চিব অতএব আত্ম বিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্ছা করি। ২৭।
রা মরণ শূন্য যে দেবতা সকল তাঁহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল
সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরা মরণ বিশিষ্ট
পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত
তি প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরা সকল হইয়াছেন তাহাকে অ-
ন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক। ২৮।
হে যম মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন এই সন্দেহ লোকে

করেন অতএব আত্মার নির্ণয় জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা
কহ এই জুজ্ঞেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না।
ইতি প্রথমবল্লী। *। এই রূপে শিষ্যের পরীক্ষালইয়া এবং শিষ্য
জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন। অন্যৎশ্রেয়োঽন্য জুতৈব
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভ
হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়ো বৃণীতে। ১। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান
পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম সেও পৃ
হয় সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এহারা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরু
আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এজুইয়ের মধ্যে যে ব
জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কল্যাণ হয় আর য· ব্যক্তি কর্ম্ম
ষ্ঠানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো
ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে। ২। জ
আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব
এজুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচ
দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞান
আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সা
যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন। ২। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপা
কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবা
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ। ৩। হে নচিকেতা তুমি পুনঃ
আমার লোভ দেখাইবার দ্বারা লুব্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ
দিকে অনিত্য জানিয়া এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার
উত্তম বুদ্ধি যে হেতু ধনময় কর্ম্মপথেতে লুব্ধ হইলে না যে কর্ম্মপথে
অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়। ৩। জ্ঞানের অবলম্বন করিলে ভালো হয় কা
অবলম্বন করিলে ভালো হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। দূরে
বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনং নচি
তসং মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত। ৪। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ
পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন এই

াকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম্মকে পণ্ডিত সকলে জানি-
ছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি জানিলাম যে হেতু
সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে
রিলেক না। ৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃপণ্ডিতং মন্য-
মানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৫।
ান্ধকারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা বুদ্ধিমান্ হই
ব্রতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার
খতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়
ন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধ সকল দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া
না প্রকার দুঃখকে পায়। ৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং
ত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপ-
দ্যতে মে। ৬। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে
চ্ছন্ন যে লোক তাহারা পর লোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না
লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই
প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক আমি যে মৃত্যু আমার বশে
াৎ আমার শাসনে পুনঃ পুনঃ আইসে। ৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো
লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য
া আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। ৭। সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রস-
কেও অনেকে শুনিতে পায় না আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য
রিতে পারেনা আর আত্মজ্ঞানের বক্তা দুর্লভ হয়েন আর আত্মজ্ঞানকে
নিয়াও অনেকের মধ্যে কোনো নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন যে
হেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এধর্ম্মেয় জ্ঞাতা অতি দুর্লভ
য়। ৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্য-
প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ। ৮। অল্পবুদ্ধি আচার্য্য
দি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যেহেতু নানা
প্রকার চিন্তা আত্ম বিষয়ে বাদিরা উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞানী
সেই আত্মার উপদেশ করেন তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্ম-
জ্ঞান উপস্থিত হয় এমৎ জ্ঞানীর উপদেশ না হইলে আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও

সূক্ষ্ম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেঁহ কেবল তর্কের দ্বারা
জ্ঞেয় নহেন। ৮। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায়
প্রেষ্ঠ। যাত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা। ৯।
এই বেদ গম্য যে আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতা-
র্কিক ভিন্ন বেদান্ত জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে
তুমি পাইবে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দর রূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম
নচিকেতা যেহেতু তুমি সত্য সংকল্প হও অতএব তোমার ন্যায়
প্রশ্ন কর্ত্তা শিষ্য আমাদের হউক এই প্রর্থনা করি। ৯। জানাম্যহং
শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হিধ্রুবং তৎ। ততোময়া নাচিকেত
শ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃপ্রাপ্তবানস্মি নিত্যং। ১০। প্রার্থনীয় যে কর্ম্ম
ফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা
হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে
কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানি
য়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গ ফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা
করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০। কামস্যাপ্তিং
জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠা
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। ১১। হিরণ্যগর্ভোপাসনার
ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহা প্রার্থনীয় বস্তু সকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর
সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরি কাল স্থায়ী ও সকল অভয়
স্থান হইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট সেই পদ হয়
ও সে পদ হইতে শীঘ্রচ্যুতি হয় না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়া ও
ধৈর্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি
সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ করিয়াছ। ১১। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনু
প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা
ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। ১২। যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ অতি
দুঃখে তাঁহার বোধ হয় আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্ন ভাবে
ব্যাপ্ত আছেন আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় আর দুষ্প্রাপ্য
স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় এবং অনাদি হয়েন আর অধ্যা

যোগের দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হর্ষ শোক হইতে মুক্ত
হয়েন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে অর্পণ করাকে
অধ্যাত্ম যোগ কহি। ১২। এতৎশ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমে-
তমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে।
১৩। যে মনুষ্য এই রূপ উত্তম ধর্ম্ম আত্ম জ্ঞানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়া
সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক ভাবিয়া সূক্ষ্মরূপ
যে আত্মা তাঁহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ
বিশিষ্ট হয় হে নচিকেতা সেই ব্রহ্ম যেমন অবারিতদ্বার গৃহের ন্যায়
তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয়।১৩। যমের এই বাক্য
শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ। ১৪। শাস্ত্র
বিহিত ধর্ম্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হইতে যে ব্রহ্ম
ভিন্ন হয়েন আর অধর্ম্ম হইতেও তিনি ভিন্ন হয়েন আর যিনি কার্য্য এবং
প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে
ভিন্ন হয়েন এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহ। ১৪।
এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি
সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী-
ম্যোমিত্যেতৎ। ১৫। সকল বেদ যে এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন
আর সকল তপস্যা করিবার প্রয়োজন যাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর যাঁহার
প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করেন সেই বস্তুকে আমি
সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওঙ্কার শব্দে তাঁহাকে কহা যায় অথবা
তেঁহ ওঁকার স্বরূপ হয়েন। ১৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং
পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১৬। এই ওঁকার
অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভস্বরূপ হয়েন আর
এই ওঙ্কার পরব্রহ্মকে কহেন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপও হয়েন অতএব
এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে
তাহা পায় অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্য-
গর্ভকে পায় আর পরব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ১৬।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৭। ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম হয় আর এই প্রণব অপর ব্রহ্মের অবলম্বন এবং পরব্রহ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিম্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের অবলম্বন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয় আর অপর ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ১৭। প্রণবের বাচ্য আত্মা হয়েন অর্থাৎ প্রণব শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় এমৎ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা এবং আত্মাকে প্রণবস্বরূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারির প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ১৮। আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই তেঁহ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্মশূন্য যে আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন এহার হ্রাস নাই সর্ব্বদা এক অবস্থাতে থাকেন এই হেতু খড়্গাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত না হয়। ১৮। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯। যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা জানিয়া আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান করে যে আমি পর হইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না যে হেতু আত্মা কাহাকে নষ্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নষ্ট হয়েন না। ১৯। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। ২০। এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যাবৎ বস্তু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণির হৃদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা জানিয়া

শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ২০। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। ২১। এই আত্মা অচল হইয়াও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্রুতগতি দ্বারা যেন দূরে গমন করেন এমৎ অনুভব হয় আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সেই সুষুপ্ত কালে হর্ষযুক্ত আর জাগরণ কালে হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ উপাধির দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কি রূপে জানিতে পারে। ২১। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ২২। আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ নশ্বর শরীরেতে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর তেঁহ মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং। ২৩। এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের অভ্যাস করিলেও জ্ঞেয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থ শ্রবণেতেও আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে সেই তাহাকে পায় কি রূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে সেই আত্মা আপনার যথার্থ জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি প্রকাশ করেন। ২৩। নাবিরতো দুশ্চরিতা-ন্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। ২৪। দুষ্কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায় না আর যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে তাহারো আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির হয় তাহারো লভ্য আত্মা হয়েন না আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ২৫। হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি এই দুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যাঁহার অন্নের ব্যঞ্জন হয়েন অর্থাৎ এ সকলকে যে আত্মা সংহার করেন সেই আত্মাকে কোন্

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানীর ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে জ্ঞানি
আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানিতে আত্মা প্রকাশ হয়েন না ।২৫
ইতি দ্বিতীয়বল্লী। *। এখন অধ্যাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় ৫
নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসা
দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন। ঋতং পিবন্তৌ স্বকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো
যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ। ১। এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতি
বিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃ
যে কর্ম্ম তাহার ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ
পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্ব স্বরূপ
জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরে
হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যা
আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা
ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মা
ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়াছেন। ১। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম
যৎপরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি। ২। যে অগ্নি
যজমানেদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন
করিতে পারি আর ভয়শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাঁহারা তাঁহাদের পরমা
শ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ম্মি ব্যক্তি
জ্ঞেয় যজ্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানি ব্যক্তির জ্ঞেয় পরব্রহ্ম
হয়েন। ২। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথি
বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ৩। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। ৪। সংসারি যে জীব তাঁহাকে
রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া আর
মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জু করিয়া
জান আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া
জান শরীর ইন্দ্রিয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকি

ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন। ৩।৪। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্য-
যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ। ৫।
যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়
আর মন রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয় রূপ
অশ্ব সকল বশে থাকেনা যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা
করে। ৫। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি
বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ। ৬। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে
তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত
অশ্ব সকল বশে থাকে। ৬। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি। ৭। বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হয়
আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মান্বিত
হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর
সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি
সমনস্কঃ সদা শুচিঃ স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে। ৮।
যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে
অতএব সে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎ রূপ সারথি দ্বারা জীব রূপ
রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৮।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ
পরমং পদং। ৯। যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ
রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি
ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্বকে পায়। ৯। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ
পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ
। ১০। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা
কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রভৃতি যে
বিষয় সে সূক্ষ্ম হয় আর সেই সকল বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম হয় মন
হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ স্বরূপ
মহত্তত্ত্ব সে সূক্ষ্ম হয় সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আদি বীজ যে স্বভাব

সে সূক্ষ্ম হয় সে স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপি সদ্রূপ যে পরমাত্মা তেঁহ সূক্ষ্ম
হয়েন সেই পরমাত্মা হইতে আর কেহ সূক্ষ্ম নাই আর তেঁহই প্রাপ্ত
হইয়াছেন। ১১। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্ব
গ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।১২। এই আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী
হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানির প্রতি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন অতএ
আত্মারূপে অজ্ঞানিতে প্রকাশ পায়েন না কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি যে পণ্ডিত
সকল তাঁহারা সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে
দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘট পটাদি এবং আপনার শরীরকে দেখে
অস্তি রূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন যে আত্মা তাঁহাকে দেখিতে
পায় না।১২। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ তদ্‌যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি
মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ১৩। যে বিবেকী ইন্দ্রিয় সকলকে
মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বকে শান্তস্বরূপ
পরমাত্মাতে লয় করে সে পরম শান্তিকে পায়।১৩। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য
বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি
। ১৪। হে মনুষ্য সকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান
সাধনে প্রবর্ত্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর আর উত্তম আচা
র্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান
মার্গকে পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন। ১৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারস
নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচ্যতে।১৫। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন ইহাতে কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মে
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাঁহাকে শুনিতে স্প
করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না। এই
সকল গুণ যদি তাঁহার না রহিল তবে তেঁহ সুতরাং হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য এব
নিত্য হয়েন আর তেঁহ আদি আর অন্ত শূন্য হয়েন এবং অতি সূক্ষ্ম
মহত্তত্ত্ব তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন এবং সর্ব্বথা নিরপেক্ষ নিত্য হয়েন এই
রূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃত্যু হস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রা
হয়।১৫। নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী

সনাতন উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন তেহোঁ
ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন। ১৬। য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসং-
সদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে
। ১৭। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্ম সভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা
শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে তাহার অনন্ত ফল হয়। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমো-
ধ্যায়ঃ। *। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরা-
ত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্। ১। স্ব-
প্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের
গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা
বাহ্য বিষয়কে দেখেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনো বিবেকী
মুক্ত মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরা-
ত্মাকে দেখেন। ১। পরাচঃ কামানন্বয়ন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য
পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে।২। স্বভা-
বত ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল
প্রার্থনীয় বাহ্য বিষয়কে কামনা করে অতএব তাঁহারা সর্ব্ব ব্যাপি যে মৃত্যু
তাহার বশে যান এই হেতু পণ্ডিত সকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে
পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য
বস্তুর প্রার্থনা করেন না। ২। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ
মৈথুনান্ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ। ৩। যে
আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে জড়
রূপ যে এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ সে অনুভব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ
এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড় সকল
বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ যে লৌহ সে অগ্নির অধিষ্ঠানেতে
অগ্নি করে আত্মা না জানেন এমৎ বস্তু নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ
সকল জানা যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেহোঁ এই
প্রকার হয়েন। ৩। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং
বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ৪। স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এই
দুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলব্ধি করে সেই শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন ন
।৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য
ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।৫। যে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া কর্ম্মে
ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়ম কর্ত্তা
পরমাত্মা তৎ স্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনরায় আত্মা
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে
কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করি
য়াছেন সে এই হয়েন। ৫। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ। ৬। ব্র
হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সক
ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এ
যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬। যা প্রা
সম্ভবত্যদিতি র্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত
এতদ্বৈতৎ। ৭। সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাম
অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণির হৃদ
কাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহা
জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই প্রকার হয়েন।
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাগর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দি
ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ।৮। যে অগ্নি যজ্ঞে
উর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞ কাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং
ইত্যাদি সকল যজ্ঞ দ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণী স্ত্র
যত্ন পূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদ শূন্য যোগিরা এ
কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি ঐ কর্ম্মিরা আর যো
সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন।৮। যতশ্চোদেতি সূ
হস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি ক
এতদ্বৈতৎ। ৯। যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন
যাহাতে অস্তহয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বস

স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক রূপে কেহ প্রকাশ পায়
না যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা
অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন।৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।১০। যেঁহ এই শরীর ব্যাপি
আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপি আত্মা তেঁহই
শরীর ব্যাপি আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যেব্যক্তি নানা করিয়া দেখে
সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১০। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ১১। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা
আত্মা এক হয়েন ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত
হইলে ভেদ জ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা
করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এত-
দ্বৈতৎ।১২। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত
ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন
কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়।১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতি-
রিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ। এতদ্বৈতৎ।১৩।
হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি নির্ম্মলজ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণিতে এখনো বর্ত্তমান আছেন।
এবং পরেও সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা
করিয়াছেন সে এই হয়েন।১৩। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু
বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি।১৪। যেমন
উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট
হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিয়া শরীর
ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়।১৪। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব
ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।১৫। যেমন সমান
ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে
এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে

সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন ন
।৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য
ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।৫। যে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া কর্ম্মে
ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়ম কর্ত্তা
পরমাত্মা তৎস্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনরায় আত্মাকে
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে
কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করি
য়াছেন সে এই হয়েন। ৫। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ। ৬। ব্র
হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সক
ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এ
যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬। যা প্রা
সন্তবত্যদিতি র্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত
এতদ্বৈতৎ। ৭। সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাম
অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণির হৃদয়
কাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহা
জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই প্রকার হয়েন।
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাগর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে
ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ।৮। যে অগ্নি যজ্ঞে
উর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞ কাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং
ইত্যাদি সকল যজ্ঞ দ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণী স্ত্র
যত্ন পূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদ শূন্য যোগিরা
কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি ঐ কর্ম্মিরা আর যো
সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন।৮। যতশ্চোদেতি সূ
হস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ
এতদ্বৈতৎ। ৯। যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন
যাহাতে অস্তহয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বস

স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক রূপে কেহ প্রকাশ পায়
না যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা
অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন।৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।১০। যেঁহ এই শরীর ব্যাপি
আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপি আত্মা তেঁহই
শরীর ব্যাপি আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যেব্যক্তি নানা করিয়া দেখে
সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১০। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ১১। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা
আত্মা এক হয়েন. ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত
হইলে ভেদ জ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা
করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এত-
দ্বৈতৎ। ১২। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত
ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন
কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। ১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতি-
রিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উঃ। এতদ্বৈতৎ। ১৩।
হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি নির্ম্মলজ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণিতে এখনো বর্ত্তমান আছেন।
এবং পরেও সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা
করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু
বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি। ১৪। যেমন
উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট
হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিয়া শরীর
ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব
ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম। ১৫। যেমন সমান
ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে
এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে

আত্মা এক হয়েন। ১৫। ইতি চতুর্থী বল্লী। *। পুরমেকাদশ দ্বারমজ-
স্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ।১।
জন্মাদি রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই
একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে
শোক পায় না এবং অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরী
গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আর ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি এছ
লইয়া একাদশ দ্বার হয়। ১। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষ
দতিথিদুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃত সদ্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজ
ঋতং বৃহৎ। ২। আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সূর্য্য রূপে আকাশে
গমন করেন আর সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ু রূপে
আকাশে গমন করেন আর অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ
দেবতা হইয়া পৃথিবীতে গমন করেন আর সোম লতার রস হইয়া যজ্ঞ
কলশে গমন করেন আর মনুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আ
যজ্ঞেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে আকাশে
গমন করেন আর জল জন্তু রূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য
যবাদি রূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন
আর নদ্যাদি রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও তেঁহ সর্ব্বস্বরূপ
হয়েন তথাপি তাঁহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা
এই হেতু তেঁহ মহান্ হয়েন। ২। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগ
স্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। ৩। যে চৈতন
স্বরূপ আত্মা প্রাণ বায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এব
অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন সেই হৃদয়াকাশস্থিত সকলে
ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের জ্ঞা
দ্বারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এক চৈতন্য স্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানে
জড়রূপ ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান করেন। ৩। অস
বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে
এতদ্বৈতৎ। ৪। এই শরীরস্থ চৈতন্য স্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্ম
তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্দ্রিয়ে

কোনো শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্দ্রিয়
সকল স্বভাবত যেমন পূর্ব্বে জড় ছিলেন সেই রূপ হইয়া যান। ৪। ন
প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নে-
তাবুপাশ্রিতৌ। ৫। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্দ্রিয় সকল এঁহা-
দের অধিষ্ঠানে দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন এমৎ নহে কিন্তু প্রাণাদি হইতে
ভিন্ন যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা বাঁচিয়া
থাকেন এবং প্রাণ আর অপান বায়ু ইন্দ্রিয় সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া
থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ইন্দ্রিয় সকল মিশ্রিত হইয়া শরীর কহায়
অতএব শরীরের অধিষ্ঠাতা এসকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্য স্বরূপ হয়েন
। ৫। হন্ত তইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং
প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম। ৬। হে গৌতম এখন তোমাকে পরম
গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব
সংসারেতে বদ্ধ হয়। ৬। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং। ৭। শরীর গ্রহণের নিমিত্তে
কোন কোন মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে
প্রবেশ করেন কেহ অতি মূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। য এষু
সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ। ৮। ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার
বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই নির্ম্মল অবিনাশি ব্রহ্ম হয়েন পৃথি-
ব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে
আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। ৮। অগ্নির্য-
থৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্ব-
ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ৯। এক অগ্নি যেমন
এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ সেই
সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্রকাষ্ঠে বক্রেরন্যায় আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে
চতুষ্কোণের ন্যায় ইত্যাদি রূপে অগ্নি দৃষ্ট হয়েন সেইরূপ একআত্মা সকল
দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই

প্রবিস্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায়
ব্যাপিয়া থাকেন। ৯। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতি
রূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূ
বহিশ্চ। ১০। এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্
স্থানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্মা
সকল দেহেতে প্রবিস্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহে
তেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকা
শের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন।১০। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে
চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন
বাহ্যঃ। ১১। সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে
লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ
অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল
দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো
সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে রজ্জু
কোন দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখ
দুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তুত আত্মা সুখী এবং দুঃখী নহেন।১১।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং
যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। ১২। সেই এক
পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাঁহার
বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি
রূপে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা তেঁহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা
স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন কেবল তাঁহাদে
নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় আর ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদে
সে সুখ হয় না। ১২। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনা
যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তি
শাশ্বতী নেতরেষাং। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নাম রূপাদি
বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের চেতনার কার
তেঁহ হয়েন তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণির কামনাকে দেন সে

দ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন
াহাদেরই নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের
স সুখ হয় না। ১৩। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং।
থং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা। ১৪। যদি এমৎ কহ
অনির্দ্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি সকলে
নুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদের ন্যায় প্রত্যক্ষ
রি। সে ব্রহ্মসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন
কিন্তু তেঁহ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন কিনা। ১৪। ন তত্র সূর্য্যো
াতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব
ান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ১৫। এখন ঐ
শ্নের উত্তর করিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তেঁহ ব্রহ্মের
কাশক হয়েন না এবং চন্দ্র তারা আর এসকল বিদ্যুৎ এঁহারাও
হ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং আমাদের দৃষ্টি গোচর যে অগ্নি তেঁহ
রূপে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ
কাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং
াহার প্রকাশের দ্বারা এসকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের
রা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ১৫। ইতি পঞ্চমী বল্লী। *।
র্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবা-
মৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ-
ৎ।১। এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসারকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্মকে ওই
ক্ষের মূলের সহিত উপমা দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার
ল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অনুভব করে এখানে
র্য্য রূপ সংসার বৃক্ষকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার
শ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার
ক ইহার মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থাবর
ঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন সেই সংসার বৃক্ষের যে মূল
রূপ পরমাত্মা তেঁহো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন তাঁহাকে কেবল অবিনাশী
রিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন

তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহো প্রকাশ পায় না
।১। মূল স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন না হইয়া আপনিই জন্মে এম
সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহিতেছেন। যদিদং কিঞ্চ
জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদু
মৃতাস্তে ভবন্তি।২। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট যে এই জগৎ ব্র
হইতেই নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম ম
চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাবৎ ব
পৃথক্ পৃথক্ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়ম কর্ত্তা কেহো অ
আছেন সেই নিয়ম কর্ত্তা তেঁহো শ্রেষ্ঠ এবং বজ্র হস্তে থাকিলে যেম
ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহো সকলের ভয়ের কারণ হয়েন অতএব কে
তিলার্দ্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্ম
জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন।
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাব
পঞ্চমঃ।৩। সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি যথা নিয়ম প্রকাশ পাই
ছেন তাঁহারি ভয়েতে সূর্য্য যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সে
পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথা নি
আপন আপন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্র হস্ত প্রত
দেখিলে ভৃত্য সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না।৩। ইহচে
শকদ্বোদ্ধুংপ্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্ব
কল্পতে।৪। এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্ব
জানিতে পারে তবে সংসার বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এর
আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ পুন
করে।৪। যথাদর্শে তথাত্মনি যথাস্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথা
পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।৫। যে
দর্পণেতে স্পষ্ট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নির্ম্মল বুদ্ধি
আত্মতত্ত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দে
সেইরূপ পিতৃ লোকে আচ্ছন্নরূপে আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয় আর যে
জলেতে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেই মত গন্ধর্ব্বাদি লো

আত্মতত্ত্বের অনুভব হয় আর যেমন ছায়া আর তেজের পৃথক্ হইয়া
পলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে স্পষ্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই
হ্মলোক দুর্লভ হয় অতএব আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এই লোকেই যত্ন
রিবেক।৫। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব মুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্য-
নানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি।৬। আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি
ন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া
বং শয়ন আর জাগরণ এদুই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের হয় আত্মার কদাপি না
য় এরূপ জানিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না যে হেতু
াত্মা অন্তঃকরণে স্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধিতে মিশ্রিত না
য়েন।৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং সত্ত্বাদধি মহানাত্মা
হতোঽব্যক্তমুত্তমং। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
জ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।৮। ইন্দ্রিয় সকল হইতে তাহা-
র রূপ রস ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই সকল চক্ষুরাদি
ন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক
ন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন
হেতু সঙ্কল্প করা মনের কর্ম্ম কিন্তু নিশ্চয় করা বুদ্ধির কর্ম্ম হয় আর
দ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব যাহা স্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই
হত্তত্ত্ব হইতে জগতের বীজ স্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব
ইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে মনুষ্য
ার্থ রূপে জানিয়া জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর
রে মোক্ষকে পায়।৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি
শ্চৈনেনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
৯। এই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না অতএব
ক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। সেই
কাশ স্বরূপ আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধির মননের দ্বারা জানিতে পারে। যে
কল ব্যক্তি এই প্রকারে তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই মুক্ত হয়েন।৯।
া পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ
কেমাং গতিং।১০। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্র-

মস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ। ১১। মনের সহিত যখন প
জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে
আর বুদ্ধিও কোনো বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত না হয় সেই ইন্দ্রিয় নিগ্র
হের উত্তম অবস্থাকে যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন সেই ইন্দ্রিয়ের এ
বুদ্ধির নিগ্রহের পূর্ব্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক যে হেতু যত্নে
যোগের উৎপত্তি হয় আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়। ১১
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্য
কথং তদুপলভ্যতে। ১২। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। ১৩। সেই আত্মাকে বাক্যে
দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি
জগতের মূল অস্তি স্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাঁহাকে জানিবেক অন্য
এব অস্তি রূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর
তেঁহো কিরূপে হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে
অথবা সর্ব্ব প্রকারে তেঁহো অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ এমৎ করিয়া জানি
বেক এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিবেক
পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে জানাযায়। অস্তিরূপে তেঁহো
জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আদৌ ঘট দেখিবে
ঘট আছে এমৎ জ্ঞান হয় তাহার পর ঘট ভাঙ্গাগেলে তাহার খণ্ডআদি
এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘট খণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এ
প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্ব্বে সর্ব্ব
সমান থাকে। ১৩। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ১৪। বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সব
দায় কামনা থাকে তাহা যখন জ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সে
ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ১৪
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যে
তাবদনুশাসনং। ১৫। যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি সক
অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হ
তখন তাহার কামনা সকল দূর হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। এই উপদেশ

সমুদায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে। ১৫। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য না ড্যস্তাসাং
মূর্দ্ধানমভিনিঃস্যতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে
ভবন্তি। ১৬। উত্তম জ্ঞানী ইহ লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন পূর্ব্বে কহিয়া
দুর্ব্বল জ্ঞানীর ফল পরের এই মন্ত্রে কহিতেছেন। একশ ও এক নাড়ী
হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে সুষুম্না এক নাড়ী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ
করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা জীব উর্দ্ধ
গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে
পায়েন কিন্তু সুষুম্না ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে
ব্রহ্মলোক না পাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবর্ত্ত হয়েন। ১৬। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ
পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহে-
ন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃত
মিতি। ১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি
সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে
পৃথক্ রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুংজ হইতে তাহার সূক্ষ্ম পত্রকে
পৃথক্ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশি ব্রহ্ম করিয়া
জানিবে। শেষ বাক্যের দুইবার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপ-
নিষৎ সমাপ্তির সূচক হয়। ১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যো-
প্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব। ১৮। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমু-
দায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে এবং অবিদ্যাকে
উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্ম
বিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত
হয়। ১৮। ইতি কঠোপনিষদি ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

পরের মন্ত্র সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতে
এবং অন্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং
করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ১। উপনিষদের
প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহো আমাদের দুই জন অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে

একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন আর আমাদের দুই
জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বারা পালন করুন। আর
বিদ্যা জন্য যে সামর্থ্য তাহাকে আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নিষ্পন্ন
যেন করি আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে দুই তেজস্বী হইয়াছি
আমাদের পঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন আর যেন আমরা
পরস্পর দ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিনবার শান্তির পাঠ
সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওঁকার শব্দ উপনিষদের
সমাপ্তির জ্ঞাপক হয়। সমাপ্তিঃ।

ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।

বাঙ্গালি প্রেষ।

RAMMOHAN LIBRARY
CALCUTTA

RAMMOHAN LIBRARY
CALCUTTA

মুণ্ডকোপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য
র্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-
ত্রায় প্রাহ॥ ১॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে
ক্ষবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং
॥ শৌনকোহ বৈ মহাশালোঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্
ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥ তস্মৈ সহোবাচ।
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥
যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং
সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥ যথোর্ণ-
নাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ
পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥ ৭॥ তপসা চীয়তে
ব্রহ্ম ততোন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু
চামৃতং॥ ৮॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম
নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥ ৯॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ॥ তদেতৎ
সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১॥
যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ
প্রতিপাদয়েৎ॥ ২॥ যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণ-
মতিথিবর্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্
হিনস্তি॥ ৩॥ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪॥ এতেষু
যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য
রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ॥ ৫॥ এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ
সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চ-
য়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥ ৬॥ প্লবাহ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢা জরামৃত্যুং

তে পুনরেবাপিয়ন্তি ॥ ৭ ॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডি
মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ ক
ণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥ ইষ্টাপূ
মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সু
তেনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥ তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপব
ন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজ
প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতা
ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২ ॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্য
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ ত
তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং ॥ ১৩ ॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডক
সমাপ্তং ॥ তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্র
বন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি
য়ন্তি ॥ ১ ॥ দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমন
শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রি
য়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥ অগ্নির্মূ
চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদ
বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪॥ তস্মাদগ্নিঃ সমিধো য
সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যো
তায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাদৃচঃ সামযজূং
দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোক
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ
মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণোপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥ সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ স
সপ্তহোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ স
সপ্ত ॥ ৮ ॥ অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥ পু

বেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং
াবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥
াবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণ-
মিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাং
॥ যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং
স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য
দ্ধি ॥ ২ ॥ ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
য়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩॥ প্রণবো
ঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো
বেৎ॥৪॥ অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
মেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥
রা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ সএষোন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
মিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥ যঃ
র্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতি-
তঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বি-
নেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥ ভিদ্যতে
দয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে
াবরে ॥ ৮ ॥ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং
্যাতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন
তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং
রিষ্ঠং ॥ ১১॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ দ্বা
র্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং
ত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১ ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোনীশয়া
চতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত-
কঃ ॥ ২ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
া বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥ প্রাণো

হ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রী
আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যে
আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো
শুভ্রোয়ং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥ সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যে
পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পর
নিধানং ॥ ৬ ॥ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং ॥ ৭ ॥ ন চক্ষু
গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশু
সত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥ এষোণুরাত্মা চেত
বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমো
প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্মা ॥ ৯ ॥ যং যং লোকং মন
সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়
তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ড
প্রথমখণ্ডঃ ॥ সবেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্র
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥ কাম
যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকাম
কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥ নায়মাত্মা প্রবচনে
লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈ
আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ৩ ॥ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমা
ত্তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশ
ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥ সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ
শান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্র
লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥ গতাঃ কলাঃ প
দশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আ
পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি ॥ ৭ ॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ
গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পু
মুপৈতি দিব্যং ॥ ৮ ॥ স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি

স্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থি-
ভ্যো বিমুক্তোমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥ তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া
ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং
বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণং ॥ ১০ ॥ তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ
পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥
ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈ-
রঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ওঁতৎসৎ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

সকল জগতের সৃষ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্ত্তা ও সকল দেবতার
ধান যে ব্রহ্মা তেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার
াশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা অথর্ব্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ
রিয়াছিলেন। ১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে করিয়াছিলেন
থর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্গির নামে ঋষিকে পূর্ব্বে উপদেশ করেন।
ই অঙ্গির ভরদ্বাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাঁহাকে ওই বিদ্যা কহি-
ন এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে
ই ব্রহ্মবিদ্যা তাহা ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন। ২। পরে
হাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধান ক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া
জ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্ এমৎরূপ কি কোনো এক বস্তু আছেন
তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানাযায়। ৩। শৌনককে
ঙ্গিরস্ উত্তর করিলেন। বিদ্যা দুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহা
দার্থবিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে কহেন তাহার প্রথম
রা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা। ৪। তাহাতে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সাম-
দ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপরা
দ্যা হয়। আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা সেই অবিনাশি

ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ৫। সেই যে ব্রহ্ম তেঁহো অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুর
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন অগ্রাহ্য অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রি
অপ্রাপ্য এবং গোত্র রহিত ও শুক্লকৃষ্ণাদি গুণ রহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃ
জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিত এবং হস্তপাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় রহিত বিনাশশূন্য অ
যিনি আব্রহ্মস্থাবরান্ত জগৎ স্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে
আর তেহোঁ অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়রহিত হয়েন আর সকল ভূ
কারণ করিয়া যাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা জানিতেছেন অর্থাৎ এই
অবিনাশি ব্রহ্মকে যে বিদ্যার দ্বারা জানাযায় তাহার নাম পরাবিদ্যা।
যেমন মাকড়ষা অন্য কাহাকে সহায় না করিয়া আপন হইতে সূ
সৃষ্টিকরে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া
আর যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর যে
জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন
এই সংসারে সমুদায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে।
সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ
অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ কারণ স্ব
রূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাস
কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীব স্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎ
হয়েন পরে ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্পরূপ মনের জন্ম হয় অ
ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে ক্র
ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্র
কর্ম্ম সকল জন্মে আর ঐ কর্ম্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়।
যিনি সামান্য রূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষ রূপে সকল
জানেন আর যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে
অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এ
অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে। ৯। ইতি প্রথম মুণ্ড
প্রথম খণ্ডঃ।

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে বশিষ্ঠাদি পণ্ডিতেরা বেদে দেখিয়াছে
তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হ

র হোতা উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এই তিন ঋত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম
হুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে তোমরা
থাক্ত ফলের কামনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্ম্মফল স্বর্গাদি
ভাগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে। ১। অগ্নি উত্তম রূপে
জ্বলিত হইলে যখন শিখা সকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান
সেই শিখার মধ্যদেশ তাহাতে দেবোদ্দেশে আহুতি প্রক্ষেপ
রিবেক। ২। যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং
র্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় আর শরৎ
বসন্ত কালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে
গ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে না করে এবং অতিথি সেবা রহিত হয় ও মুখ্যকালে
নুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথা শাস্ত্র কর্ম্মের
নুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগ কর্ত্তার সপ্তলোককে
ষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে ভূরাদি সপ্তলোককে সে প্রার্থনা করিত
হা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়। ৩। কালী করালী মনো-
বা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার অগ্নির
হ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়। ৪। যে ব্যক্তি এই
ল অগ্নির জিহ্বা প্রকাশমান হইলে বিহিতকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের
নুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে ঐ যজমানের, অনুষ্ঠিত যে আহুতি সকল
হারা সূর্য্য রশ্মির দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি
ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন। ৫। সেই দীপ্তিমন্ত আহুতি সকল
গচ্ছ আগচ্ছ কহিয়া ঐ যজ্ঞ কর্ত্তাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য
হন এবং পূজা করেন আর কহেন যে উত্তমধাম এই স্বর্গ তোমাদের
ত কর্ম্মের ফল হয় এপ্রকার কহিয়া সূর্য্য রশ্মির দ্বারা যজমানকে
য়া যান। ৬। অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল
নাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে
াহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যুকে প্রাপ্তহয়। ৭।
র যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞান রূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান
র যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম

জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবল
করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাপ্রকারে ক্লেশ
।৮। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকা
নিযুক্ত থাকিয়া কহে যে আমরাই কৃতকার্য্য হই সে সকল অজ্ঞানি ক
ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে না অতএব
সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফলের ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত
।৯। অতি মূঢ় যে সকল লোক শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম
স্মৃতিতে উক্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম তাহাকেই পরমার্থসাধন
শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর ন
সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ভোগের আয়তন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভো
করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্যলোককে কিম্বা ইহা হই
হীন লোককে অর্থাৎ পশাদি ও বৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয়। ১০। বানপ্র
ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের দমন পূর্ব্বক বনে
ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা ক
এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা ঐ রূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাঁহা
পুণ্য পাপ রহিত হইয়া উত্তর পথের দ্বারা সেই সর্ব্বোত্তম স্থানে
যেখানে প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি ক
।১১। কর্ম্ম জন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পর
করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচনা করি
যে ইহ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন অকৃত বস্তু অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এ
অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না তবে আয়াস
কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় ক
সেই পরম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিৎ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বে
গুরুর নিকট যাইবেন। ১২। সেই বিদ্বান গুরু এই প্রকারে অনু
এবং দর্পাদি দোষ রহিত ও ইন্দ্রিয় দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে
প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্ম বি
উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন। ইতি প্রথম মুণ্ডকং।

পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমা

সত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমান রূপ সহস্র ২
স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি
ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই
লীন হয়। ১। ব্রহ্ম অলৌকিক হয়েন এবং মূর্ত্তিরহিত ও পরিপূর্ণ
হয়েন আর বাহ্যেতে ও অন্তরেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও জন্মরহিত
আর প্রাণাদি বায়ু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা সকল ব্রহ্মেতে নাই অতএব তেঁহ
নির্ম্মল হয়েন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত
তাহা হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয়
আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণ-
কর্ত্রী পৃথিবী ইহাঁরা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন। ৩। স্বর্গ যাঁহার
মস্তক আর চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুই চক্ষু হয়েন দিক্ সকল কর্ণ আর যাঁহার
প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাঁহার প্রাণ আর এই বিশ্ব যাঁহার মন
আর পৃথিবী যাঁহার পা হয়েন অতএব তেঁহো সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে
আছেন। ৪। সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করেন এমৎরূপ স্বর্গ সেই ব্রহ্মহইতে
জন্মিয়াছেন আর ঐ স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের
জন্ম হয় সে মেঘ হইতে ভূমিতে ব্রীহিযবাদি জন্মে আর ঐ ব্রীহিযবাদি
ভক্ষণ করিয়া পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্মিতেছে
যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর, হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৫।
সেই পুরুষ হইতে ঋক্ সাম যজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখ-
লাদি ধারণরূপ নিয়ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রতু অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ
যূপবিশিষ্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্ম্মের অঙ্গ সম্বৎসরাদি কাল আর
কর্ম্মকর্ত্তা যজমান এবং কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক
সকলকে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর সূর্য্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬।
বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন
আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু আর
ব্রীহিযব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি ইহা সকল সেই
পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তক সম্বন্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই
পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন বিষয়েতে তাহাদের সাত

প্রকার স্ফূর্ত্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর ঐ বিষয় ভেদে সাত প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণি ভেদে ইন্দ্রি সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিতি করে ইহা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মি তেছে।৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্র সকল পর্ব্বত সকল জন্মিয়াছে আর গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব্ব প্রকা ব্রীহিযব-প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বা পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আ তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে।৯। কর্ম্ম তপস্যা ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ যে বিশ্ব তাহা সেই ব্রহ্মাত্মক হয় সেই ব্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে হে প্রিয়শি হৃদয়ে চিন্তন করে সে গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে অবিদ্যা বাসনা তাহাকে ছি করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণির হৃদয়ে আবির্ভূত রূপে অন্তঃস্থ হইয়া আছে অতএব তাঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ সকল প্রাণির হৃদয়েতে চরেন এ তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ব্ব পদার্থের আশ্রয় হয়েন আর সচল প প্রভৃতি ও প্রাণাপানাদি বিশিষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি আর নিমেষা ক্রিয়া বিশিষ্ট যে সকল জীব ও নিমেষশূন্য জীব ইহারা সকলেই সে পরমেশ্বরেতে অর্পিত হইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থ সূক্ষ্মময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থনীয় তেহোঁ হয়েন ও প্রজ দিগের জ্ঞানের অগোচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জান অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্যামি হয়েন। ১। যিনি দীপ্তি বিশিষ্ট আ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল আর ভূরাদি সপ্ত লোক এ ঐ লোকনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছে এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রা ও সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্য রূ আছেন তেঁহই কেবল সত্য অব্যয় এবং তাঁহাতেই চিত্তের সমাধি কর্ত্ত হয় অতএব হে প্রিয় শিষ্য তুমি সেই ব্রহ্মতে চিত্তের সমাধি করহ। ২

উপনিষদে উক্ত যে মহাস্ত্ররূপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনার দ্বারা শাণিত শরকে ঐ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এস্থলে প্রণব ধনুঃস্বরূপ হয়েন আর জীবাত্মা শরস্বরূপ আর লক্ষ সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদ-শূন্য চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষে বিদ্ধ হইয়া মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেক। ৪। স্বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্মতে সমর্পিত হইয়া আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মা স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম্ম জাল যে অন্য বাক্য তাহা পরিত্যাগ করহ যেহেতু সেই আত্মজ্ঞান কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। ৫। যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠেতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কাষ্ঠ সকল সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি নাড়ী সকল সংলগ্ন আছে সেই হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং শ্রবণ দর্শন চিন্তনাদি উপাধি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন সেই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বন করিয়া চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ এই) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত, তোমাদের বিঘ্ন দূর হউক। ৬। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন ও যাঁহার শাসনে নানাবিধ নিয়ম রূপ মহিমা পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে সেই আত্মা দীপ্তিবিশিষ্ট যে হৃদয়স্থিত শূন্য তাহাতে অবস্থিত আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধান পূর্ব্বক প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে অন্যত্র চালন করিতেছেন। আনন্দ স্বরূপ অবি-নাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেইআত্মা তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বত্র জানিতেছেন। ৭। কারণ স্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্য্য রূপে ন্যূন যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে বুদ্ধিস্থিত অজ্ঞান জন্য বাসনা তাহা নষ্ট হয়। আর সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয়

আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দো
রহিত এবং অবয়ব শূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশ স্বরূপ যে সূর্য্যাদি
তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মা স্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ
হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন
তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সম
হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশ
নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর ওই সমু
দায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকা
শিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগতে
দীপ্তি বিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে ঐ
অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎ ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে আর
উত্তর ভাগে এবং অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া
আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এসমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ
মাত্র বিকার সকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডক
সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমান ধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা
আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহা
মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদুযুক্ত কর্ম্ম ফলের ভোগ করেন
আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে
দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া
দীনতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে
সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগ
স্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রা
হয়েন না। ২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ং প্রকাশ এবং জগতে
কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যা
পূর্ব্বক ক্লেশ রহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন
। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন

ই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া
হেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদি বিশিষ্ট যে ঐ
ক, তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য
য়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে
ষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্য কথন আর ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তের একাগ্রতা
ং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই
ত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময়
ং নির্ম্মল রূপে অবস্থিত আছেন এবং কাম ক্রোধাদি রহিত যত্নশীল
ক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান্ যে ব্যক্তি তাহারি
অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্য-
দির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে
ষির দ্বারা দম্ভাহঙ্কার রহিত এবং স্পৃহা শূন্য ঋষি সকল সেই স্থানে
রোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন। ৬।
ই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের
াশ্য নহেন অতএব তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্মবস্তু যে
কাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত
ন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির
নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি
তেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা
দ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য
ন এবং তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন
নের প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধি রহিত
ত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে পারে। ৮। যে
রে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়া-
সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়
ন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্ব প্রকার চিত্তকে যে আত্মা
ন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেহোঁ রাগ দ্বেষাদি রহিত চিত্ত হইলে
য়তে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী

আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দোষ
রহিত এবং অবয়ব শূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশ স্বরূপ যে সূর্য্যাদি
তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মা স্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ
হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন
তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ
হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক
নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর ওই সমু
দায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকা
শিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগৎ
দীপ্তি বিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে
অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎ ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে আর
উত্তর ভাগে এবং অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া
আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এসমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ
মাত্র বিকার সকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডক
সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমান ধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা
আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার
মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদুযুক্ত কর্ম্ম ফলের ভোগ করেন
আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে
দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া
দীনতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে
সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগ
স্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রা
হয়েন না। ২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ং প্রকাশ এবং জগতে
কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগ
পূর্ব্বক ক্লেশ রহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন
। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে

ই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া
হেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদি বিশিষ্ট যে ঐ
ক, তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য
য়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে
ষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্য কথন আর ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তের একাগ্রতা
ং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই
ত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময়
ং নির্ম্মল রূপে অবস্থিত আছেন এবং কাম ক্রোধাদি রহিত যত্নশীল
ক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান্ যে ব্যক্তি তাহারি
অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্য-
দির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে
ষির দ্বারা দম্ভাহঙ্কার রহিত এবং স্পৃহা শূন্য ঋষি সকল সেই স্থানে
রোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন। ৬।
ই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের
াশ্য নহেন অতএব তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্মবস্তু যে
কাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত
ন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির
নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি
তেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা
দ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য
ন এবং তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন
নর প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধি রহিত
ত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে পারে। ৮। যে
রে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়া-
সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়
ন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্ব প্রকার চিত্তকে যে আত্মা
ন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেহোঁ রাগ দ্বেষাদি রহিত চিত্ত হইলে
তে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী

কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত পিতৃলোক স্বর্গলোক প্র
যে যে লোককে মনেতে সংকল্প করেন আর যে যে ভোগ্য বিষ
প্রার্থনা করেন তেঁহ সেই লোককে এবং সেই সেই ভোগ্য বিষয়কে
হয়েন অতএব ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি আত্মজ্ঞানির পূজা করি
॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ ॥

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরু
হইয়া আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশিত যে এই ব্রহ্ম তাঁহাকে জ্ঞানি
জানিতেছেন যে সকল লোকে নিষ্কাম হইয়া সেই আত্ম জ্ঞানির
করে তাহারা শরীরের কারণ যে এই শত্রু তাহাকে অতিক্রম করে
পুনর্জ্জন্ম তাহাদের হয় না। ১। যে ব্যক্তি কাম্য বিষয় স্বর্গ ও
পশ্বাদির বিবিধ গুণকে চিন্তা করিয়া সে সকল বস্তুকে প্রার্থনা ক
ব্যক্তি তাদৃশ কামনাতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেই বিষয় ভোগের নি
জন্ম গ্রহণ করে আর যে ব্যক্তি অবিদ্যাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্ম
জানিয়া তন্নিষ্ঠ হয় সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাম্য বিষয়েতে তাহার
থাকে না এমৎরূপ ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান থাকিতেই সকল কা
নিবৃত্তি হয়। ২। এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা
অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না
বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন
প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির
আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিদের
পরমাত্মা নহেন এবং বিষয়াসক্তি জন্য অনবধানতার দ্বারা ও
শূন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন কিন্তু এই সকল উপায় দ্বা
বিবেকি ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই ব
জীবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়। ৪। রাগাদি দোষ শূন্য ইন্দ্রিয় দম
এবং জীবকে পরমাত্মা স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে ঋষি সকল
এই আত্মাকে জানিয়া কেবল ঐ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন
সমাধিনিষ্ঠচিত্ত যে ঐ জ্ঞানি সকল তাঁহারা সর্ব্বব্যাপি পরমা
সর্ব্বত্র জানিয়া দেহ ত্যাগ সময়ে অবিদ্যাকৃত সর্ব্ব প্রকার উপ

ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে সকল যত্নশীল ব্যক্তি বেদান্ত
জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা করেন আর সর্ব্ব কর্ম্ম
গ পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিষ্ঠার দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের
দ্বারা অন্যাপেক্ষা উত্তম মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অবিনাশি ব্রহ্ম স্বরূপ
য়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬। দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি
দশ অংশ তাহারা আপন আপন কারণেতে তাঁহাদের মৃত্যুর সময়
হয় আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তাহারাও আপন আপন প্রতি দেবতা
াদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপা-
তে প্রতিবিম্ব স্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ জীব ইহারা সকল
য় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যেমন গঙ্গা
না প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের
ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায়
নি ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে
ব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং প্রকাশ সেই সর্ব্বত্র ব্যাপি
রমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে কোনো ব্যক্তি
ই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির
শে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়
পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞান রূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের
রণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৯। মন্ত্রের দ্বারা
কাশিত যে এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ বিধি তাহা সেই সকল ব্যক্তির
তি কহিবেক যাহারা যথা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বেদজ্ঞ
য়েন ও পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একর্ষি
মে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং হোমের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা
সিদ্ধ যে শিরোঙ্গার ব্রত তাহার অনুষ্ঠান করেন তাহাদের প্রতিও এই
ম বিদ্যারূপ উপনিষদের উপদেশ করিবেন। ১০। সেই যে অবিনাশি*

* ইহার পরের কএকটী পংক্তি পাওয়া যাইতেছে না। সেই কএক পংক্তির মর্ম্মার্থ এই
া হইবে—"পূর্ব্বে অঙ্গিরা ঋষি এই সত্যটী বলিয়াছেন। অচীর্ণব্রত পুরুষ ইহা অধ্যয়ন

করিবার যোগ্য নহে। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার।
ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

হে যজ্ঞরক্ষক দেবতা সকল! আমরা কর্ণেতে যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি, নয়নে
ভদ্র বস্তুই দর্শন করি, এবং স্থির অঙ্গ বিশিষ্ট শরীরে স্তোত্র সম্পাদন করিয়া দেবতাদি
উপযুক্ত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। শান্তি শান্তি শান্তি হরি।"

মুণ্ডক উপনিষৎ সমাপ্ত।

সম্পাদক।

সনাতন - গ্রন্থ

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ॥ পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এইমাত্র জানাযায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ওই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহ লোকেই মৃত্যুপরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হয়েন। এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনঃ শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপিহয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ

বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায়। ৮৭ শ্লোক। জপোনৈবতু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই যে হেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যে হেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের

অপ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপিহয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ

বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায়। ৮৭ শ্লোক। জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই যে হেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যে হেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের

চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায়
৪ পাদ। ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গত
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। যদি এমৎ কহ যে জ্ঞানসাধন করি
যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞান সাধনের সময় শমদমা
বিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শমদমাদিকে অন্তর
করিয়া কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শ
অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আ
সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধা
এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি
কহাযায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে
ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি
ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করি
কহিয়াছেন। ১২ অধ্যায়। ৯২ শ্লোক। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহা
দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। শাস্ত্রোক্ত
যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর
ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক
যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে এবং জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও
যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহি
তেছেন কেনশ্রুতি। সত্যমায়তনং। জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন
অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না। এবং মহাভারতে
কহিতেছেন। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রা
ত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে। এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এতুয়ে
মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র
অশ্বমেধ অপেক্ষা করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ
ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। আর ব্রহ্মোপাসকেরা
এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহা হইতেও
কদাপি ভয় রাখিবেন না। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো
বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা

ইতেও ভীত হয় না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব
নিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর।
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চপ্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেব
আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি
লোকে নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য
কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং
পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশ
মীড্যং। যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমত ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন
এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই
প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই যেহেতু
আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রহ্মের পালনকর্ত্তা এবং
তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই
তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক
এবং প্রভু নাই। সেই পরমাত্মা যত ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের পরম
মহেশ্বর হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা
হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাঁহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তমের
তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয়
প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছাকরি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

* * [১] যেহেতু জ্ঞান সাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্ম
কর্ত্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্রে লিখিয়াছেন।
বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যা-
য়ের ৪ পাদের ৩৭ সূত্রে কহিতেছেন। অন্তরাচাপি তু তদৃষ্টেঃ।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে রৈক্বা
কুবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমীছিলেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে
এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে। এবং গীতাস্মৃতিতে ভগবান্ কৃষ্ণ তাবৎ
ধর্ম্মকে উপদেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তিতে কহিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মান্
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি

[১] আদর্শ পুস্তকের এই স্থানে কয়েকটি শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।

মা শুচঃ। বর্ণাশ্রম বিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আম
শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকু
হইও না। এই গীতাবচেনর দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপ
সনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যা
যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ই
বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ৩৯ সূত্র। অত
তরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ
যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন
যে কোনো ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমা
তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সে
ব্যক্তির নামরূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা ক
সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৪ সূত্রে লিখেন
নপ্রতীকেনহিসঃ। বিকার ভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্ম
বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হই
পারে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। আত্মেত্যেবোপাসীত। কেব
আত্মারি উপাসনা করিবেক। আত্মানমেবলোকমুপাসীত। জ্ঞানস্বরূ
আত্মারি উপাসনা করিবেক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। তস্যাহনদেবা
নাভূত্যাঈশতে আত্মাহ্যেষাং সম্ভবতি যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহস
বন্যোহমস্মিনসবেদযথাপশুরেবং সদেবানাং। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনি
করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরা
হয় আর যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাস
করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূ
হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপ বিশিষ্ট
ব্রহ্মকরিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জা
বেন যেহেতু বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন। ব্রহ্মদৃ
রুৎকর্ষাৎ। আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পা
কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদি
যাবৎ নামরূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকে

রোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে
স বুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া
রুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা
রুপাধি হইবার অন্য কোনো উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে
সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ
ৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন
হাদিগ্যেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোককে লইয়া যান
হা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য
দবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে
প্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোনো দোষ হয় না তৎক্রত্তন্যায়ো
হাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহা-
কই পায়। ঈশোপনিষৎ। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
াং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। পরমাত্মার অপেক্ষা
রিয়া দেবাদিও সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্যলোক অর্থাৎ
সুর দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল
জ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ
াত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে
াগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভকর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন
ার অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন
ক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃ-
াতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্য দ্বিজানাতি
দল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসি
ব্য ইতি। যে ব্রহ্মতত্ত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য
কানো বস্তু নাই তেঁহই সর্ব্বব্যাপক অপরিছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর
হাকে দেখাযায় ও শুনাযায় ও জানাযায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প
তরাং সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিছিন্ন সর্ব্বব্যাপি
রমাত্মা তেঁহ অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল
পরিছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। কেনোপ-

নিষৎ। ইহচেদবেদীদথ সত্য মস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। য
এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহা
ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আ
এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্য
ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত
এবং অস্থায়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচ
হয়েন এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাঁহার জন্ম হইয়া
এমৎ অপবাদও দিবেন না তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আ
এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমৎ অপবাদও দিবে
না। শ্বেতাশ্বতর। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তংনিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অবয়
শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন
পরমেশ্বর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দ মস্পর্শম রূপ মব্যয়ং তথা
রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পরব্রহ্মতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসব গু
নাই অতএব তেঁহ হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তর
তদ্ব্রহ্ম। নামরূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে
২ পাদে। ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকা
রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নিগুর্ণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধা
হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ন তস্য প্রতিমাস্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই
বৃহদারণ্যক। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্য
তিঈশ্বরোহতথৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহি
উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমা
ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশ
পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়ে
অতএব উপদেশ দিবেন। শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিশ অধ্যা
কপিলবাক্য। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চা
ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। ২২। সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূ
ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমা

জা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি
পাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই
কল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে
ত্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপি করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস
ই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু
ণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ব্রহ্ম
দো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথ-
বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা
া তদক্ষর মধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহ্যমিত্যাদি। বিদ্যা দুই প্রকার
জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা
তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প
করণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় আর
া বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর
পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানাযায় সে কেবল বেদ শিরোভাগ উপনিষদ্
য়ন। কঠবল্লী। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি
ঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমা-
ীতে। জ্ঞান আর কর্ম্ম এদুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন
ন পণ্ডিত ব্যক্তি এদুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা
রন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের
াদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের
নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে।
ং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।
ধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ
ব্যক্তির পরমাত্ম তত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে
হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি
হ যে অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর
ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি
াচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ

ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উ
হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সু
বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়া
উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে বিক্রীড়ি
ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্যঃ ইত্যা
যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হ
শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হ
অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মে
রত হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন
সে কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যা
মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হ
এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্ম
বিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রীপু
ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে এস
গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দে
এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগ
অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যা
সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে। গীতাতে স্পষ্টই কহি
ছেন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদর
পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত
তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। যে
সকল বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী
ওই ফলশ্রুতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেন
কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকু
চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ ক
জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং
ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল

আছে এমৎবাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে
আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না
আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা
ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার
করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক-
রঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোক-
রঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ অতএব
এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ
তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্ব্বাণ। আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-
তুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥ যাঁহারা আহার
নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা
শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে
কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না।
গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে
জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত
যত্ন করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ
কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্
বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্রতীর্থেভ্যঃ
স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে
ন চ পুনরাবর্ত্ততে। গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক
সেইকালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্য-
য়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবর্ত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে
থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র
ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল
ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংসা করিবেক না এই
প্রকারে মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর-
ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষৎ।
শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্ন ভগবো

বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মহা গৃহস্থ যে শৌনক তি
ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধি পূর্ব্বক গমন করি
প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান সকলকে জানাযায়
এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্য
জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিও এইরূ
উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদে
ক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিক
যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞা
সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মকে আমি জানি
এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধ
চতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে
বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৫১ সূত্রে কহেন। ঐহিকমপ্যপ্রস্ত
প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধ
চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর য
প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন
গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্ট
পূর্ব্ব জন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাতা গুরুতে অতি
শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জা
কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমত স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে ক
বৃথা হয়। অতএব গুরুর লক্ষণ মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। তদ্বি
জ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। জ্ঞান
কাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞা
গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কিরূপ হয়ে
তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমণ্ডলাকার
ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছে
সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্তু চরাচরের এক দেশস্থ আকাশের অ

র্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না
কেন না বিবেচনা করেন। অতএব তন্ত্রে লিখেন। গুরবো বহবঃ
সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥
শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু
দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে
পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ
গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন
ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও
পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃ-
করণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ
সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ
পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া
কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা
দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা
নির্ব্বাহ কর। যদি সর্ব্বদা বেদান্তের শ্রবণে অসমর্থ হয়েন তবে প্রথমা-
ধিকারি ব্যক্তিরা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি আর যো
ব্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রুতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখাগিয়াছে ইহার শ্রবণ ও
অর্থের আলোচনা সর্ব্বদা করিবেন। যে যে শ্রুতি এবং সূত্র এই ভূমি-
কাতে লেখাগেল তাহার ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে
করাগিয়াছে। হে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের স্ফূর্ত্তি আমাদের *

* ভূমিকার শেষে আদর্শ পুস্তকের এই স্থলে কয়েকটী শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।
প্রকাশক।

ওঁ তৎসৎ। অথ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপায় ওঁকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতেছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন কারণ এই যে ওঙ্কার ব্রহ্মকে কহেন আর ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওঁমিতি ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতির দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রজ্জু আশ্রয় হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ওঁকার হইয়াছেন ওই ওঙ্কার শব্দ ব্রহ্মকে কহেন এ নিমিত্ত ওঁকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার করাযায়। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কারএব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঁকারএব। যেমন পর ব্রহ্মের বিকার এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওঙ্কারের বিকার যাবৎ শব্দকে জানিবে আর শব্দ সকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত শব্দ সকল আপন আপন অর্থস্বরূপ হয়েন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার অর্থ এতুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে ওঙ্কার কহেন এনিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপও ওঙ্কার হইলেন সেই অক্ষরস্বরূপ ওঙ্কার যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন হইয়াছেন তাঁহার স্পষ্টরূপে কথন এই উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে যে সকল বস্তু থাকে তাহাও ওঙ্কার হয়েন যে কোনো বস্তু ত্রিকালের অতীত হয় যেমন প্রকৃত্যাদি তাহাও ওঙ্কার হয়েন। ১। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্ম ওঙ্কার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব ঐ দুয়ের ঐক্য জানাইবার জন্যে যেমন পূর্ব্বে ওঁকারকে বিশ্বময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন এখন সেইরূপ পরের মন্ত্রে ব্রহ্মকে বিশ্বময় এবং ওঙ্কার স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। যে সকল বস্তুকে ওঙ্কারস্বরূপ করিয়া কহাগেল সে সকল বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় এই চারি অবস্থার ভেদে ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে

চারি প্রকার করিয়া কহাযায় তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাঁহা
জানিয়া ঐ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থা
পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থা
সেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞেয় হইয়াছেন। ২। এখন ঐ চারি প্র
রের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। জাগরিতস্থানো ব
প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদ
সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে প্র
প্রকার কহি তখন তেঁহ ঘট পটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তুকে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বা
আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বস্তুকে অনুভব করে
সেইকালে পরমাত্মাকে বিরাট অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহাযায় সে
বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাঙ্গ কহিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ।' তস্য হ
এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্ম
সন্দেহোবহুলো বস্তিরেববয়িঃ পৃথিব্যেবপাদাবিত্যাদি। এই বিশ্বরূ
প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইয়াছেন আর সূর্য্য তাঁহার চক্ষু হয়ে
আর বায়ু তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন আর আকাশ তাঁহা
মধ্যদেশ হয়েন আর অন্নজল তাঁহার উদর আর পৃথিবী তাঁহার দুই পা
আর হবনযোগ্য অগ্নি তাঁহার মুখ হয়েন অর্থাৎ এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র
হইয়া স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার অবলম্ব
করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন রজ্জুর সত্তাকে
অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই
জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার উপলব্ধির দ্বার
১৯ উনিশ প্রকার হইয়াছে এনিমিত্ত তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি
চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাসিকা ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫। বাক্য ৬ হস্ত ৭ পাদ ৮ পায়ু
৯ সন্তান উৎপত্তির কারণঅঙ্গ ১০। প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান
১৪ ব্যান ১৫। মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধ রস রূপ
স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্থূল বিষয়কে ঐ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্য
স্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি উনিশ প্রকার উপলব্ধি স্থানের দ্বারা
গ্রহণ করেন এইহেতু তাঁহাকে স্থূলভুক্ শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে

তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এ নিমিত্ত তাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দে
হাযায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ তেঁহ হয়েন এনিমিত্ত তাঁহার নাম বৈশ্বা-
র হয়। ৩। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চারি প্রকারের মধ্যে
দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ
একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪। সেই
চৈতন্য যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রকার
কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয়
মনেতে তাহার সংস্কার থাকে ঐ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ব্বসংস্কার বশেতে
বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে
অন্তরিন্দ্রিয় কহাযায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহার অনুভব
কেবল থাকে এইহেতু ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ কহাগেল
স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্নাবস্থায় রচনা করেন আর
স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে সেই মনের দ্বারা
বিশ্বের অনুভবও করেন এই নিমিত্ত ঐ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার
অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ এ দুই শব্দ কহাযায়।
স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারাধীন বিষয় সকলকে মন অনুভব করেন
এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিক্তভুক্ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ
জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থূল বিষয়কে ভোগ না করিয়া সূক্ষ্মরূপে ভোগ
করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্থূল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত
যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অনুভব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের
অধিষ্ঠাতাকে তৈজস নামে কহাযায়। ৪। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমা-
ত্মার তৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং
কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান-
ঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫। যে
সময়ে স্বপ্ন না দেখাযায় এবং কোনো কামনা না থাকে সেই সময়কে
সুষুপ্তি অবস্থা কহি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা
তাঁহাকে সুষুপ্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থাতে
প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে কুহাসাতে যেমন নানা আকার-

বিশিষ্ট বস্তু সকল একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুষুপ্তি
অবস্থাতে একীভূত হইয়া থাকে অতএব সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একী
শব্দে কহি। নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রি
ন্যায় হইয়া সুষুপ্তি কালে থাকে এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞ
ঘন শব্দে কহাযায় অর্থাৎ সে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথ
জ্ঞান থাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অব
থাকে না এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আন
প্রচুর কহি। আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তি সকল
কহায় সেইরূপ আয়াসশূন্য যে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দ
অর্থাৎ সুখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই দুই অবস্থ
চৈতন্যের দ্বার সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এনিমিত্ত তাঁহাকে চেতো
অর্থাৎ চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্নাপেক্ষা সুষুপ্তি অ
স্থার অধিষ্ঠাতার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এনিমিত্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞশ
কহেন। ৫। এখন ঐ তিন অবস্থাশূন্য যে তুরীয় পরমাত্মা তাঁহা
তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদ রূপে কহিতেছেন।
সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ
ভূতানাং। ৬। এই তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তেঁহ তা
বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন ঐ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশে
রূপে জানেন ঐ পরমাত্মা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়
কর্ত্তা হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও ল
তাঁহা হইতেই হয়। ৬। এখন সাক্ষিস্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্র
হইলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বা
কহেন কিন্তু এ সকল সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশে
সকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ব্ববিশেষণশূন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্র
কহিতেছেন। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘ
ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকা
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আ
স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭। নান্তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্মা স্বপ্নের অধিষ্ঠা

যে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার
ধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহারো ভিন্ন হয়েন নোভয়তঃ প্রজ্ঞং অর্থাৎ
াগরণ এবং স্বপ্ন এদুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা
হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অধি-
াতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞং
র্থাৎ এক কালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও
ভিন্ন পরমাত্মা হয়েন অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং
বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্ব্ব
থিত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য
য়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের
য়োগ করিয়া পূর্ব্ব সন্দেহ দূর করিলেন। পরমাত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ
হিঃপ্রজ্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের দ্বারা বেদে কহিয়াছেন তবে কিরূপে
নিষেধের দ্বারা ঐ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়া জানাযায় এই আশ-
ার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জুতে যেমন একবার সর্পভ্রম এক
ার দণ্ডভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দণ্ডভ্রম থাকে না
ার যে কালে দণ্ডভ্রম হয় সেকালে সর্পভ্রম থাকে না অতএব যথার্থে
ভয় মিথ্যা হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র সত্য থাকে সেইরূপ যখন স্বপ্নের
ধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা রূপে
াহার প্রতীতি থাকে না আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে
হেন তখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার অনুভব হয় না অতএব স্বপ্ন
াগরণ ইত্যাদি উপাধি ঘটিত যে সকল বিশেষণ তাহা কেবল মিথ্যা
ন্তু উপাধিরহিত সর্ব্ববিশেষণশূন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয়
ঁহই সত্য হয়েন তবে বেদে যে এসকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে
পাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধসুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু ঐ
বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন ঐ সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই
হেন। অদৃষ্টং অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন
ই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অব্যবহার্য্যং অর্থাৎ পরমাত্মা
দৃষ্ট এই নিমিত্ত তেঁহো ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না। অগ্রাহ্যং অর্থাৎ

হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অলক্ষ
অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানাযায় না। অচিন্ত্যং অর্থ
তাঁহার স্বরূপের চিন্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বা
তাঁহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগর
স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠা
হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন
প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মা
নাই। শান্তং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁ
হয়েন। অদ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থ
জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা রূপে তেঁহ প্রতী
হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমি
তাঁহাকে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সে
উপাধিরহিত যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন। ৭। সোঽ
মাত্মা অধ্যক্ষরমোঁকারোঽধিমাত্রং পাদামাত্রামাত্রাশ্চ পাদা অকারোকা
মকার ইতি। ৮। সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর তৎস্বরূপ
বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থা
ওঙ্কার তিনমাত্রা সহিত বর্ত্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এ
তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার যে তিন প্রকার কহাগিয়াছে সেই তি
প্রকার ওঁকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্রা অকার উকার মকা
হইয়াছেন। ৮। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তে
রাদিমত্ত্বাদ্বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯
জাগরণের অধিষ্ঠাতা যে বিশ্বরূপ আত্মা তেঁহ ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথ
মাত্রা হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায় অকার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন
শ্রুতিঃ। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্। অথবা যেমন প্রথম অবস্থার অধি
ষ্ঠাতা যে বিরাট তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে গণিত হই
য়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গণিত হয়ে
এই নিমিত্ত অকারকে বিরাট করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূ
অকার আর বিরাট উভয়কে এক করিয়া জানে সে তাবৎ অভিলষি

দ্রব্যকে পায় আর উত্তম লোকের মধ্যে প্রথমে গণিত হয়। ৯। স্বপ্ন-
স্থান তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ-
জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ। ১১।
স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা যে তৈজস পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা যে
উকার তৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বানর হইতে যেমন তৈজসকে উপাধির ন্যূনতা
লইয়া উৎকৃষ্ট কহেন সেইরূপ অকার হইতে উকারকেও উৎকৃষ্ট কহি-
য়াছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাতা
এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্যেতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হই-
য়াছেন সেইরূপ ওঁঙ্কারের অকার আর মকারের মধ্যেতে উকার গণিত
হইয়াছেন এই সাম্য লইয়া উকারকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে
ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজসের অভেদ জ্ঞান করে সে যথার্থ জ্ঞান
সমূহকে পায় আর সে ব্যক্তিকে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষে দ্বেষ করে না
এবং সে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন অন্য প্রকার
হয় না। ১১। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা
মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বং অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১। সুষুপ্তির
অধিষ্ঠাতা যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা যে মকার তৎ-
স্বরূপ হয়েন যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রবেশ হইয়া
পুনরায় সুষুপ্তি হইতে নিঃসৃত হয়েন সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণের সমা-
প্তিতে অকার এবং উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ওঙ্কারের প্রয়ো-
গের সময় ঐ দুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথবা যেমন বিশ্ব
আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাতে
লীন হয়েন সেইরূপ অকার আর উকার মকারে লয়কে পায়েন এই নি-
মিত্ত মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা করিয়া বর্ণন করেন যে ব্যক্তি এইরূপে
মকার আর প্রাজ্ঞকে অভেদ করিয়া জ্ঞান করে সে এই জগৎকে যথার্থ
মতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ হয়।১১। অমাত্রশ্চ-
তুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঁকার আত্মৈব সংবিশতি
আত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ। ১২। মাত্রাশূন্য যে ওঙ্কার
অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্মা হয়েন তেঁহ বাক্য

মনের অগোচর এনিমিত্ত অব্যবহার্য্য উপাধিরহিত এবং নিত্যশুদ্ধ ভে
শূন্য হয়েন এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওঙ্কারকে পরমাত্মাস্বরূপ করি
যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধি
জন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পে
জ্ঞান পুনরায় আর থাকেনা। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তি
জ্ঞাপক হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন প্রকরণে ঐহিক ফল শ্রুতি লিখিলেন কি
নির্বিশেষ যে তুরীয় তাঁহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্রুতি
লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হয় ইতি
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁতৎসৎ। শন ১২২৪ শাল। ২১ আশ্বিন।

——oo——

॥ ওঁতৎসৎ ॥

এই উপনিষদের ভাষ্যেতে যে যে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন
তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সামাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষ
শ্রদ্ধার দৃঢ়তা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় তাহার সংক্ষেপ বিবর
লিখিতেছি এই গ্রন্থের ৬০৮পৃষ্ঠের ২২পংক্তিতে লিখেন যে জাতি গুণ ক্রিয়
সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকলের কিছুই
সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ ত
তন্ন রূপে তাঁহাকে বেদে কহিতেছেন এস্থানে ভগবান্ ভাষ্যকার আপত্তি
করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি। জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি
বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শূন্যের ন্যায় কোনো বস্তু ন
হয়েন অতএব তেঁহ আছেন এমৎ কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি
পরমাত্মা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চম
জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো না যেমন বাস্তবিক মন না থাকিলে স্বপ্নে
যে সকল বস্তু দেখাযায় তাহা কদাপি দেখাযাইতো না আর যেমন ভ্র
সর্প রজ্জু বিনা আর ভ্রমাত্মক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পা
না। যদি এস্থলে এমৎ কহ যে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা জানাগেল যে
ব্রহ্ম প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই

বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইরূপ জগতের আশ্রয় এই বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইরূপে বিশেষণের নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এনিমিত্ত জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহাযায় কিন্তু প্রপঞ্চময় জগৎ সর্ব্ব প্রকারে অসৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার বাস্তবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই এনিমিত্ত অসৎ যে জগৎ তদ্ঘটিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে পারেন। এস্থলে পুনরায় যদি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব কিরূপে তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। পুনরায় যদি কহ যে পরমাত্মা প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহা স্বীকার করিলাম কিন্তু তাঁহার জ্ঞানে কোনো প্রয়োজন নাই। উত্তর। আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বারা পরমাত্মাকে বেদে প্রতিপন্ন করিতেছেন তবে পৃথক করিয়া তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে যেহেতু ঐ তিন প্রকার বিশেষণকে কহিলেই ঐ তিন প্রকার হইতে যে

ভিন্ন তেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা বোধগম্য সুতরাং হইতো। উত্তর। যদি
তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্তুত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে ঐ তি
প্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাঁহার প্রতীতি হই
কিন্তু ঐ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অব
মায়িক এনিমিত্ত তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথ
করিয়া তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জুকে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠা
করিয়া কথন উপলব্ধি কবিতেছি কথন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেব
রজ্জুকে উপলব্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই ঐ বুদ্ধিবৃত্তি
সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্মা তেঁহই উপাস্য হইয়াছেন ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

RAMMOHAN LIBRARY
CALCUTTA

গোস্বামীর সহিত বিচার।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লাক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি বয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গাস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর ত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের তীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম ইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব যেহেতু একথা সকল দর্শন-ারদিগ্যের সম্মত কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোনো উপাধি দাষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার ক"। উত্তর। বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর পাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন হা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে বে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভা-না থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কনোপনিষৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতাদধি। যাবৎ বিদিত বস্তু র্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় ব্রহ্ম সে সকল বস্তু ইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু াহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক। অথাত আদেশো নেতি নেতি। বস্তু ব্রহ্ম নহে-এ বস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে হ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন কিন্তু জগতের সৃষ্টি িতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের ারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের ত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ মতে কোন জ্ঞানির নিকট আপন-ার জানিবার ইচ্ছা হয় তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতা স্মৃতির

অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। মুণ্ড
কোপনিষৎ শ্রুতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্ব
বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক। গীতাস্মৃতি। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে
পরিপ্রশ্নের সেবয়া। প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানির নিক
তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবেক। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন
তোমাদের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকা
এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর। কেবল ভগবৎ পূজ
পাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে
কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করি
স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে
সুতরাং তাহাতে কাহারো প্রতারণার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহা
কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কঠবল্লী। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্য
গন্ধবচ্চ যৎ। পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে
এ নিমিত্ত শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী
হয়েন জলেতে গন্ধ গুণ নাই এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং
ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর তেজেতে গন্ধ
রস এই দুই গুণ নাই এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক
হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর বায়ুতে
রূপ রস গন্ধ এই তিন গুণ নাই এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং
ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ জিহ্বা চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয় তাহার
গোচর হয়েন আর আকাশেতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই চারি গুণ নাই
নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক, হইয়া ত্বক চক্ষু জিহ্বা
ঘ্রাণ এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন অতএব
পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই তেঁহ কি রূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক
এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক
যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি। যে ব্র
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে

এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হয়েন ইত্যাদি।
ণ্ডক্যোপনিষৎ। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং। যে-
হতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বিশেষণ রহিত হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন
া এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হয়েন না আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা
তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না
এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তেঁহ শব্দের দ্বারা নির্দেশ্য
হেন। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়। ২ পাদ।
৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যে হেতু নির্গুণ
প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ
হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া
হিতে তাঁহারাই পারেন যাহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা
তারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা
রেন। পুনর্ব্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদা-
াদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর। যদ্যপি
বদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম
ইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণেন
নিঃকারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি। ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ
র্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্
নু। আত্মজ্ঞানে সনে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। ব্রহ্মজ্ঞানে এবং
ন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও
বদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার
াই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই
নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদা-
র্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং।
াহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্
বদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্
জ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ
র্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের

দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাসস্মৃতি
বেদাদ্ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্ যদি। ঋষিভি র্নিশ্চিতে ত
কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং। বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে য
শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বি
ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখে
যে পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না
ইহার উত্তর। অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমা
না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ন
হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শু
তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে আর প্রাকৃত ম
যোর প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হ
কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোক
জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামা
থাকিলে তাঁহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যা
বেদবিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমা
স্বীকার করিলে জনাকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এ
এক দেশ স্থায়ীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না
সুতরাং নবীনমতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবা
চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন কিন্তু বেদ যাহা
বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বি
লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমা
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যা
বচনং প্রমাণং॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য ন
তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না আর যে মতের স্থাপনের নিমি
বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ ক
ইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম
হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনি
তাহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক

পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ
বলিতে হইবে। উত্তর। বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর
বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর
বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে
অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য
তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ
এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে
আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ
বচনে করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে
ইতিহাস ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন
সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাত বেদ নহেন
যেহেতু সাক্ষাত বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপন
কার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাত বেদ
হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া
পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে
গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে
শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং
অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত অন্য সকল ব্রত
হইতে উত্তম হয়েন আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরাম চন্দ্রের অষ্টোত্তর শত
নামের ফলে লিখিয়াছেন। রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তিশীততাং।
এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন আর অগ্নি সকল
শীতল হন। যদি এবাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এ স্তব
পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইতো না আর
দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহি
য়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয় তবে
পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না
করে। এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা
শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের

কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা
ভারতব্যপদেশেন হ্যায়ায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥ স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্ম
এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না এনিমিত্ত ভারতের উপদেশ
তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ব্ববেদার্থ সংযুক্তং পুরাণ
ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং॥ সকল বেদার্থ
সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রীশূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের
প্রতি কৃপা করিয়া বেদ ব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরো
ভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা
সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ। তমেতং বেদানু
বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের
দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো
যত্রতত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ যে
ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে
সে ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার
যোগ্য হয়। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা
নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ বেদের বিরুদ্ধ যে২ স্মৃতি ও
বেদবিরুদ্ধ তর্ক তাহা সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি
ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়
লিখেন যে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও
যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখি
য়াছেন। ইহার উত্তর। এ যথার্থ বটে এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস
বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহে
মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন
তাহাও মান্য এবং অধিকারীবিশেষের উপকারক হয় একথা আমরা
ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি
ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব্ব প্রকারে মান্য। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায়
লিখেন যে পুরাণের মধ্যে যে২ স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্ত্বিক
আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য

যে পুরাণে আছে সে তামস এবং গরুড় পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন।
ইহার উত্তর। তমোলেশরহিত যে মহাদেব তাহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্রে
থাকে সে শাস্ত্র তামস হয় ইহা মনু প্রভৃতি কোনো শাস্ত্রে নাই বিশেষত
মহাভারতে লিখেন। যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা মহাভারতে নাই
তাহা কুত্রাপি নাই সে মহাভারতেও শিব মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে তামস
করিয়া কহেন নাই বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ হয় তবে
আপনি গরুড় পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন এরূপ বচন কোনো
প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত মহাভারতীয় দান ধর্ম্মে শিবের
প্রতি বিষ্ণুর বাক্য। নমোস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো
বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥ সর্ব্বদা একরূপ
সকলের উৎপত্তিকারণ আর যাঁহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া
কহেন আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি
তোমাকে প্রণাম করিতেছি। সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জিতা।
সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্ব-
প্রকারে তমোরহিত হয়েন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে তবে কিরূপে তাঁহার
মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ব-
বচনের অমূলত্ব বোধ হয় আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র
ও ভৈরব হইতে কখন২ তামস কার্য্য হইয়াছে সে তমো দোষ মহাদেবে
কদাপি স্পর্শ হয় না যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ
বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও
গরুড় পুরাণে ঐ সকল বচন যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া
লিখেন তাহা পাওয়া যায় তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয় যে
হেতু মহাভারত বিরুদ্ধ এবং শিব নিন্দা বোধক যে বচন সে দক্ষযজ্ঞ
প্রকরণীয় বাক্য হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দা বাক্য ও
বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না
অধিকন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে রাজস তামসাদি রূপ পুরাণেতে যে
সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা
যদি মিথ্যা কহ তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয় আর আপনি

যে কহিয়াছ যে বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ
হয় আর যদি সত্য কহ তবে পুরাণ মাত্রেরি সমান রূপেই মান্যতা হই-
বেক। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন ভগবান্
বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া
বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী
শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ
লিখিয়াছেন। তদ্যথা। অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-
ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতো-
দিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদ[illegible]
শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ
করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ
শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয়
আছে তবে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সং-
প্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড়
পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীভাগবত
বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ নহেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে
প্রথমত ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোনো গ্রন্থ-
কারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ
করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড় পুরাণের স্পষ্ট বচন
থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত
আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়ত আপনকার লিখিত গরুড়
পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহা-
ভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিব-
রণ করিয়াছেন আর পুরাণের, মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে
পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার
পূর্ব্বাপর বাক্য বিরোধ হয় যেহেতু ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে সম্পূর্ণ
শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তি না হইয়া বেদার্থ
যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ এ দেশে পুরাণ

সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচারনাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের
ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা
যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণবলি-
য়া বচন রচনা করিয়াছেন আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের
এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন২ ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন
করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন
সেই রূপ কোনো২ শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে
ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন।
[illegible] ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্য-
বধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণব-
মানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ যে গ্রন্থেতে নানা
অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে
ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক
সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের
কল্পনা করিবেক। অতএব পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা
মাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের
রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ
দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে
হইয়া উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না
থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে
না। পঞ্চম। শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারা-
তেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু। অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি
অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত
আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে
লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগ-
বত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক। তদ্যথা। দশম স্কন্ধে
অষ্টমাধ্যায়ে। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ
দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি

ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ২
শ্লোক ॥ এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈ
র্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে ॥ ২৪ শ্লোক ॥ ২২ অধ্যায়ে ভগব
ন্নুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাং
প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ॥ ১২ শ্লোক ॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিন্নাট্য
বিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং
১৪ শ্লোক ॥ কথন২ শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়ি
দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন আ
চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ
আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন আর
খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাই
ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২
এই রূপে পরিস্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন চৌর্য্য ক
করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্ন রূপে থাকিতেন। ২৪। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগে
বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন য
তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোম
হাস্য বদনে আমার নিকট ওই রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২
নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়া
যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এ
যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতে
১৪। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল স
লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন
বিবেচনা করেন। অধিকন্তু কৃষ্ণনাম আর তাঁহার অন্য২ প্রসিদ্ধ নাম
তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে, শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বেদ
সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোনো প্র
নামের লেশো নাই সুতরাং তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনের সহিত বিষয় কি
এব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না হ
থাকে সে অবশ্যই জানিবেক যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে

দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য রূপে
অবশ্য থাকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না
অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত সূত্রের
হিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। যদি বল বৈষ্ণব সংপ্রদায় কেহ২
কেবল ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড২ করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রকে
পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলা-
পক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর। সেই রূপে শৈব সকল ঐ বেদান্ত-
সূত্রকে ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাহার কোচবধূর সহিত লীলা
পক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই রূপে বিষ্ণুপ্রধান
শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন অতএব
এরূপ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া
এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না
হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ। বেদান্তভিন্ন
অন্য অন্য দর্শনকার আপন২ দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য
আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন
কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্য-
পাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম। শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও
হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা
বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন তাঁহারা এবং
তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন
করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু
আপনকার মতে শ্রীভাগতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত
রূপ তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম।
বেদার্থ বিবরণকর্ত্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান
তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহ-
স্পতি কহেন। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে। মনুর অর্থের
বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে অতএব সেই ভগবান মনু বেদের
অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমা-

শ্লাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমি
বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুঃ। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি
চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বা রাজ্যমধিগচ্ছতি। যে ব্যক্তি স্থাবর
জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এম
রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত
হয়। সর্ব্বেষামপি চৈতেষা মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানা
প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া
জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার
দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি হয়। এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন। এব
যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পর
পদং। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান
করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক
এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ
বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র করিয়া কহেন। তদ্‌যথা।
মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে
প্রজনে চ প্রজাপতিং॥ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণে
অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর
এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও
সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন ইহাঁদের ঐ২ অঙ্গের
সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক। নবম। অন্য২ পুরাণ ইতিহাস
করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন এই
আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনো ঋষিবাক্য নাই
দ্বিতীয়ত পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয়
নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম
আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গ পুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদ
ব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত
করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন।
শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।

শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং
পঞ্চবিংশতি॥ বিষ্ণুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম। যদি বল
শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহি-
য়াছেন। উত্তর। কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া
কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই২ পুরা-
ণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। শ্রীভাগবত। নিম্নগানাং যথা
গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। প্রাণাধিকা
যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী।
তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের
শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য২ পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য
হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোনো পুরাণের প্রামাণ্য থাকে
না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য
নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন
রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভা-
গবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে
তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন। ,আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই
যে "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। ইত্যাদি অনেক বচন পরে
আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি
সম্যগুক্তং ময়াহনঘে। ইত্যাদি অনেক বচন পরে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং
রূপং লিপ্তকং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনায় কলৌ যুগে॥
এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্ব২ যুগে অসুর মোহ-
নের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং
কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্রদ্বারা
ব্রহ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার লিপ্তক অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া
জগতের আসুর স্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন অতএব আচার্য্য
সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্ম সূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয়

কি না।'' ইহার উত্তর। এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয় তত্রাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয় এমৎ কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না কিন্তু এই মাত্র প্রমাণ হয় যে যদি বেদবাহ্য কোনো শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্ম স্বরূপকে যদি কোনো স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন তবে সে অসুরদিগ্যের মোহনার্থ বটে আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমৎ বল যে মহেশ্বর কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। যেহেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা রহিত ব্যক্তিদের ঐ রূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিম্বা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি বৈষ্ণবেরা কহেন তবে তন্ত্র বচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণ সকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায় ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বর্ণের ধর্ম্ম লোপ হয়। যথোক্তং কুলাবলী তন্ত্রে। বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্লীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ॥ এ সকল বচন যদিও সমূল হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে গীতা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিব মাহাত্ম্যে। মহেশ্বর গীতা। প্রতি-

পাদ্যোঽস্মি নান্যোস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা। অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্র মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি। অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণ বায়ু মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্য্যন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরয়ির্দেবঃসদসচ্চামৃতঞ্চযৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড় মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাঽধ্রুবং ইতি। অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা একৎ দেবতার প্রাধান্য রূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না। যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলের দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্য দেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধ জনক হইবেক যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সংপ্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে। ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাত্তর্গিরস্তথা ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগ্যের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি। এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে। সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সংন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক আর আচার্য্য মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব। আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার

কেবল ভক্ত জনের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তসূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে অতএব তাহাকে এস্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোনো এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয় তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কোন বস্তু চক্ষু গোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর করিয়া কি রূপে কহা যায় আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কি রূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয় আপনকার একথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোনো আকার চক্ষু গোচর হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয় যদি বল পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার একথা সেই রূপ হয় যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ ইহারো একটি২ অপ্রাকৃত রূপ আছে কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশ পুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুত আনন্দের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস

এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না। নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ি এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর। যেখানে২ তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য অতএব শ্রুতি সকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর নিরানন্দ করিয়া কহেন এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন তদনুসারে আমরাও সেই অর্থকে ওই বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবেক ইহার প্রমাণ শ্রুতি। শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি। বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তিদ্বারা নিশ্চিত করিবেক। মনু। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না। বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তেহোঁ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। আপনকার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম

করিয়া কহিতেন কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগ
বতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেই রূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও
অন্য২ উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন
এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিব পুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিতে
মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এই রূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি
শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মা সূর্য্য অগ্নি প্রাণ গায়ত্রী অন্ন মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম
করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তার
রূপে বর্ণন করেন সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী
পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশে
রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকে
ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি
পন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ বিগ্রহকে
কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি
যাঁহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের
প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর। যদি কহ পুরাণা
দিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্য
রূপে কহেন নাই এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর।
যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ, সকল প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না
যে বারম্বার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন তাহা মান্য
আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে যেহেতু যাহার বাক্য
প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়।
দ্বিতীয়ত অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহি
য়াছেন এমত নহে যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে
ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরস
কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়াং এতৎ
ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ অঙ্গিরসের
বংশজাত ঘোর নামে যে কোনো এক ঋষি তেঁহ দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে
পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে

জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি
হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই
শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে। নারদ
কৃষ্ণকে এই রূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্‌যতং।
তথা। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥ ১৯॥ কোথায় সন্ধ্যা
করিতেছেন কোনো স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায়
বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমৎ
রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্চ সূর্য্য বায়ু অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্য
রূপে যেন ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী
গ্রন্থ হইতেও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিব প্রতিপাদক শ্রুতি
সকল বাহুল্য রূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন
অপেক্ষা করিয়া শিব মাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে পুরাণ ও উপ-
পুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া
ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি কহ যাঁহাকে২
বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ
ব্রহ্ম হয়েন সুতরাং তাঁহাদের হস্ত পাদাদিও ওই রূপ আনন্দনির্ম্মিত হয়।
ইহার উত্তর। অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে। একমেবা-
দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ
হয় দ্বিতীয়ত ঐ বেদসম্মত যুক্তির দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে
সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না তৃতীয়ত বেদে
যাঁহাকে২ ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্ত পাদাদি
স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় যেহেতু সূর্য্য বায়ু
অগ্নি অন্ন ইতাদি যাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাঁহাদেরো আন-
ন্দের নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দ-
ময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি
বল যে সকল দেবতাদের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও
বস্তুত এক হয়েন। উত্তর। পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কি দেবতা
কি অন্য সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম রূপ ময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতু-

ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণ বর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন২ শরীরের ঐক্য
স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরো ঐক্য স্বীকার করিতে
প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এই
রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে সকল
শাস্ত্র কি অপ্রমাণ। উত্তর। সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার
মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন। ব্রহ্মদৃষ্টি
রুৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র। নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ
করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না
যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে
হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না যেমন
রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা
যায় না অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া
প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা
অশাস্ত্র নহে। এই রূপে নাম রূপ বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া
ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া
যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগ্যে পুনরায় জন্য
এবং নশ্বর করিয়া পুন২ কহিয়াছেন যেন কোনো মতে এমৎ ভ্রম না হয়
যে উহাদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ
লিখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে
ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দান ধর্ম্মে লিখেন। রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন
জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা। অর্থাৎ শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হই
য়াছে। সৌপ্তিকে। প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মহাদেব হইতে শত২ সহস্র২ হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে।
ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার
সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্ব্বাণ। গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতি
ভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥ কালিকা
স্তুতিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ তেঁহ কালীপদ প্রসাদে
লোকের পালন কর্ত্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য

নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ এ
বচনের তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম রূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের
ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং পাতালমেতস্য হি পাদমূলং ইত্যাদি
ভাগবতের শ্লোক যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ কহিয়া-
ছেন সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে
আপনকার বক্তব্য হইয়াছে এই যে পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা তাহা ঈশ্ব-
রের কল্পিত রূপ হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য কিন্তু প্রমাণ দেন যে সমু-
দায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ হয় অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার
আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকের যে তাৎপর্য্য
তাহা যথার্থ বটে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে বিশ্ব তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয়
কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ঐ
প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে২
শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয় সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন
কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে
নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্য রূপে
পাইবেন আর এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের
প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়
রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা
উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতু-
র্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষত শ্লোকের অর্থ এই যে
রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি
ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র২ রূপ কল্পনা করিয়াছেন অতএব
যে সকল ব্যক্তি প্রথম অর্থে আপনকাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে
শূন্য না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও
স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে২ বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ
ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের
সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থ কর্ত্তারা
এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম

জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিবে
চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে প
কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সক
বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি। সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি
ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক। তস্ত হ ন
দেবীশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সম
হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করি
ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুত পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃ
করিয়াছেন যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করি
কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে
জ্ঞান করিবে অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান কর
সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক। দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যা
বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদে
আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এ
সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান এম
নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান
অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবা
কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাব
চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে। এবং নানা প্রকার দারু
শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন কি
পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে কপি
বাক্য। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ
হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং। তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূ
বিধিপূর্ব্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্ব
ভূতে অবস্থিতি করি। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞা
মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনং॥ আমি সকল ভূতে আত্মাস্বরূপ হইয়া
অবস্থিতি করিতেছি এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে

পূজার বিড়ম্বনা করে। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং
ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি
যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা
করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া
যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে
করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে
স্থানে২ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব
তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর। ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন
আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও
আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপ-
নারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন আর কপিল ও কৃষ্ণ
এঁহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে
কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন।
মামেব বিজানীহি ইত্যাদি। এইরূপ অন্য২ দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্ম
দৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রে
করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে
আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন
বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি
মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। শ্রুতি। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।
অধিক কি কহিব আমরাও আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার
অধিকার রাখি ইহার প্রমাণ। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন
শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আপনি দশম পত্রে
লিখেন যে তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর
এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয়
এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর। যদ্যপিও এ শ্রুতিতে
বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য২
শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কঠবল্লী। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি

ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধি
অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হ
তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন শ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চে
দিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকা
আত্মাকে জানেন তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহা
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদ্গীত
তেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এ
কহিয়াছেন যে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না কিন্তু সেই জ্ঞানের কা
ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা। তেষাং সততযুক্তা
ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদী
ভাস্বতা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। যে সকল ভক্ত এই রূপে আমা
আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহাদিগ্যে সেই জ্ঞান
উপায় আমি দি যাহারদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগে
অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপেরদ্বা
অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। মনু। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞা
পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ এই স
ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাঁহাকেই সকল বিদ্যার
জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। ১১ পত্রে লিখেন যে আ
এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ ক
মাত্র আর অন্য অন্যত্র লিখি যে এ প্রকার রূপ কল্পনা কেবল অল্পকা
পরম্পরাদ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমাদের দুই বা
পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর। পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছি
তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন
রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন কিন্তু সেই পরি
কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী যাহা বেদ এবং
এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমৎ জানিতেন না পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপ
বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা

দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে এরূপ
কল্পনা অল্প কাল হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত
কৃত নানা প্রকার নবীন২ বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে
ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায়
১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে এক বিষয়ের মানস জ্ঞান হইয়া পরে অন্য
বিষয়ের মানস জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব বিষয়ের মানস জ্ঞান ধ্বংস হয় কিম্বা বিষয়ের
ধ্বংস হয়। উত্তর। সর্ব্বথা অনুভব সিদ্ধ বিষয়েতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা
এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আপনকার এ আশঙ্কা নিবৃত্তি করণের পথ অতি সুগম
আছে যে আপনকার কোনো স্বজনের কিম্বা অন্য কোনো জনের মানস
জ্ঞান করিবেন পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস জ্ঞান করিলে পূর্ব্বের মানস
জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবেক কিন্তু সেই স্বজন কিম্বা অন্য জন যদ্বিষয়ের
মানস জ্ঞান হইয়াছিল সে তৎক্ষনাৎ নষ্ট না হইয়া পরেং কালে নষ্ট হইবেক
সেইরূপ এস্থানেও জানিবেন যে যাঁহার মনোময়ী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া
মনেতে রচনা করিবেন মনের অন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে সেই
মনোময়ী মূর্ত্তির তৎক্ষণাৎ নাশ হইবেক এবং সেই মনোময়ী মূর্ত্তি যাঁহার
হয় তেহোঁ কালের এবং আকাশাদির ব্যাপ্য সুতরাং তাঁহারো কালে লোপ
হইবেক। তথাহি ছান্দোগ্য শ্রুতি। যদল্পং তন্মর্ত্যং। যে পরিমিত সে
অবশ্যই নষ্ট হইবেক। যদি পুরাণেতে এমৎ রূপ বচন কোনো স্থানে
পাওয়া যায় যে যাঁহার যাঁহার সেই সকল মনোময়ী মূর্ত্তি হয় তাঁহাদের শরীর
অপ্রাকৃত তবে সে সকল বচনকে প্রশংসাপর করিয়া জানিবে যেহেতু
পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে যখন কাহাকে অপ্রাকৃত
কহেন তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়া সংস্থাপন করা
তাৎপর্য্য হয়। যেমন পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা সাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ।
পাঁচ জনেরও পোষণকর্ত্তা যে হয় সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে ইত্যাদি। অন্যথা
পৃথিবী অপ তেজ বায়ু আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার
সম্ভাবনা নাই। এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে মহাশয়
বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থ সাধন হয় আর কোন্
ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া স্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ

কবিতাকারের সহিত বিচার।

ভূমিকা।

ওঁ তৎসৎ। ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানা প্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্টলোক সকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন২ আত্মীয়ের আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কথনে লোকত ও ধর্ম্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। অন্যান্ পরিবদন্ সাধু যথা হি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ॥ পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আমোদিত হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি' লাভ নাই। সংপ্রতি কবিতাকার যেসকল পরমার্থ বিষয়ের অপবাদ আমাদের প্রতি দিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছি। প্রথমত আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পঁক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে বেদের ও সূত্রের অর্থ কোন২ স্থানে পরস্পর বিপরীত আছে অতএব স্থানের২ সেই সকল বিপরীত বাক্যকে আমরা লিখিয়া বেদকে মিথ্যা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। উত্তর। ইহা অত্যন্ত অলীক এবং কবিতাকার দ্বেষ প্রযুক্ত কহিয়াছেন কারণ বেদের কোন্ স্থানের বিপরীত বাক্যকে আমরা কোন্ পুস্তকে কোন স্থলে লিখিয়াছি ইহা কবিতাকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখেন নাই কবিতাকার আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে ঈশ কেন প্রভৃতি বেদের দশোপনিষদ্‌কে গণনা করিয়াছেন এবং সেই স্থানে আর ২ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তিতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে ঐ সকল উপনিষদের ভাষ্যকার অঙ্গীকার

করেন আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ
৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ আচার্য্যের ভাষ্যের অনুসারে করি-
য়াছি তাহার এক মন্ত্রও ত্যাগ করা যায় নাই এবং বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র
অবধি শেষ পর্য্যন্ত ঐ ভাষ্যের অনুসারে ভাষাবিবরণ করিয়াছি তাহার
কোন এক সূত্রের পরিত্যাগ হয় নাই সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক
শত২ এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্
ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যং পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই
আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন যে বেদের স্থান স্থানের
বিপরীত অর্থকে ও বেদান্ত দর্শনের বিপরীত সূত্রকে ভাষায় বিবরণ করা
গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলের ও বেদান্ত দর্শনের অর্থ করা গিয়াছে
যদি সম্পূর্ণ উপনিষদের ও সূত্রের ভাষা বিবরণ দেখিতে পায়েন তবে কবিতা-
কারের বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন কহিবেন কবিতাকার নিজে বরঞ্চ স্থানেং
শ্রুতিকে আপন পুস্তকে উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে ভাষ্যের অসম্মত তাহার
অর্থ লোকের ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত লিখিয়াছেন ইহা বিশেষ রূপে পণ্ডিত
লোকের জানিবার নিমিত্ত পশ্চাতে লেখা যাইবেক আর ১০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে
কবিতাকার লিখেন যে আমরা বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি। উত্তর।
যাঁহার মিথ্যা কথনে কিঞ্চিতো ভয় থাকে তেঁহ কদাপি দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া
এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিতে সমর্থ হইবেন না কারণ যে বেদব্যাসের নামকে
আশ্রয় করিয়া ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে মঙ্গলাচরণ আমরা করি ও বৈষ্ণ-
বের প্রত্যুত্তরে ৬ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে যাঁহাকে বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব শব্দে লিখি
ও যাঁহার কৃত সূত্রকে বেদ তুল্য জানিয়া তাহার বিবরণ এ পর্য্যন্ত শ্রমে ও
ব্যয়ে আমরা করি ও যাঁহার পুরাণাদি শাস্ত্রের বচনকে পুনঃ২ মান্য জানিয়া
প্রতি পুস্তকে প্রমাণ দিয়া থাকি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কথনের সম্ভব কদাপি
হয় না ইহার বিবরণ এই ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখি
যে " পুরাণ ও তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন। " আর ঐ ভূমিকার ৭ পৃষ্ঠে ১৫
পংক্তিতে লিখি " যাঁহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাঁহার সকল বাক্য
বিশ্বাস করিতে হইবেক অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপন বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই

করিয়াছেন যাহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ না হয় " আর ঐ বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে
১৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে নিশ্চয় করা যায় " যে পুরাণ মাত্রের সমান রূপে
মান্যতা হইবেক " বিশেষত ভগবান্ বেদব্যাসের বাক্যের বলেতে আমরা
পুনঃ২ কহিয়াছি এবং কহিতেছি যে নাম রূপ সকল জন্য ও নশ্বর হয়
পরমেশ্বর তাহার অতীত হয়েন ও যেখানে নাম রূপের ব্রহ্মত্ব বর্ণন আছে
সে ব্রহ্মের আরোপ দ্বারা কল্পনা মাত্র হয়। বিষ্ণুপুরাণে। নামরূপাদি-
নির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। নাম রূপাদি বিশেষণরহিত পরমেশ্বর হয়েন।
অধ্যাত্ম রামায়ণে। বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্ব্বিষয়েঽখিলং। আরো-
প্যতে নির্ব্বিকল্পে নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি ॥ বুদ্ধি মনঃ প্রভৃতির কেবল সাক্ষী
ব্রহ্ম হয়েন সেই বিষয়শূন্য বিকাররহিত সর্ব্বাত্মাতে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জগতের
আরোপ করেন। আর স্কন্দপুরাণে। দেহস্তদঙ্গ আত্মেতি জীবাধ্যাসাৎ
যথোচ্যতে। বিশ্বস্মন্ তৎ প্রতীকে চ ব্রহ্মত্বং কল্প্যতে তথা ॥ যেমন শরীকে ও
তাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ করিয়া আত্ম শব্দে কহা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের
অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন।
অতএব এই সকল অবলোকনের পরে জ্ঞানবান্ লোক বিবেচনা করিবেন
যে মিথ্যাবাদী কে হয়। ৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে
স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের দ্বেষ আমরা করিয়া থাকি। উত্তর। একথার অলীকত্ব
প্রতিপন্ন করিবার জন্যে বিজ্ঞ লোককে পুনঃ২ বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি
যে তাঁহারা আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তককে বিশেষরূপে অবলোকন
করিয়া দেখেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রতি কোনো স্থানে আমাদের দ্বেষ
বাক্য আছে কি না বরঞ্চ পুনঃ২ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে স্মার্ত্ত ভট্টা-
চার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধৃত বচন সকলকে ও তাঁহার
কৃত ব্যাখ্যাকে পুনঃ২ গৌরব পূর্ব্বক লিখিয়াছি গায়ত্রীর অর্থ বিবরণের
ভূমিকায় ৪ পৃষ্ঠে আমরা লিখি " এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত
ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি " ৫ পৃষ্ঠের
তিন পংক্তিতে লেখা যায় " অর্থ চিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত ব্যাস
স্মৃতিঃ " ঐ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে লিখি "ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত
ভট্টাচার্য্য লিখেন " ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখি

"প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত যমদগ্নির বচন" ৫ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে "প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণুর বচন" এবং সহমরণ বিষয়ের দ্বিতীয় সম্বাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে স্মার্ত্ত বাক্যকে প্রমাণ করিয়া লিখিয়াছি আর ৭ পৃষ্ঠে দশের পংক্তিতে পুনরায় স্মার্ত্তের প্রমাণ লিখা গিয়াছে এবং ১২ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে ও অন্য অন্য অনেক পুস্তকে তাঁহার প্রমাণ লিখা গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যদ্যপিও নানাবিধ কর্ম্ম ও সাকার উপাসনা বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে ওই সকলকে কাল্পনিক ও অজ্ঞানের কর্ত্তব্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব তাঁহার মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে আমরা দ্বেষ করিব। স্মার্ত্তের একাদশী তত্ত্বে বিষ্ণু পূজার প্রকরণের প্রথমে। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। স্মার্ত্তের আহ্নিক তত্ত্বে। অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবো মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥ জলেতে দেবতা জ্ঞান ইতর মনুষ্যে করে আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আর আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান জ্ঞানীরা করেন। ৯ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা রাম কৃষ্ণ মহাদেবের দ্বেষী হই। উত্তর। হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে আমরা লিখি "শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে চৌরাশী অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য" ১৫ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তিতে "বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন" পুনরায় ঐ ভূমিকার ১৬ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য" আর দাক্ষিণাত্যদের উত্তরে ৩ পৃষ্ঠে ২৪ পংক্তিতে লিখিয়াছি "এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাও সফল হইল" এবং বেদান্ত চন্দ্রিকার উত্তরে ৫৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে। পঁচাশী অধ্যায়ে বসুদেবের স্তুতি শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ কহিতেছেন" বৈষ্ণবের

প্রত্যুত্তরে ১৪ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তিতে আমরা দৃঢ় করিয়া লিখিয়াছি "যে মহাভারত বিরুদ্ধ শিবনিন্দা বোধক বাক্য যে সে দক্ষ যজ্ঞ প্রকরণীয় হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবোধক বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখি "বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ হয়" ঐ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখি "সদাশিবাখ্য মূর্ত্তির তমোলেশ নাই" তবে তাঁহাদের শরীরকে জন্য ও নশ্বর করিয়া যে কহি সে তাঁহাদেরি আজ্ঞানুসারে। কুলার্ণবের প্রথমাধ্যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ও ভূতসকল ইহারা সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হইবেন অতএব আপনার হিতকর্ম্ম করিবেক। বেদান্তভাষ্য-ধৃত বচনে ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টু মর্হসি॥ হে নারদ তুমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত যে আমাকে দেখিতেছ সে মায়ারচিত মাত্র যেহেতু আমার যথার্থ স্বরূপ তুমি দেখিতে পাইবে না। অধ্যাত্ম রামায়ণে। পশ্যামি রাম তব রূপ মরূপিণোঽপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং। তুমি যে বস্তুত রূপরহিত রামচন্দ্র তোমার সুন্দর মনুষ্যরূপ দেখিতেছি সে মায়া বিড়ম্বনা দ্বারা হইয়াছে॥ ২০ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এদেশের ব্রাহ্মণকে আমরা বেদহীন বলিয়া নিন্দা করি। কবিতাকারকে উচিত ছিল যে কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থানে লিখিয়াছি তাহার ধ্বনি দিয়া লিখিতেন আমরা গায়ত্রীর ব্যাখ্যানের ভূমিকাতে তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখি "যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণেদের পরব্রহ্মোপাসনা হয় অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর অনুষ্ঠান থাকিলে নিতান্ত বেদহীনত্ব ব্রাহ্মণেদের হয় না" ইহা বিজ্ঞলোক ঐ ভূমিকা দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন। যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জন্মমরণ ইত্যাদি অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ হইলে যে মিথ্যা অপবাদ দিবেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে অতএব এমৎ সকল ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ দিবাতে ক্ষোভ কি। কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। কবিতাকারের

এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য করি নাই যেহেতু ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া ও অধর্ম্মকে
ধর্ম্মরূপে যাঁহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্ম্মনাশের কারণ
করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের
তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না
করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয়
বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে
অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে পুনঃ২ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের
প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের অবলোকন করিয়া যদ্যপি সকল হইতে এই অর্থ
নিষ্পন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত
জানেন তাহা যেন কহেন। ঐ প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে
১৬ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হইবাতে
লোকের অমঙ্গল ও মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে। যদ্যপিও বিজ্ঞলোক
একথা শুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি
লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হওয়া আপন২ কর্ম্মাধীন হয় ঈশ্বর
সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অথবা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার
কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক
দিন পূর্ব্বে কবিতাকারের রোগ নিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের
হানি ও মানহানি জন্যে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে
তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে
ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দ্দোষ জানাইবার
উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন বস্তুত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের
অমঙ্গল পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সম্প্রতিও হইতেছে সেইরূপ মন্বন্তর অথবা
আহার দ্রব্যের প্রচুর হওয়া ও মারীভয় কিম্বা সুখে কাল হরণ করা তাবদ্দেশে
কালে২ লৌকিক কারণ সত্ত্বে হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে
বরঞ্চ আমরা এরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে পরমেশ্বরের সত্যো-
পাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখী ও
নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায়
হইবেক। আর প্রথম পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি অবধি মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারি প্রভৃতি

কএক জনকে ও আমাদিগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া ব্যঙ্গরূপে গণনা করিয়াছেন।
উত্তর। কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে সহস্র২
লোক কি এদেশে কি পশ্চিমাদি দেশে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা
করেন তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তার-
তম্য হয় অতএব আমরা সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই তাহাতে
এ ধর্ম্মের অগৌরব নাই এবং অন্য উত্তম জ্ঞানিদেরও তাহাতে কি হানি
হইতে পারে সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে রামপ্রসাদ
অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোঁসাই এবং কবিতাকার আ-
পন২ সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ইহার দ্বারা
এমৎ নিশ্চি২ হয় না যে অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই বরঞ্চ ইহা প্রত্যক্ষ
দেখা যাইতেছে যে অনেক২ ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপা-
সনা করিতেছেন তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞলোকের
নিকট হয় এমৎ নহে। ২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আপন
পাওনার অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায় চুচুড়া মোং দিবিরিঙ সাহেবের
তত্ত্বে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে
পরমার্থে হানি কিছুই নাই কিন্তু দিবিরিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাওয়া এ কেবল
মিথ্যা অপবাদ যেহেতু দিবিরিঙ সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোনো কালে
নাই দ্রবিঙ সাহেব বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজপত্র ও চাকর লোক
বিদ্যমান বিশেষত চুচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্র নাই অতএব
বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিলে কবিতাকার কিপর্য্যন্ত আমাদের প্রতি দ্বেষ ও
অপকারের বাঞ্ছা করেন এবং মিথ্যা রচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি
না ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি কবিতা-
কার ভঙ্গিতে জানান যে আমরা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া অভিমান করি
এবং যোগবাশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন। সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি
বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥ অর্থাৎ সংসারের সুখেতে
আসক্ত হয় অথচ ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান করে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়
তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক। ইহা আমরাও স্বীকার করিতে পারি
যদি আমরা সংসারে আসক্তি করি ও ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান রাখি তবে

উভয় ভ্রষ্ট হইতে পারিব বাস্তবিক এবচনের তাৎপর্য্য এই যে সংসারসুখে আসক্ত
হইবেক না এবং অভিমান করিবেক না যেমন স্মৃতিতে লিখেন। উদিতে
জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদন্তধাবনং। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং।
অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পরে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কি রূপে
কহে যে আমি বিষ্ণুপূজার অধিকারী হই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূর্য্যোদয়ে
পরে দন্তধাবন করিবেক না কিন্তু বশিষ্ঠের ঐ বচনকে শাসনপর না জানিয়া
যথাশ্রুত গ্রহণ করিলেও আমাদের হানি নাই যেহেতু আত্ম অভিমানকে
সকল পাপের মূল করিয়া জানি কিন্তু কবিতাকার প্রভৃতি অনেক পৌত্তলিকের
যদ্যপি ঐ স্মৃতির বচনকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের সকল
কর্ম্ম প্রায় পণ্ড হয়। কবিতাকার ২২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা
ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি ইহা লোককে জানাই কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সে মৌন ও
নির্জনে থাকে। উত্তর। কবিতাকার প্রভৃতির ন্যায় আমরা পৌত্তলিক নহি
যে দীর্ঘ তিলক ছাপা ও থোল করতালের সহিত নগর কীর্ত্তন করিয়া অথবা
সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্যগীতের দ্বারা আপন
উপাসনা অন্যকে জানাইব এবং আমরা কোন কোন বিশেষ পৌত্তলিকের ন্যায়
নহি যে উপাস্যকে ঘোর প্রতারণার দ্বারা গোপন করিব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ
ও উপদেশ করিলে অন্যে আমাদিগ্যে যেরূপে জানিতে চাহে তাহা জানিবে
আমাদের হানি লাভ নাই সর্ব্বকাল মৌন ও নির্জনে থাকা ইহা ব্রাহ্মের নিত্য
ধর্ম্ম নহে যেহেতু উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে বেদে
মন্বাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বিধি আছে এবং সত্যকাল হইতে এপর্য্যন্ত বশিষ্ঠাদি
ব্রহ্মনিষ্ঠ সকল কি জ্ঞানসাধন সময়ে কি সিদ্ধাবস্থায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ
শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্হস্থ্য করিয়া আসিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ
স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরা
বর্ত্ততে ইত্যন্তং। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট গৃহস্থ বেদা
ধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কালহরণ
করেন তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। ভগবান্ মনুঃ ১২ অধ্যায়ে। আত্মজ্ঞানে
শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। আত্মজ্ঞানেতে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে এবং
বেদাভ্যাসে ব্রহ্মনিষ্ঠেরা যত্ন করিবেন। ২২ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার

আমাদের প্রতি দোষ দেন যে আমরা বহি ছাপাইয়া ঘরে ঘরে জ্ঞান দিতে
চাহি। উত্তর। এরূপ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্ত্রানুসারে করি যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের
নিয়ামক শাস্ত্র হইয়াছেন আহ্নিক তত্ত্বে স্মার্ত্তের ধৃত গরুড় পুরাণের বচন।
বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদেতি স বৈ
দিবং॥ যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দ্বারা লেখাইয়া
দান করে সে স্বর্গে যায়। এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখেন। স্ব যোঽন্য
মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি। যে ব্যক্তি আত্ম ভিন্ন
অন্যকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কহিবেন যে তুমি বিনাশকে
পাইবে এইরূপ শত ২ প্রমাণানুসারে আমরা আত্মা হইতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি-
দিগ্যে আত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কহিয়া থাকি এবং। ন বুদ্ধিভেদং
জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মি ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাই-
বেক না এই বচনানুসারে যাহাকে দেখিব যে এ ব্যক্তি কেবল কর্ম্মি বটে
এমৎ নহে বরঞ্চ অজ্ঞানকর্ম্মি তখন তাঁহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই
অতএব কবিতাকার যেন আর উদ্বেগ না করেন। ২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে
কবিতাকার লিখেন যে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কহি যে জনকাদির
ন্যায় রাজনীতি কর্ম্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা
আমরা এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য্য পরম্পরায় এই
বটে কিন্তু এ অভিমানসূচক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি
নাই তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে ও বেদান্তচন্দ্রিকার
১৫ পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট আছে যে পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদ্যপিও
কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন কিন্তু
ব্যবহার দৃষ্টিতে হস্তের কর্ম্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাদির কর্ম্ম কর্ণনাসিকাদি
হইতে লইবেন এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে যৎকালে
থাকেন লোক দৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহার নিষ্পাদক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন
করা উচিত জানিবেন এরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের উপাসনার হানি
নাই। যোগবাশিষ্ঠে। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা
বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে
সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা জানাইয়া এবং মনে

অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি বশিষ্ঠ পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য শৌনক রৈক্ব চক্রায়ণ জনক ব্যাস অঙ্গিরঃ প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন অথচ গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন যদি কবিতাকার একান্ত প্রৌঢ়ি করেন যে পরমার্থ দৃষ্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে দেখিলে ব্যবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক তবে কবিতাকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে তাঁহার সাকার উপাসনাতে দেবী মাহাত্ম্যের এই বচনানুসারে। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। তাবৎ স্ত্রীমাত্রকে ভগবতীর স্বরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্যই জানেন ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাঁহাদের সহিত করেন কি না আর তন্ত্রের বচনানুসারে। শিবশক্তিময়ং জগৎ। তাবৎ জগৎকে শিবশক্তি স্বরূপে জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না এবং। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। এই প্রমাণানুসারে কেবল পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলকে বিষ্ণুময় জানেন কি ব্যবহারে এ সকলকে বিষ্ণুপ্রায় আচরণ করেন অতএব এই সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহা কহিবেন তাহা শুনিলে পর তাঁহার প্রৌঢ়ি বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব। ঐ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা আহারাদির সময় ব্রহ্মজ্ঞানী হই। উত্তর। আহারাদির সময় কি অন্য অন্য ব্যবহারে ব্রহ্মনিষ্ঠের ন্যায় অনুষ্ঠান করি অথবা না করি তাহা পরমেশ্বরকে বিদিত থাকিবেক ইহাতে ত্রুটি ও অপরাধ জন্মিলে মার্জ্জনের ক্ষমতা তাঁহারি কেবল আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই আহারাদির সময়ে কবিতাকার প্রভৃতি আপন উপাসনার অনুসারে শক্তিজ্ঞানী হয়েন অথচ অন্যকে তাহার ধর্ম্মানুসারে আহারাদি করিতে বিদ্রূপ করেন। এই ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাই। যদ্যপি এমৎ সকল তুচ্ছ কথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্ব্ব অবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোষাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাঁহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকেই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে

যাইয়া থাকেন যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মণাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ নাই এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন তখন এ বিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। বিশেষত কবিতাকার পাষণ্ড নাস্তিক ইত্যাদি স্ফুটকটু শব্দ সকল আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশীরোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাঁহাকে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হইবেক সুতরাং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাঁহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই ইতি ইং ১৮২০।

প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎ সৎ। কবিতাকার ১ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে লিখেন শাস্ত্রের মত এই যে সকল শাস্ত্র পড়িলে বেদান্ত শাস্ত্রে অধিকার হয়। উত্তর। কি প্রমাণানুসারে ইহা কহেন তাহা লিখেন না যেহেতু তাবৎ শাস্ত্রে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণ আপন শাখা ও তাহার অন্তর্গত উপনিষৎ রূপ বেদান্ত পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তন করিবেন পরে অন্য শাস্ত্র পড়িবার প্রবৃত্তি হইলে তাহাও পড়িবেন। অধ্যয়নে ধর্ম্মসংহিতার বচন। স্বশাখাং তদ্রহস্যঞ্চ পঠেদর্থাংশ্চ চিন্তয়েৎ। ততোঽভ্যসেদ্ যথাশক্তি সাঙ্গবেদান্ দ্বিজঃ ক্রমাৎ। ভগবান মনু ২ অধ্যায়ে আচার্য্য লক্ষণে লিখেন। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিয়া যজ্ঞ বিদ্যা ও উপনিষৎ সহিত বেদকে পাঠ করান তাঁহাকে আচার্য্য শব্দে কহা যায়। রহস্য শব্দ উপনিষদের প্রতিপাদক হয় ইহা কুল্লুক ভট্টের টীকাতে লিখেন। অধিকন্তু শাস্ত্রশব্দে সমগ্র চারি বেদ ও সমুদায় দর্শন ও সকল স্মৃতি ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং সংহিতাদি ও অনন্ত কোটি আগম বুঝায় এ সকল না পড়িলে বেদান্ত পাঠে যদি অধিকার না হয় তবে বেদান্ত পাঠের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না বিশেষত কলির মনুষ্য প্রায় শতায়ুর অধিক হয়েন না ওই সকল শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পড়িতেই মৃত্যু উপস্থিত হইবেক বেদান্ত পাঠের সুতরাং সম্ভাবনা না হয় অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভগবান্ ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এবং পরে এ পর্য্যন্ত উপনিষদ রূপ বেদান্ত ও তাহার বিবরণ বেদব্যাসকৃত সূত্রের পাঠ অনেকেই করিয়া আসিতেছেন এবং অনেকেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন কবিতাকার পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাতে কি ফল দেখিয়াছেন যে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়া পরমার্থ সাধনে লোককে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা পান। ওই প্রথম পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি ব্যঙ্গে জানাইয়াছেন যে বেদের প্রথম ভাগ না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয় অতএব মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। উত্তর। কবিতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্ব্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয় তাহা

বেচনা করেন না যেহেতু কবিতাকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনিই লিখেন যে এদেশে অদ্যাপি বেদের ব্যবসা আছে সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রীর অর্থ অনেকে জানেন এবং আর আর শাখাসূক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন তএব এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বেদহীন নহেন। যদ্যপি সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রী আর কতক কতক শাখাসূক্ত জানিলে পূর্ব্বভাগ বেদ পড়া এক প্রকার দেশের ব্রাহ্মণেদের হয় ইহা কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বভাগ বেদের সূর্য্যোপস্থান প্রভৃতি ও অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন তাহাদিগ্যে পূর্ব্বকাণ্ডীয় বেদহীন করিয়া অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা করেন। বস্তুত প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থান এবং সূর্য্যোপস্থান ও পুরুষসূক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কহিয়াছেন বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন। সাবিত্রীরুদ্রপুরুষসূর্য্যোপস্থানবর্জ্জনং। অনধীতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং॥ অতএব যাহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন তাঁহাদের বেদান্তপাঠে বিড়ম্বনা কখনো হয় না। সূত্র দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অন্য ব্যাপার করুন বা না করুন তাহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়। ২০ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে এবং অন্য অন্য স্থানে লিখেন যে বেদান্তের মতে জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ কর্ম্ম করিবেক। উত্তর। যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানসাধনে ব্যক্তির প্রবৃত্তি না হয় তবে চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক কিন্তু প্রথমত কর্ম্ম করিবেক এমৎ নিয়ম নাই যেহেতু পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে ইহ জন্মে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনাও জ্ঞান সাধনের অধিকারী হয় বেদান্তভাষ্যে ভগবান্ আচার্য্য। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানে লিখেন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদে ১ সূত্রে। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। সাধনের ফল প্রতি-

বন্ধক না থাকিলে ইহ জন্মেই উৎপন্ন হয় আর প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে
উদ্ভব হয় তাহা বেদে দেখিতেছি যে গর্ভস্থ বামদেবের ঐহিক কোন সাধন
ব্যতিরেকে জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠে। যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্ম
মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥ মোক্ষের সাধন
যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয় সে পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশ
করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। গীতা। অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি
মৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ক্রম
জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও তবে আমার আরাধনা রূপ যে কর্ম্ম
তাহাতে তৎপর হইবা যেহেতু আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইবে। যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাহার চিত্তশুদ্ধি ইহজন্মে
কর্ম্মাধীন অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা অবশ্য হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিতে
হইবেক যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তি হয় না অতএব
কার্য্য দেখিয়া কারণে নিশ্চয় করিতে হয়। আশ্চর্য্য এই কবিতাকার আপন
পুস্তকের ২৩ পত্রে ২০ পংক্তি অবধি লিখেন যে ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতি
রেকে যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে সে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলের দ্বারা
হইয়াছে অথচ পুনরায় লিখেন যে জ্ঞানসাধনের পূর্ব্ব ইহজন্মে কর্ম্ম না করি
লেই নহে। ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন প্রথমে সাকার ব্রহ্মের ভজন আব
শ্যক। উত্তর। ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে লিখা গিয়াছে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে কর্ম্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন থাকে যদি পূর্ব্ব
জন্মের কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয় তবে
সাকার উপাসনার কদাপি প্রয়োজন নাই যেহেতু যথার্থ বস্তুতে ব্যক্তির
অভিনিবেশ হইলে কল্পনাতে বিশ্বাস কোনো মতে থাকে না। মাণ্ডুক্য
উপনিষদের ভাষ্যধৃত বচন। আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ। উপা
সনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥ আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন উত্তম মধ্যম
অধম অতএব তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই উপাসনা বেদে কৃপা
করিয়া কহিয়াছেন। অসমর্থো মনোধাতুং নিত্যে নির্বিষয়ে বিভৌ। শব্দৈ
প্রতীকৈরর্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং॥ নিত্য উপাধিশূন্য সর্ব্বব্যাপি পরমে
শ্বরেতে মনকে স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় সে শব্দের দ্বারা কিম্বা

অবয়বের কল্পনা দ্বারা অথবা প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবেক॥
বিশেষত সর্ব্বত্র দৃঢ়রূপে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহার হইয়াছে তেঁহ
কদাপি অবয়বের উপাসনা কোন মতে করিবেন না বেদান্তের ৪ অধ্যায়ের
১ পাদের ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিকারভূত যে
নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বর বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য
নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ সূত্র।
অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাপ্যদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের
উপাসক ভিন্ন যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদিগ্যেই অমানব পুরুষ
ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু
দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক
ব্রহ্মলোক গমন পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোন
দোষ হয় না আর তৎক্রতুন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে
ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাকেই পায়। বৃহদারণ্যক। যোঽন্যমাত্মনঃ
প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যসীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ॥ যে ব্যক্তি
পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক
কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ দিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ
ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন
দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট
করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরও আরাধ্য
হয়েন। কুলার্ণবের নবমোল্লাসে তাবৎ মন্ত্রের ও দেবতার বক্তা ভগবান্ মহেশ্বর
কহিয়াছেন। বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি
গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ বিকারহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত
হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২ পৃষ্ঠে
১৯ পংক্তিতে এবং অন্য অন্য স্থানে কবিতাকার মন্ত্রকে নিরাকার ব্রহ্ম কহিয়া-
ছেন। উত্তর। যদি কবিতাকারের তাৎপর্য্য ইহা হয় যে প্রণবাদি মন্ত্র শব্দ-
ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ ঐ সকল শব্দ পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করেন তবে তাহা
অযথার্থ নহে কিন্তু যদ্যপি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে ঐ শব্দাত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ
পরব্রহ্ম হয়েন তবে তাহা সর্ব্বথা অশাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ যেহেতু তাবৎ

উপনিষদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম নির্বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন শব্দস্প
হইলে কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ হইতেন। কঠশ্রুতিঃ। অশ
মস্পর্শমরূপমব্যয়ং। মুণ্ডক। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপ
কর্ম্মণা বা। ব্রহ্ম শব্দবিশিষ্ট নহেন এবং স্পর্শবিশিষ্ট নহেন আর রূপহীন এ
হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য হয়েন। ব্রহ্ম চক্ষু ও বাক্য গ্রাহ্য নহেন এবং চক্ষু ও বা
ভিন্ন অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন আর তপস্যা ও সৎকর্ম্ম দ্বারা গ্র
নহেন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। নাম আর রূপ এ দুই য
হইতে ভিন্ন হয় তিনি ব্রহ্ম। ঐ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে লিখেন যে আপনা
ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইয়া জীব ফল প্রাপ্ত হইবেক। ই
কবিতাকার এমত লিখিতেন যে আপনাতে ও দেবতাতে ও জগতে
ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইলে জীব কৃতার্থ হয় তবে শাস্ত্রসম্মত হইত যে
শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৮৫ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ বসুদেবের প্রতি কহি
ছেন। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্বেপ্যেবং যদু
বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং। আমি আর তোমরা ও এই বলদেব আর এই দ্বার
বাসি লোক এ সকলকে ব্রহ্মরূপে জানিবে কেবল এই সকলকেই
জানিবে এমৎ নহে বরঞ্চ চরাচর জগৎকে ব্রহ্মরূপে জানিবে। মনুঃ।
যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং প
যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্য
সর্ব্বত্র সমান ভাব পাইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনাতে ইষ্টদেবতা
ব্রহ্মেতে অভেদ ভাব আর অন্য বিশ্বেতে ভেদজ্ঞান কৃতার্থ হইবার কা
হয় ইহা কবিতাকারের নিজমত হইবেক তিন বস্তুতে অভেদ জ্ঞান আর অ
সকল বস্তুতে ভেদ জ্ঞান থাকিতে জীব কৃতার্থ হয় ইহা কবিতাকার কে
শাস্ত্রের প্রমাণে লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে লিখা উচিত ছিল যেহেতু কে
দেবতাতে ব্রহ্ম বোধ করা ইহাও মুক্তিসাধন জ্ঞান নহে। কেনোপনিষ
যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। যদস্য
যদস্য দেবত্বথনুমীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং। গুরু শিষ্যকে কহিতেছে
যদি তুমি আপন দেহ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে ব্রহ্ম জানিয়া এমৎ কহ যে আ
সুন্দররূপে ব্রহ্মকে জানিলাম তবে তুমি ব্রহ্মস্বরূপের যৎকিঞ্চিৎ জানিলে আ

যদি দেবতাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মকে জান তথাপি অল্প জানিলে অতএব আমি বুঝি যে ব্রহ্ম এখনো তোমার বিচার্য্য হয়েন। ৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এবং ঐ পুস্তকের স্থানে২ কবিতাকার লিখেন যে যিনি সাকার তিনি নিরাকার ব্রহ্ম হয়েন। এ অত্যন্ত অশাস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদে ১১ সূত্র। ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার বস্তুত হইবার কি সম্ভাবনা উপাধি দ্বারাও কোনমতে হইতে পারে না যেহেতু সর্ব্বত্র বেদান্তে তাঁহার এক অবস্থা এবং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্ব করিয়া কহিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র এই নিয়ম হয় যে আকারের ভাব এবং অভাব এক কালে এক বস্তুতে সম্ভব হইতে পারেনা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নামরূপ হইতে ভিন্ন হয়েন। দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং আকারহীন সম্পূর্ণ হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। পরব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কোন প্রকারে নহেন যে হেতু নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতির প্রাধান্য হয় কেন না সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি ব্রহ্মের রূপকল্পনা অজ্ঞানের উপাসনার নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহার পর্য্যবসান নির্গুণ ব্রহ্মে হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেদান্তে দেখিবেন। স্মার্ত্ত-ধৃত যমদগ্নির বচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীর-হীন যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপ-নিষৎ ভাষ্যে ধৃত বচন। নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দা স্তেনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥ যেসকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয় তাহারা রূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক। মহানির্বাণ তন্ত্রে। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পবেধসাং॥ গুণের অনুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তের হিতের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এবং পরমারাধ্য মহাদেব ও ঋষি সকল যাঁহারা নানারূপ ও ধ্যান ও মন্ত্রাদি ও মাহাত্ম্য বর্ণন করেন তাঁহারাই সিদ্ধান্তে কহেন যে রূপহীন পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা অসমর্থের উপাসনার নিমিত্ত করা গেল। কবিতাকার শক্তির ও শিবের এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনে যে সকল শ্লোক লিখেন তাহাতেও ঐ সকল সাকার বর্ণনার পর্য্যবসান নির্গুণে

করিয়াছেন অথচ কবিতাকার চক্ষু থাকিতেও দেখেন না ১০ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি। নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ। তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন প্রযুজ্যতে॥ যদ্যপি তিনি স্ত্রী নহেন পুরুষ নহেন এবং ক্লীব নহেন এবং জড় নহেন তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষে স্ত্রীর লক্ষণ না থাকিলেও কল্পলতা শব্দে কহা যায় সেইরূপ তাঁহার প্রতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ হয়। ঐ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে কবিতাকারের ধৃত শ্লোক। অথ কালীপুরাণ। দৃষ্টিহীনা সদৃষ্টি স্ত্বমকর্ণাপি চ সশ্রুতিঃ। তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা॥ চক্ষু নাই দেখেন কর্ণ নাই শুনেন হস্ত নাই গ্রহণ করেন পা নাই গমন করেন। পুনরায় ১২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে। অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্বৈকমূর্ত্তিঃ। গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥ তোমার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে এবং পরিমাণের যোগ্য নহে এবং তুমি শক্তিস্বরূপ হও আর সকলের আশ্রয় এবং সত্বস্বরূপ হও আর গুণের অতীত কেবল নির্বিকল্প বুদ্ধির গ্রাহ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ তুমি হও। ১৬ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে। রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ং। সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং নিত্যানন্দমগোচরং॥ আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং। সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষং॥ হনুমানের প্রতি সীতার বাক্য। হ্রাসবৃদ্ধিহীন সকল উপাধি শূন্য নিত্য আনন্দস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ম্মল শান্ত ও বিকাররহিত সর্ব্বব্যাপি স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম করিয়া তুমি রামকে জানিবে। এবং যুক্তিতে আকারবিশিষ্টের ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হয় যেহেতু যে যে বস্তু চক্ষুগোচর সে সে নশ্বর এই ব্যাপ্তির অন্যথা কোনো মতে নাই আর যে নশ্বর সে পরব্রহ্ম হইবার যোগ্য নহে এবং সাকার বস্তু যত বিস্তীর্ণ হউক তথাপি দিক্ দেশ কালের ব্যাপ্য হইবেক আর পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি তেঁহ কাহার ব্যাপ্য নহেন এবিষয় অত্যন্ত বিস্তার রূপে বেদান্ত চন্দ্রিকার উত্তরের ১৩ পৃষ্ঠায় এবং বৈষ্ণবের উত্তরে পৃষ্ঠে লিখাগিয়াছে তাহা অবলোকন করিবেন। কবিতাকার গণেশ শক্তি হরি সূর্য্য শিব এবং গঙ্গা এই ছয়ের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক বচন লিখিয়াছেন যাহাতে এ সকলের প্রতি ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ আছে। কবিতাকারকে বিবেচনা করা উচিত যে যেমন ঐ ছয়কে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ

করিয়াছেন সেইরূপ শত শতকে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ এবং ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ শাস্ত্রে করিয়াছেন যথা। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবেক। ইন্দ্রমাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহীতি। অর্থাৎ ইন্দ্র ব্রহ্ম হয়েন। প্রাণবায়ুর মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্য্যণ্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরযির্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বময় ব্রহ্ম হয়েন। গরুড় মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং। অর্থাৎ গরুড় ব্রহ্ম হয়েন। এবং অন্যের ন্যায় ঐ ছয়ের জন্মমরণ পরাধীনত্ব বর্ণন ভূরি দেখিতেছি। বিষ্ণু। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥ এই জগতে সৃষ্টিসংহারকারি সমর্থ যাহারা হয়েন তাহারাও কালে লীন হইবেন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্য। গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধি র্দ্দৈবতানি চ। ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥ পৃথিবী সমুদ্র দেবতা ইহারা সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতা স্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥ বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু জন্মগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। কুলার্ণবে। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ও আকাশাদি ভূত সকলেই নষ্ট হইবেক অতএব আপনং মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। ইত্যাদি বচনের দ্বারা বাহুল্য করণের প্রয়োজন নাই। অতএব এক বচনে উপস্থিত এবং সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে যে নাশ শব্দ তাহার অর্থ কাহার প্রতি গৌণ অর্থাৎ অপ্রকট বুঝাইবেক কাহারা প্রতি মৃত্যু বুঝাইবেক ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ হয়। ঐ ছয় জন কেবল এদেশে উপাস্য হয়েন তন্নিমিত্তে তাঁহারাই ব্রহ্ম হইবেন ইহা বলা যায় না কারণ দুর্ব্বলাধিকারির উপাস্য রূপে ইহাদিগ্যে এবং মন প্রভৃতি অন্যকেও শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বের প্রমাণে ব্যক্ত আছে। কবিতাকার আপনি যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহাতেই ঐ ছয়ের পরস্পর জন্যজনকত্ব দাসপ্রভুত্ব সাক্ষাৎ পাওয়া যাই-

তেছে অথচ কবিতাকার জন্যকে এবং অধীনকে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বাধ্যক্ষ জন্মশূন্য নিরপেক্ষ পরমেশ্বর কহিতে শঙ্কা করেন না। কবিতাকারের পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে তাঁহার আপন লিখিত ওই সকল বচনের কথক লিখিতেছি। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া। পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং সা নিত্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার যে দেবী হইতে জন্ম হয় এবং তাঁহারা যে দেবীতে লীন হয়েন সেই দেবী নিত্যা হয়েন। ১১ পত্রে ২৫ পংক্তিতে। জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ ভবন্তি তে॥ যেমন বিদ্যুৎ মেঘেতে উৎপন্ন হইয়া মেঘেতেই লীন হয় সেইরূপ কালিকা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা উৎপন্ন হইয়া লীন হয়েন। ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে। কারণন্তু পরা শক্তি র্যা সা বাহ্যা হ্যনাময়া। ব্রহ্মাদ্যান্ সা সৃজেৎ শক্রং যথাবিধি বিধানতঃ॥ অর্থাৎ দেবী হইতে ব্রহ্মাদির জন্ম হয়। ১৩ পত্রে ১৭ পংক্তিতে। সমারাধ্য হরির্দুর্গাং বিষ্ণুত্বমগমদ্বিভুঃ। যে ব্যাপক হরি তিনি দুর্গার আরাধনা করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনরায় ১৬ পত্রে ৫ পংক্তিতে। মাং বিদ্ধি মূলং প্রকৃতিং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণীং তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা। হনূমানের প্রতি সীতাবাক্য। তুমি আমাকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী মূল প্রকৃতি করিয়া জান। সেই ব্রহ্মস্বরূপ রামের সন্নিধান মাত্রের দ্বারা নিরলস হইয়া এই সকলের সৃষ্টি করি। ইহা দ্বারা কবিতাকার ওই পাঁচের পরস্পর অধীনত্ব মানিয়াছেন।

এ সকল দেবতা ও পঞ্চভূত প্রভৃতিতে কেবল ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ আছে এমৎ নহে বরঞ্চ তাবৎ সংসারেতেই ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কি শ্রুতিতে কি অন্যং শাস্ত্রে দেখিতে পাই। চতুষ্পাদ বৈ ব্রহ্ম। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবাঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ চতুষ্পাদ প্রভৃতি ও দাস ও ধূর্ত্ত আর এই তাবৎ সংসার ব্রহ্ম কিন্তু ইহার দ্বারা এই সকল নশ্বর বিশ্বের প্রত্যেকের ব্রহ্মত্ব স্থাপন তাৎপর্য্য হয় এমৎ নহে বস্তুত ইহার দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্থাপন করিতেছেন নতুবা এই সকলকে পুনঃ২ নশ্বর ও জন্য কেন ওই সকল শাস্ত্রে কহিবেন।

আর কবিতাকার স্থানে২ ওই পঞ্চদেবতারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন এমৎ প্রতিপাদক অনেক বচন লিখেন। কিন্তু তাঁহাকে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে কেবল ওই পঞ্চদেবতা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া

কহেন এমৎ নহে বরঞ্চ অন্য২ অনেক দেবতা ও ঋষিরা আপনাতে ব্রহ্মআরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন। যেমন বৃহদারণ্যকে ইন্দ্রের বাক্য। মামেব বিজানীহি। কেবল আমাকে তুমি জান। বামদেবের বাক্য। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্ম চিন্তনের বলে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার অধিকারী হয়। অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ এবং নিত্যমুক্তস্বভাব আমি হই। এবচনকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আহ্নিক তত্ত্বে লিখেন যাহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকল ব্যক্তিরা স্মরণ করেন। কবিতাকার এই বচনকে আপন পুস্তকের ৬ পত্রে ২৬ পংক্তিতে লিখেন অথচ অর্থের অনুভব করেন না। এরূপ আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনের সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ। ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম কহেন সে আপনাতে পরমাত্মার দৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন এরূপ কহিবার সকলে অধিকারি হয় যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে বেদে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন।

৭ পত্রে ৩ পংক্তি অবধি লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত সাকার হইয়া দর্শন দেন। উত্তর। পরব্রহ্ম সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন তাঁহার ইচ্ছাতেই তাবৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা সকলে স্বীকার করেন তবে সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত রূপধারণ স্বীকার করাতে গৌরব হয় দ্বিতীয় তাহার অবস্থান্তর হওয়া ও নশ্বর হওয়া স্বীকার করিতে হয় তৃতীয় তাবৎ বেদবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বেদে তাঁহাকে রূপাদিরহিত নিত্য একঅবস্থাবিশিষ্ট করিয়া কহেন এসকল শ্রুতি পূর্ব্ব পৃষ্ঠে লিখিয়াছি এবং যুক্তিতেও দেখিতেছি যে তাবৎ দৃষ্টিগোচর বস্তু নশ্বর হয় ইহার অন্যথা হইতে পারে না আর নিরাকার হইতে সৃষ্ট্যাদি কিরূপে হয় তাহার সিদ্ধান্ত বেদান্তে লিখেন ২ অধ্যায় ১ পাদ ২৮ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। যদি জীবাত্মা স্বপ্নেতে রথ গজ নদী দেশ আকাশ দেবতা স্থাবর জঙ্গম এ সকলকে কোনো আকার ধারণ না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন তবে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এ সকল জগৎ ও নানাপ্রকার নামরূপের রচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি। অতএব কবি-

তাকার পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ অঙ্গীকার করেন অথচ এরূপ শাস্ত্রবিরু
বিতণ্ডাতে প্রবৃত্ত হয়েন বস্তুত তাবৎ নামরূপই মিথ্যা হয় অধিকন্তু মান
ধ্যানের যে নামরূপের কল্পনা প্রত্যহ করহ সে অন্য হইতেও অস্থায়ি
ধ্যানের রূপ মনের কল্পনায় জন্মিতেছে এবং মনের চাঞ্চল্যে ধ্বংস হইতে
অতএব এরূপ নশ্বরের অবলম্বনে মনোরঞ্জন ও কালহরণ কেন করহ নি
সর্ব্বগত পরমেশ্বরের চিন্তনে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হইয়া আপনার শ্রেয়ের বাধ
আপনি কেন হও। কঠশ্রুতি। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ॥ অনি
নামরূপের অবলম্বনে নিত্য যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রাপ্তি হয় না। কেন শ্রুতি
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ইহজন্মে পূর্ব্বো
প্রকারে যদি পরমেশ্বরকে জানে তবে তাহার সকল সত্য আর যদি পূর্ব্বো
প্রকারে না জানে তবে তাহার মহা বিনাশ হয়। ঈশোপনিষৎ। অসুর্য
নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে
চাত্মহনো জনাঃ॥ ইহার ভাষ্য॥ অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থো মন্ত্র আরভ্যতে
অসুর্য্যাঃ পরমার্থভাবমন্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়ো প্যসুরা স্তেষাঞ্চ স্বভূতা অসুর্য
নাম নামশব্দোঽনর্থকোনিপাতঃ তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে
ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি অন্ধেনাদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতা
তানস্থাবরান্তান প্রেত্য ত্যক্ত্বেমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং
কে চ আত্মহনঃ আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ কে তে জনা অবিদ্বাংস
অজ্ঞানির নিন্দার্থ কহিতেছেন। পরমাত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অ
হয়েন তাহাদের দেহকে অসুর্য্য অর্থাৎ অসুর্য্য দেহ কহি। সেই দেব
অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আ
ওই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশু
কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ শুভ ক
করিলে উত্তম দেহ পান আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পান এইরূ
ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। বৃহদারণ্যক। যোঽন্য দেবতা মুপা
অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্যক্তি
আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং কহে যে এই দেবতা অন্য
আর আমি অন্য অর্থাৎ উপাস্য উপাসক রূপে হই সে ব্যক্তি কিছু জানে

সে যেমন দেবতাদের পশু অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবতার উপকারী হয়। স্মৃতিঃ॥
যোঽন্যথা সন্তং মাত্মান মন্যথা প্রতিপদ্যতে কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণা-
ত্মাপহারিণা॥ যে ব্যক্তি অন্য প্রকারে স্থিত আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানে
সেই পরমার্থ চোর ব্যক্তি কি কি পাপ না করিলেক অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি
সকল পাপ তাহার হয়। ২৩ পত্রে ২১ পংক্তিতে কবিতাকার বেদান্ত সূত্র
করিয়া লিখেন সূত্র। জন্মনি জন্মান্তরে বা। অতএব কবিতাকারকে উচিত যে
কোন্ অধ্যায়ের কোন্ পাদে এসূত্র আছে তাহা লিখেন। ২ পত্রের ৪। ৫
পংক্তিতে লিখেন [পঞ্চব্রহ্মের মূর্ত্তি সমষ্টি ব্রহ্ম জানিবা। বেদান্তে ইহার
বিস্তার আছে] অতএব কবিতাকারকে উচিত যে বেদান্তের কোন্ সূত্রে
অথবা বেদান্তভাষ্যের কোন প্রকরণে ইহার বিস্তার আছে তাহা লিখেন।
পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্ম লোপের নিমিত্ত কবিতাকার ওই
সকল সূত্র স্বকপোল রচনা করিয়াছেন আশ্চর্য্য এই যে পুরাণাদির শ্লোক
যখন কবিতাকার লিখেন তখন তাহার অর্থ প্রায় ভাষাতে লিখিয়া থাকেন
কিন্তু ঈশাবাস্য প্রভৃতি আট দশ শ্রুতি যাহা আপন পুস্তকের স্থানে২ লিখিয়া-
ছেন তাহার বিবরণে কোন স্থানে অর্থ না করিয়া ভাষ্যে ইহার অর্থ জানিবে
এই মাত্র লিখেন এবং ওই সকল শ্রুতিকে ভাষ্যে সাকার ব্রহ্মের প্রতিপাদক
করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন এমৎ কবিতাকার লিখেন অতএব ওই সকলের
মূল ভাষ্য লিখিতেছি এবং তাহার ভাষা বিবরণ লিখিতেছি ইহাতে সকলে
বিবেচনা করিবেন যে ওই সকল শ্রুতি নাম রূপের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন
কি জগতের কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন আর ধর্ম্ম-
লোপের জন্যে শাস্ত্রের লিপিকে সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা বিবরণ করিয়া কবিতা-
কার লোকের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমত ৪ পৃষ্ঠে। ঈশাবাস্য মিদং
সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং।
ইহার ভাষ্য। ঈশা ঈষ্টে ইতি ঈট তেনেশা ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরাত্মা সর্ব্বস্য
সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মাসন্ তেন স্বেনাত্মনেশাবাস্যং আচ্ছাদনীয়ং
কিং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্ব্বং স্বেনা-
প্রত্যগাত্মতয়াঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থ সত্যরূপেণানৃতমিদং
সর্ব্বমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা যথা চন্দনাগুর্ব্বাদে রুদকাদিসংবন্ধজক্লেদাদিজং

দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপনির্ঘর্ষণেনাচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদে
হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগদ্দৈ্তভূতং পৃথিব্যা
জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপ কর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমা
সত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তুং স্যাৎ এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্র
সংন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ নহি ত্যক্তে
মৃতঃ পুত্রো ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি অত
স্ত্যাগেনেত্যয়মেবার্থঃ ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথা আত্মানমিতিশেষঃ। এবং ত্যক্তৈ
ষণ স্বং মাগৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষীর্দ্ধনবিষয়াং কস্যস্বিৎ কস্যচিৎ ধন
স্বস্য পরস্য বা ধনং মাকাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অর্থ
পরমেশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক ব
সংসারে আছে তাহা সকলকে আচ্ছাদন করিবেক যেমন চন্দনাদিতে জগ
দির সংসর্গে ক্লেদযুক্ত হইয়া দুর্গন্ধ হইলে ঐ চন্দনের ঘর্ষণ দ্বারা তাহা
পারমার্থিক গন্ধ প্রকাশ হইয়া সেই দুর্গন্ধকে আচ্ছাদন করে সেইরূপ আত্মা
আরোপিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ তাহা আত্মার স্বরূপ চিন্তনের দ্বারা ত্যাগ
হয় যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক
সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত
যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপন ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না
স্বিৎ শব্দ অনর্থক নিপাত। ৭ পৃষ্ঠায় যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো
নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। ভাষ্য। যৎপ্রতিজ্ঞাতং গুহ্য
ব্রহ্ম বক্ষ্যামীতি তদেবাহ। য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্ত্তি ন স্বপিতি কং
কামং কামং তং তমতিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থ মবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণঃ নিষ্পাদয়
জাগর্ত্তি পুরুষো যঃ তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তৎব্রহ্ম নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাদি
তদেবামৃতং অবিনাশ্যুচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু॥ ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে
আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই অবিনাশি নির্ম্ম
ব্রহ্ম হয়েন। ৯ পৃষ্ঠায় তস্মাত্তিরোদধে তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম ব
শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ
ভাষ্য। তস্মাদিন্দ্রাদাত্মসমীপং গতাৎ ব্রহ্মতিরোদধে তিরোভূতং ইন্দ্রস্যেন্দ্র
ত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইত্যতঃ সম্বাদমাত্রমপিনাদাৎ ব্রহ্মেন্দ্রা

তদ্যক্ষং যস্মিন্নাকাশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতমিন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে
যস্মিন্নাকাশে আসীৎ ইন্দ্রস্তস্মিন্নেবাকাশে তস্থৌ কিং তদ্যক্ষমিতিধ্যায়ন্
ন নিবৃতে অগ্ন্যাদিবৎ। তত ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যোমারূপিণী
প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা স ইন্দ্রস্তামুমাং বহুশোভনানাং সর্ব্বেষাং হি শোভনানাং
শোভনতমা বিদ্যেতি তথাচ বহুশোভমানেতিবিশেষণমুপপন্নং ভবতি হৈমবতীং
হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানা মিত্যর্থঃ অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা
হৈমবতী নিত্যমেবেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন সহ বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি জ্ঞাত্বা তা
মুপজগাম ইন্দ্রঃ তাং হোমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ ব্রুহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরো-
ভূতং যক্ষমিতি সা ব্রহ্মেতি হোবাচ কিল। অর্থ। মায়িক তেজঃপুঞ্জরূপ
আবির্ভূত ব্রহ্ম ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত বাক্যমাত্র না
কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন সেই আকাশে প্রচুর শোভাযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষি-
তের ন্যায় স্ত্রীরূপা বিদ্যা আবির্ভূতা হইলেন অথবা হৈমবতী সর্ব্বজ্ঞ মহা-
দেবের নিকট সর্ব্বদা থাকিবার দ্বারা ইহার বিশেষ জানিতে পারেন ইহা
জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ পূজ্য কে সে উমা
তাঁহাকে কহিলেন ইনি ব্রহ্ম। ৫ পৃষ্ঠায় যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা
হইতে এই বিশ্ব জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাহার আশ্রয়ে আছে আর ম্রিয়-
মাণ হইয়া যাহাতে লীন হইবেক তেহ ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ।
ভাষ্যে এই সকল শ্রুতির যে অর্থ তাহা মূল সহিত লেখা গেল। অতএব
কবিতাকার এ সকলের ভাষ্যকে বিশেষরূপে আলোচনা যেন করেন।
৮ পৃষ্ঠের শেষে কবিতাকার লিখেন যে গায়ত্রী চতুষ্পাদ বত্রিশ অক্ষর
হয়েন। কিন্তু কোন্ প্রমাণে কি দৃষ্টিতে লিখেন তাহার উল্লেখ করেন না
মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ত্রিপাদ চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রীকে কহিয়াছেন
ইহার বিশেষ গায়ত্রীর ভাষা বিবরণ যে আমরা করিয়াছি তাহাতে দেখি-
বেন গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যার অন্যথা করিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা লোক কৃতার্থ
হইতে পারিবেক এই আশঙ্কায় গায়ত্রীতে এই সকল সন্দেহ কবিতাকার
উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন যেন কোনমতে লোক পরব্রহ্মের উপা-
সনা না করিতে পারে। ১৫ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তিতে লিখেন বেদান্তের ভাষ্য-

কার সাকার ব্রহ্ম মানিয়া আনন্দলহরী স্তব করিয়াছেন। উত্তর। বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে কোন্ স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে ভাষ্যকার মানিয়াছেন তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল তবে আনন্দলহরী। দেবি সুরেশ্বরি ইত্যাদি গঙ্গার স্তব। নমো শঙ্কটাকষ্টহরিণী ভবানী ইত্যাদি অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই২ দেবতার পূজকেরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন এ সকল স্তব বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই প্রধান লোকের নামে আপনং কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক এই নিমিত্ত আচার্য্যের নামে এই সকল স্তব স্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন আর যদ্যপিও তাঁহার কৃত এ সকল হয় তথাপি হানি নাই যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাবৎ বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করা যায়। কবিতাকার তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় যাহা গুরু মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে সর্ব্বথা প্রমাণ এবং যে বচন লিখিয়াছেন তাহার বিশেষরূপে আমরা অর্থাবগতি করিলাম তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখি। নমস্তস্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখহারিণে ॥ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহামন্ত্রের দাতা সংসারদুঃখহারক যে তুমি হে গুরু তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত প্রণাম করি। অখণ্ড ব্রহ্মের স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়াছেন সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু তাহাকে নমস্কার। কিন্তু কবিতাকারকে উচিত যে ইহা বিবেচনা করেন যে যেশাস্ত্রানুসারে গুরু সর্ব্বথা মান্য হইয়াছেন সেই শাস্ত্রে লিখেন তন্ত্র। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥ শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করেন যে গুরু তিনি অতি দুর্লভ। আর লিখেন তন্ত্র। পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ। পশু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পশু হয় ইহাতে সংশয় নাই ও বেদে কহেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই শিষ্য পরমতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে গুরুকে মান্য করিতে হয় সেই শাস্ত্রানুসারে গুরুর লক্ষণ জানিতে হয় পিতাকে মানিতে হয় শাস্ত্রে কহিয়াছেন এবং পিতার

লক্ষণ ওই শাস্ত্রে করিয়াছেন যে যিনি জন্ম দেন তাঁহাকে পিতা কহি অতএব পিতার লক্ষণ যাঁহাতে আছে তাঁহাকে পিতা কহিয়া মানিতে হইবেক। আমরা ওঁতৎসৎ পত্রারম্ভে এবং অন্য কর্ম্মারম্ভে লিখি এবং কহি তাহাতে কবিতাকার দোষোল্লেখ করিয়া ২৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখিয়াছেন যে [ওঁকার শব্দার্থে ব্রহ্মকে বুঝায় যে২ অক্ষরে হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম বুঝায় অতএব সেই সকল নাম লেখা ভাল নতুবা ওঁকার শব্দের গর্ভের মধ্যে তিন নাম থাকে] যে২ অক্ষরে ওঁকার হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বুঝায় কবিতাকার লিখেন অথচ পুনরায় দোষ দেন যে সে সকল নাম কেন আমরা না লিখি যদি ওই সকল অক্ষরে কবিতাকারের মতে ওই সকল দেবতাকে বুঝায় তবে তাহাদের নাম লেখা কি প্রকারে না হইল এবং কবিতাকার প্রভৃতিকে দেখিতেছি যে এক হইতে অধিক নাম আপনা আপন লিপির প্রথমে ও গ্রন্থের প্রথমে প্রায় লিখেন না তবে কিরূপে কহেন আমরা দ্বেষ প্রযুক্ত ব্রহ্মাদির নাম লিখি না যদি একের নাম লিখিয়া অন্য দেবতার নাম না লিখিলে দ্বেষ বুঝায় তবে সমুদায় দেবতার নাম গ্রন্থাদির প্রথমে লেখা আবশ্যক হইয়া উঠে অথচ কবিতাকার প্রভৃতি কেহ কৃষ্ণ কেহ বা কেবল দুর্গা ইত্যাদি রূপে লিপি প্রভৃতির প্রথমে লিখেন তাহাতেও যে২ দেবতার নাম না লিখেন তাঁহার প্রতি কি দ্বেষ বুঝাইবেক এ কেবল কবিতাকারের দ্বেষ মাত্র পরমেশ্বরের প্রতি বুঝায় যেহেতু দেবতান্তরের নাম গ্রহণ করিবার প্রতি এপর্য্যন্ত যত্ন কিন্তু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পরমেশ্বরের প্রতিপাদক শব্দ সকল তাহার গ্রহণ অন্যে করিলে নানা দোষের উল্লেখ করেন বস্তুত কর্ত্তব্য কিম্বা অকর্ত্তব্য শাস্ত্রানুসারে জানা যায় শাস্ত্রে কহেন যে তাবৎ কর্ম্মের প্রথমে ওঁতৎসৎ ইহার সমুদায়ের অথবা প্রত্যেকের গ্রহণ করিবেক গীতা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ওঁকার এবং তৎ ও সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন অতএব বিধাতা সৃষ্টির আরম্ভে ওই তিনের গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ও বেদের ও যজ্ঞসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনরায় গীতাতে। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ব্যক্তির জন্মেতে ও উত্তম চরিত্রেতে সৎশব্দের প্রয়োগ হয় অতএব তাবৎ প্রশস্ত কর্ম্মেতে হে অর্জ্জুন সৎ শব্দের

গ্রহণ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ তন্ত্র। ওঁতৎসদ্বদেদ্বাক্যং প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং।
ব্রহ্মার্পণ মস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥ তাবৎ কর্ম্মের আরম্ভে ওঁতৎসৎ
এই বাক্য কহিবেক আর পান ভোজনে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মার্পণমস্তু এই
বাক্যের প্রয়োগ করিবেক। অতএব এই সকল বিধির অনুসারে লিপি প্রভৃ
তির প্রথমে ওঁতৎসৎ গ্রহণ করা যায় এসকল শাস্ত্র যে ব্যক্তির মান্য হয় সে
এই শব্দের প্রয়োগকে উঠাইবার চেষ্টা করিবেক না। আর শূদ্রাদির
শ্রবণ বিষয়ে যে দোষ লিখেন তাহাতে কবিতাকারকে জিজ্ঞাসা করি যে
যখন শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে থাকেন তখন ওঁতৎসৎ সম্বলিত
সঙ্কল্প বাক্য পড়েন ও অন্যকেও সঙ্কল্প করান কি না এবং মুমূর্ষুর নিকটে
ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রাম এই শব্দকে শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃ
স্বরে উচ্চারণ করেন কিনা। হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে দ্বেষ হইতে
বিরত কর। পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে ওঁ
তৎসৎ কহিতে হয় তাহা না করিয়া আপন ঘরে ওঁ তৎসৎ লিখেন।
কেবল শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া ওঁ তৎসৎ প্রয়োগ করিবেক এমৎ নিয়ম নাই
পূর্ব্বে লিখিত গীতাদির বচন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাবৎ উত্তম
কর্ম্মের প্রথমে ওঁতৎসৎ বাক্যের প্রয়োগ করিবেক সে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম হউক
কি অন্য উত্তম কর্ম্ম হউক আর বাটীতে মঙ্গল সূচনার্থ শাস্ত্রানুসারে
লিখিবেক যেহেতু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ওঁ তৎসৎ মন্ত্র বর্ণন কহিয়া পরে
লিখেন। গৃহপ্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি। গেহং তস্য ভবেত্তীর্থং
দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ যে ব্যক্তি ওঁতৎসৎ এ মন্ত্রকে গৃহের এক দেশে
কিম্বা আপন দেহে লিখিয়া ধারণ করে তাহার গৃহ তীর্থ হয় দেহ পুণ্যময় হয়।
অতএব এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টি করিয়া কবিতাকারকে ইহার বিবেচনা করিতে
প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত ছিল। আর আপন পুস্তকের প্রথমে ১০ পৃষ্ঠে এবং
২২ পৃষ্ঠে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদান্ত অল্প গ্রন্থ কয়েক শত
শ্লোক এই নিমিত্ত সাকার বর্ণন নাই। উত্তর। বেদান্ত সূত্রে সমুদায়
বেদান্তের মীমাংসা ও তাবৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সাকার বর্ণন
পুনঃ২ এই রূপে করিয়াছেন যে মায়িক নামরূপ সকল নশ্বর এবং
নশ্বর বস্তুর উপাসনা করিলে নিত্য যে মোক্ষ তাহার প্রাপ্তি হয় না।

৩ অধ্যায় ১ পদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তি। শ্রুতিতে
জীবকে যে দেবতাদের অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত অর্থাৎ অন্ন
না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্যমাত্র
যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেব-
তার ভোগে আইসে ইহার সূচা শ্রুতি। যোঽন্যাং দেবতা মুপাস্তেঽন্যোঽ-
সাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য
দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য
উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র হয়। ৪ অধ্যায়
৩ পদ ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে
পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা
হইতে পারে না॥ কবিতাকার ২১ পৃষ্ঠে লিখেন যে জগন্নাথ দেবের রথ না
টানিলে তাঁহাকে গালি দিতে পারেন। উত্তর। ইহাতে আমাদের হানি
লাভ নাই কবিতাকার আপনাদের ধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন
যে তাহাদের আজ্ঞার অন্যথা হইলে দেবতারো রক্ষা নাই। কবিতাকার
৪ পৃষ্ঠের শেষ অবধি ভগবান্ মনুপ্রণীত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল লিখিয়াছেন।
উত্তর। কর্ম্মিদের এ সকলের অনুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং ভগবান্ মনু
দ্বাদশাধ্যায়ে যে বচন লিখিয়াছেন তাহাও আমরা লিখিতেছি। যথোক্তান্যপি
কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥
পূর্ব্বোক্ত যাবৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে আর ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহেতে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। মনু তৃতীয়
অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও লিখি। বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে
বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্বৃত্তিমক্ষয়াং॥ কোন কোন
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর
নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে
নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন
বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না আর যখন নিশ্বাস ত্যাগ করা যায়
তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোন২ গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা
পঞ্চযজ্ঞ স্থানে শ্বাসনিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। পূর্ব্বা-

পর বচনের তাৎপর্য্য অধিকারি বিশেষে হয় অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারের বচন কর্ম্মী-
দের প্রতি ও জ্ঞানাধিকারের বচন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি জানিবে। কিম্ব
সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন কর্ম্মি হইতে হইয়া উঠে না সেই রূপ জ্ঞান
সাধনের অনুষ্ঠান সম্যক্ প্রকারে হইবার সম্ভব এককালে হয় না কবিতা-
কারকে বিবেচনা করা উচিত যে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয়ের অগোচর চৈতন্যমাত্র
সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসক নাস্তিক শব্দের প্রতিপাদ্য হয় কিম্বা অনিত্য
পরিমিত কাম ক্রোধাদি বিশিষ্ট অবয়বকে যে ঈশ্বর কহে সে নাস্তিক শব্দের
বাচ্য হয় যেমন মনুষ্য আপন জন্মদাতাকে পিতা কহিলে পিতৃ বিষয়ে নাস্তিক
হয় না কিন্তু পশ্বাদি অথবা স্থাবরাদি তাহাকে পিতা কহিলে পিতৃ বিষয়ে
নাস্তিক অবশ্য হয়। এখন কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের
শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন। মুণ্ডকশ্রুতি। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথ। সেই এক আত্মাকেই কেবল জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর
ইতি।

কবিতাকারের যে পুস্তক দেখিয়া আমরা এই প্রত্যুত্তর লিখি তাহার পত্রে ও
পংক্তিতে অন্য২ পুস্তকের সহিত পরে দেখিলাম কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে
অতএব যে২ স্থানের পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দ্দেশ আমরা লিখিয়াছি তাহার
অগ্র পশ্চাৎ তত্ত্ব করিলে সেই সেই স্থানকে পাঠ কর্ত্তারা পাইবেন ইতি
শকাব্দা ১৭৪২ * ॥ * ॥

শ্রীযুত হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা—

* * * * *
* সমাপ্তঃ *
* * * * *

ক্ষুদ্র পত্রী।

(বিতরণার্থ মুদ্রিত।)

ওঁতৎসৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ১।

কঠবল্লীশ্রুতিঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১॥

ভগবান্ হস্তামলকের কারিকা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো.মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেনৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥১॥

ষট্‌পদী।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্রত্যং।
আশ্রয়সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।৩।
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণুদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্লদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাণুস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

দ্বিতীয় ষট্‌পদী।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং। পূর্ণমনাদিচরাচরগেহং। ১।
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশং। স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং। ২।
ভবতিযতোজগতোঽস্যবিকাশঃ। স্থিতিরপিভবতিযতোঽস্যবিনাশঃ।৩।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ। যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ। ৪।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ। ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ। ৫।
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। জগতি পরং শরণং শরণানাং। ৬।

বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্‌পদী গীতি যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে। ইতি——

রাজা রামমোহন রায়

প্রণীত গ্রন্থাবলির

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাগের

পরিশিষ্ট।

——:০:——

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাজা রামমোহন রায়ের র
ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাইলাম না, তন্ম
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার একটী। কিন্তু তাহার কিছু কিছু পল্লবিতাংশ
দিয়া সার ভাগ " মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রাম মোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণ
এই নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের প্রথম অংশে প্রকা
হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইল।

প্রকাশক।

ওঁ তৎসৎ।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির
ল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না
রেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে
বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমা-
প্তে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা
আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না
ানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত
ানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে
বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা
লাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয়
ন" "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি
জারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য
খনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ
তে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল
স্ত বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এই
প হয় তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি
বোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে শুনা যায়
দান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু
বেদান্ত চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি
দান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন
হার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু
া এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত
তিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব
টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা
া যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্ত চন্দ্রিকার স্থানে

স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহা
বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ না
রূপ চরাচর কেবল ভ্রম মাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব লিখিত বাক্যে
বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের ও বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেব
আপনারদিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিষ
লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে
পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলা প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহা
কারণ এই। বেদান্ত সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তসূত্রং॥

ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতি
সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্রং॥

ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন।

আহ হি তন্মাত্রং। বেদান্তসূত্রং॥

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন।

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি। কঠোপনিষৎ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া ব
স্থার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্র
হয়েন, উপাধি বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে, এ
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চর্তুর্থ মন্ত্রের অবতর
কাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যা
ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদা
নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্ত সূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চি
প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মু
দিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁ
লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা

সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শক্তি আছে,অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই জগতের স্রষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কি রূপে তিনি দৃশ্যমান্ হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নাম রূপময় মিথ্যা জগত সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে সেই রূপ সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা রূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কি রূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা॥

অতএব পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক ?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাক্যের শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা হত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ
প্রয়ন্ত্যভিসংবশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণ রূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকারির বোধের নিমিত্ত।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। শ্রুতিঃ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন॥

দর্শয়তি চাথোহ্যপি চ স্মর্য্যতে। বেদান্তসূত্রং॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয়শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপ ময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের লোককে অসুর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎ কর্ম্ম অসৎ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়॥

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতিঃ॥

আত্মৈবোপাসীত॥ শ্রুতিঃ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥ বেদান্তসূত্রং॥

ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয় ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্ট রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুল্যন্তু দর্শনং॥ বেদান্তসূত্রং॥

যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্ত সূত্রের ৩ অধ্যায় ৪ পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগী যে

ক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিছেন॥ ইতি প্রথমখণ্ডং।

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যাহারদিগকে আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ, তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির ন মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে?" র উত্তর, পূর্ব্বপূর্ব্ব যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দূরে থাকুক, চার্য্য যে রূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, হাতে যে রূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু ছি ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে চার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে সনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন, আর যাঁহার শাস্ত্রে া আছে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা রের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া ন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ াদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎবান্ করা তাঁহারদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য ারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহা ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে র উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমনি কি

বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না ?" উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন
বাণ মারিলে প্লীহা ছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে
ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই
গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহারদিগের চিত্তস্থিরের নি
শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারদিগের
আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল
তেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নি
উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর লেখেন যে "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে ক
ছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেব বিগ্রহের হয় ? তোমারদি
বিগ্রহের নয় ? যদি বল আমারদিগের বিগ্রহেরও বটে তবে আগে শরী
মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রি
অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতা বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনু
কর্ম্মও করিও ?" ইহার উত্তর, ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা
নারদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যা রূপে তুল্য জা
সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমারদি
প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত
প্রিয় পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপ
শরীরকে এবং দেব শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম ক
কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেব শরীরকে মিথ্যা
ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্ব প্রকারে অযুক্ত হয়
আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেব শরী
জানিবার সেই কারণ। নাম রূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জা
কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এক কালে
অতএব আপন শরীরে আর দেব শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপ
সম্ভাবনা নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্র
দেবতাদিগকে কেন না মান ?" উত্তর,

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

ত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি
বং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার
ত্তার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখি-
ও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান ইহার
রণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে " শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎ পাষাণাদি প্রতি-
দিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি কেন না কর ইহা
মারদিগের বোধ গম্য হয় না " ইহার উত্তর,

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং। অর্চ্চায়াং দৈবচক্ষুষাং। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং।

ত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা
তিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির নিমিত্তে শাস্ত্রে
খিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের
রণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের
য়াছে তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরা-
করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ
যথা পশুরেবু স দেবানাং। শ্রুতিঃ।

আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা
য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের
মাত্র হয়॥

ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি॥ বেদান্তসূত্রং॥

তে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয়
ং সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়।

যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতা
ভোগে আইসে বেদ এই রূপ দেখাইয়াছেন ॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছে
যে তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদে
করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকা
পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূ
এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে।
উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতি
মাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদে
লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এই সকল কাল্পনি
উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞ
নির মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দে
তেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের র
পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বর
আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা ক
সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধ গম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হই
সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা
যে যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হ
সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধ গম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তি
চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে
বুঝে যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অরূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ ক
হইয়াছে অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আ
পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তির ম
এই রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেপি নিশ্চলং ॥ কুলার্ণবঃ।

কোন কোন ব্যক্তি মনঃস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির

করেন; যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে ॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্যে হস্তি মস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ কুলার্ণবঃ ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?"। উত্তর, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মজ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এস্থলেও সেই রূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এপ্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদিগের রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিন পাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগেরও

উত্তর হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি ? শিরোনাস্তি শিরোব্যথা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্ব লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে " স্বাত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি ?" উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের স্বরূপ গত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখ দুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমারদিগের দেবাত্মার কি আইসে ? ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদিগের দেবতাদিগকে তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রী পুংলিঙ্গ ভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদি রূপে কহ এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ ?" উত্তর, যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার

করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল কোথায় স্থল রূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী দেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন " যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পাষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে " যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় সুতরাং উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহ কর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন " মীমাংসক মত সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবাত্মাই না মান বেদান্ত মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা কেন না মান ?" উত্তর, বেদান্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেই রূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ বেদান্তসূত্রং ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে সেই রূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " যদি বল আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্ত মতসিদ্ধ দেব শরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎ প্রতিমার প্রশক্তিই কি ?" উত্তর, পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে বেদান্ত মতসিদ্ধ দেব শরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে " যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টি ক্রমে কহি।" উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবেন।

আর লেখেন যে " অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও ?" উত্তর, যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার

প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহারদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারি বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা ॥ কুলার্ণবঃ ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি ॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার

উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারি তাহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর॥

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাহারও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পরা সিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর, ভ্রম বশতই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে

হয়। সেই রূপ প্রতিমা পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ সুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমত যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। শ্রুতিঃ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই॥

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ শ্রুতিঃ॥

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।" ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরী সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে ঐ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে "ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা

করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।" উত্তর। জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবম্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥ মহানির্ব্বাণং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদংমহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাষগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র রূপকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর ॥

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং ॥ তলবকারোপনিষৎ ॥

সর্ব্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা
অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি
না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা
করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না
জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি
দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন
অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে
ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয়
কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য
এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে
যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা
হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ
ভ্রম নাশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের
উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন যথার্থ জ্ঞানা-
ধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে
অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণাবে-
রোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম
কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।"
উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয়
মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ
শরীরে ব্রহ্ম স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল উপাধি ভেদ মাত্র। যেমন এক
প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ
পায় সেই রূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন
স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না
সেই রূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥ ভাগবতং ॥

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকা বাসি
যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম জানিবে
এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান ॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ গীতা ॥

হে অর্জ্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং
তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার
চৈতন্য আবৃত নহে এপ্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার
চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা
দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশ্যমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্ব
শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন অর্থাৎ নাম রূপ সকল মায়া কার্য্য ব্রহ্মই
কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন
দ্বৈতবাদী যে কহে যে রূপগুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্যাদি ও আকাশ মনঃ
প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার
উত্তর। আমরা যে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই
পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি
করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের
গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্
ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এসকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন ইহা
জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার
কি মনুষ্যের কি অন্নের কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে
কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারা, যেহেতু ব্রহ্মের

আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নাম রূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ বেদান্তসূত্রং ॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ হয়েন না যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ বেদান্তসূত্রং ॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে ॥

বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয় তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না ॥

অথাত আদেশোনেতি নেতি ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ২ এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে

যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥ তলবকারোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মস্‌জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ মৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্‌জিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ বেদান্তসূত্রং ॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য কি গম্য বা কি অগম্য, যখন যাহাতে মনঃসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর, যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার
বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয়
করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই
রূপে ব্যবহার করিতে হয় ; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে
প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন
করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণ রূপ ব্যাপার
সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্ম্মে আর
যাহার শৈত্য গুণ পায়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার
প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ি
দিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে
শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের
তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে
ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং
যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যা-
গমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা
করিয়া থাকেন তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে
পারে কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্ত্তা যে পরমে-
শ্বর তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ রূপ
ফল দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত
নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিতানুমানে
বৈধ বহু পশুবধ স্থানের সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব
কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর
স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।"
উত্তর, যাহার পর নাই এমত উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা
করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব
যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই তাহারদিগের এ প্রশ্ন করা অতি
আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যে হে অগ্রাহ্য নাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমার-
দিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি ? ইত্যাদি" উত্তর, আমারদিগকে সোপাধি
জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে
উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাহার প্রতিপাদক
শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব
আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের
উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয়
হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য
তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বর তুল্য হয়।

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্
প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই
কর্ত্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি
উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না
যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে
পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য
অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার
অর্চ্চনাদি কর্ম্ম কাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয়
কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা
সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল এই যত্ন করণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত
হইতেছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥ মনুঃ ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন
করিবেন ॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি।
প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং
ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন

অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আ
গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন ; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যা
বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদা
চারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এ দুই প্রকা
মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কা
এই যে ভট্টাচার্য্য আমারদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহি
ছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আ
এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এই দুইয়ের ম
কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শি
দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এ
বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জ
সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আ
তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এ
জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ কি
লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এ
বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় ত
যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান
এ দুইয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এ প্রশ্নের কারণ এই
ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমারদিগকে স্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখি
ছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বয
পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করা
না।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।